পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1541, Saturday, 2 September 2023 FREE www.parichoy.com

আবারও আলোচনায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিস্তারিত ০৮ পাতায়

আরো আছে...

- রোমানিয়া-হাঙ্গেরি সীমান্তে ১৬ বাংলাদেশি আটক-৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে চীনের নিষিদ্ধ তুলার পোশাক, বাংলাদেশ থেকে কি গেছে?-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশকে আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিল শ্রীলঙ্কা-৫ম পাতায়
- বিশ্বকে বলার মতো উন্নয়নের গল্প বাংলাদেশের আছে বললেন ভারতীয় হাইকমিশনার-৫ম পাতায়
- ভিসা নিষেধাজ্ঞায় ফের মার্কিন হুঁশিয়ারি, এবার সিয়েরা লিওন-৬ষ্ঠ পাতায়
- বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বাইডেনের কড়া বার্তা-৭ম পাতায়
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে চীনের দিকে ঝুঁকছে সউদী-৭ম পাতায়
- ড. ইউনূসকে নিয়ে খোলা চিঠি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবমাননা-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি-৮ম পাতায়
- ইউনূসের বিচার স্থগিতের দাবি দেশের বিচার বিভাগের ওপর হুমকি বললেন ১৭১ বিশিষ্টজন-৮ম পাতায়
- ড. ইউনূসকে হয়রানির প্রতিবাদ বাংলাদেশের ৩৪ নাগরিকের-৮ম পাতায়
- হিলারি ক্লিনটন নিজে আদেশ দিয়ে পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করেছিল -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৯ম পাতায়

জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস সংশ্লিষ্ট পাচারকারীর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের প্রবেশ, নড়েচড়ে বসছে বাইডেন প্রশাসন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

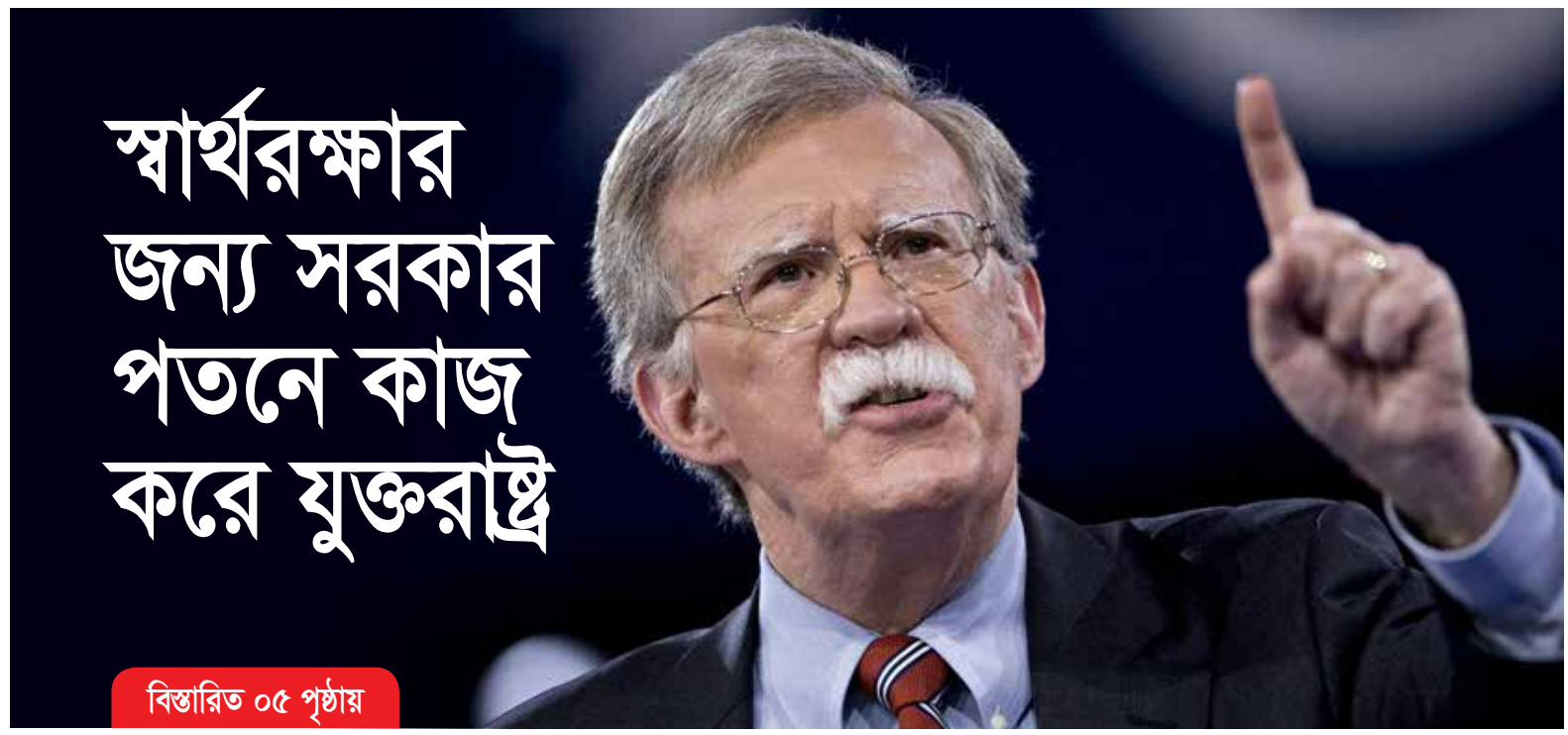

স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার পতনে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING # RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric18@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ট্রাম্পের সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন বললেন

স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার পতনে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: স্বার্থরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে সরকার পতনে কাজ করে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি। জন বোল্টন আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় সহায়তা করে আসছে। গত বছর সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারেও বোল্টন বলেছিলেন, অভ্যুত্থান বা সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনাগুলোর নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ দেখা ও অন্য দেশের প্রভাব কমানোই মূল উদ্দেশ্য।

প্রায় ৪০ বছর ধরে মার্কিন প্রশাসনে কাজ করেছেন বোল্টন। সবশেষ তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন।

তবে মতের অমিল হওয়ার কারণে তাকে বরখাস্ত করেন ট্রাম্প। তখন ট্রাম্প বলেছিলেন, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বাধাতে ও বোমা ফেলতে চান বোল্টন।

টিভি সাক্ষাৎকারে বোল্টনের কাছে অভ্যুত্থানের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যেতে যাচ্ছি না। তবে তিনি তার বইয়ে ভেনেজুয়েলার বিষয়ে কথা বলেছেন। যদিও ওই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল। এ জন্য তার বিরুদ্ধে দেশটির রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে হত্যা ও অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভেনেজুয়েলায় বিরোধী মিলিশিয়াদের সমর্থনের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসের দিনগুলো নিয়ে জন বোল্টনের লেখা 'দ্য রুম হয়ার ইট হ্যাপেন্ড: আ হোয়াইট হাউস মেমোয়ার' (যে কক্ষে এটি ঘটেছে : হোয়াইট হাউস স্মৃতিকথা) নামের বইটি ২০২০ সালের জুনে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়

বইটি প্রকাশের আগে এতে রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য আছে বলে প্রকাশককে চিঠি দিয়ে হোয়াইট হাউস সতর্ক করে। ওই বইয়ে বোল্টন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারের ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভ্রান্তিকর ও অস্থির নীতির সমালোচনা করেন।

বাংলাদেশকে আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিল শ্রীলঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ থেকে নেয়া ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) ডলার ঋণের আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ডলার ফেরত দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। গত বৃহস্পতিবার এ অর্থ ফেরত দেয়া হয়। শুক্রবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে ২১ আগস্ট প্রথম কিস্তিতে ৫০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দেয় দেশটি।

মেজবাউল হক বলেন, শ্রীলঙ্কা আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়েছে। এখন তারা বাকি ৫০ মিলিয়ন ডলার যথাসময়ে ফেরত দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিজের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতির আওতায়

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

রোমানিয়া-হাঙ্গেরি সীমান্তে ১৬ বাংলাদেশি আটক

পরিচয় ডেস্ক: রোমানিয়ায় ১৬ বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির সীমান্ত পুলিশ। পশ্চিম রোমানিয়ার আরাদ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তারা হাঙ্গেরিতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা গেছে। এ তথ্য এক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেছে ইনফো মাইগ্র্যান্টস।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) রোমানিয়া সীমান্ত পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বুধবার মধ্যরাতে আরাদ কাউন্টির নাদলাক বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে একটি গাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ১৬ বাংলাদেশিকে খুঁজে পেয়েছেন তারা।

জানা গেছে, মধ্যরাতে এক রোমানীয় নাগরিক গাড়ি নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নাদলাক সীমান্ত পয়েন্টে আসেন। তিনি রোমানিয়া-ইতালি রুটে কার্গোবোর্ডের বাক্সের পণ্য পরিবহন করছিলেন বলে উপস্থাপিত নথিতে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ওই চালকের আগের রেকর্ড সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ সীমান্ত পারাপারের অনুমতি না দিয়ে গাড়ির পণ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তাতেই কার্গোবোর্ডের বাক্সে লুকিয়ে থাকা ১৬ বাংলাদেশি অভিবাসীর খোঁজ মেলে।

আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে পর পুলিশ জানায়, তাদের বয়স ২১ থেকে ৪০ বছর। তারা সবাই বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে রোমানিয়ায় এসেছিলেন।

এদিকে, গাড়িটির চালকের বিরুদ্ধে অভিবাসী পাচারের অপরাধে

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের নিষিদ্ধ তুলার পোশাক বাংলাদেশ থেকে কি গেছে?

পরিচয় ডেস্ক: চীনের জিনজিয়ান প্রদেশে উৎপাদিত 'নিষিদ্ধ' তুলার গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির কাস্টমস ও সীমান্ত নিরাপত্তা সংস্থা তৈরি পোশাক ও জুতার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ তথ্য বের করেছে বলে শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

চীনের জিনজিয়ানে উৎপাদিত তুলার পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ। ওয়াশিংটনের দাবি, জিনজিয়ানে শ্রমিকদের 'শোষণ' করে এসব তুলা উৎপাদন করা হয়।

রয়টার্স জানিয়েছে, এবারই প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রে জিনজিয়ানের তুলার পণ্য পাওয়ার তথ্য সামনে এসেছে। দুই বছর আগে ২০২১ সালে আইন করে যুক্তরাষ্ট্রে জিনজিয়ানের তুলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

রয়টার্স আরও

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকে বলার মতো উন্নয়নের গল্প বাংলাদেশের আছে বললেন ভারতীয় হাইকমিশনার

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেছেন, বিশ্বকে বলার মতো উন্নয়নের গল্প বাংলাদেশের আছে। গত এক যুগেরও বেশি সময়ে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিয়ে তা অবশ্যই বিশ্বকে বলার মতো।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'রোড টু জি ২০: ঢাকা টু নয়াদিল্লি' শীর্ষক সেমিনারে তিনি বক্তৃতা করেন। প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন, '২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে চায়। ভারতও ২০৪৭ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উত্তীর্ণ হতে চায়। কাজেই প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের সহযোগিতা নতুন দিগন্তে সম্প্রসারিত হবে। এই সহযোগিতা কেবল দ্বিপাক্ষিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বৈশ্বিক আলোচনা যে অন্তর্ভুক্তিতা, সহনশীলতা ও স্থায়িত্বের দিকে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও বিশেষ বন্ধু হিসেবে সক্রিয়ভাবে জি-২০ সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সেখানকার আলোচনা সমৃদ্ধ করতে সম্মত হওয়ায় জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, 'আগামী নয় দিনের মধ্যে নয়াদিল্লিতে

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

'কে কি বললেন'

খুনিদের কাছে জীবন ভিক্ষা চাননি জাতির পিতা- বাংলাদেশেরপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর কোনো দেশ মানবতার কথা বলেনি- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন

ড. ইউনূসের ব্যাপারে যারা বিবৃতি দিয়েছে তাদের দেশের দূতাবাসে চিঠি দিবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম

আমাদের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছায়নি। এ অবস্থায় জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারলে সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে।- বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ভিসা নিষেধাজ্ঞায় ফের মার্কিন হুঁশিয়ারি, এবার সিয়েরা লিওন

পরিচয় ডেস্ক: এবার আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের জন্য নতুন করে ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে বলেন, সিয়েরা লিওনে গত জুনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসহ সে দেশের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি আরোপ করা হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সিয়েরা লিওনসহ সারা বিশ্বের গণতন্ত্র চর্চায় সমর্থন দিতে আমেরিকা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সিয়েরা লিওনের ওপর নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি আরোপ করা হলো। ২০২৩ সালের জুনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসহ সে দেশের গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা এর আওতায় পড়বেন।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যাঁরা নির্বাচনে

অনিয়ম ও কারচুপির সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। ভোটার, নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সুশীল সমাজের মানুষকে ভয়ভীতি দেখানো, সহিসংতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো এ ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, সিয়েরা লিওন সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় এবং এর আগে ও পরে গণতান্ত্রিক চর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও নতুন ভিসা নীতির আওতায় পড়তে পারেন। শুধুমাত্র সিয়েরা লিওনের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর হবে। সাধারণ মানুষ সরাসরি আওতায় পড়বেন না।

এর আগে বাংলাদেশ, নিকারাগুয়া, কম্বোডিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের ওপর ভিসা নীতি ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি নিকারাগুয়ার ১০০ কর্মকর্তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি সরাসরি দেখানো হবে টেলিভিশনে

পরিচয় ডেস্ক: জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টার অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার বিচারিক কার্যক্রম টেলিভিশন ও ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি চলাকালে জর্জিয়ার একটি আদালতের বিচারক স্কট ম্যাকাফে এমন নির্দেশনা দেন।

স্কট ম্যাকাফে বলেন, ‘অঙ্গরাজ্যের ফুলটন কাউন্টি প্রশাসনের একটি ইউটিউব চ্যানেলে আমরা বড় বড় মামলার শুনানি সরাসরি সম্প্রচার করে আসছি। এই মামলার ক্ষেত্রেও একই কাজ করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের।’

২০২০ সালে জর্জিয়ায় নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে ট্রাম্পসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে। ট্রাম্পসহ তাঁদের বিরুদ্ধে ৪১টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত সপ্তাহে এ মামলায় ট্রাম্পকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে ২০ মিনিট গ্রেপ্তার ছিলেন তিনি। এরপর ২ লাখ ডলার মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি।

জর্জিয়ায় নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নথি পত্র পেশ করা হয়। সেখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি এই অভিযোগগুলোর ধরন এবং আদালতে হাজিরা দেওয়া নিয়ে তাঁর অধিকার সম্পর্কে ‘ভালোভাবে জানেন’।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। এরই মধ্যে একের পর এক অভিযোগ আনা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে এসব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প ।বিবিসি

ক্যাপিটল হিলে হামলা: ট্রাম্পপন্থী ‘প্রাউড বয়েজ’ নেতার ১৭ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় ‘প্রাউড বয়েজ’ নামের উগ্র ডানপন্থী মিলিশিয়া গোষ্ঠীর এক নেতাকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কারাদণ্ড পাওয়া ব্যক্তির নাম জো বিগস। গত বৃহস্পতিবার (৩১ আগষ্ট) তাঁকে এ দণ্ড দেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের রায়ের মধ্যে অন্যতম এটি। কৌঁসুলিরা বলেছেন, ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের ফল জোরপূর্বক পাল্টে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রের অন্যতম মূল ব্যক্তি ছিলেন বিগস।

নির্বাচনের ফল জোর করে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবে নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিলেন।

ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখতে ‘যুদ্ধের’ ডাক দিয়েছিল প্রাউড বয়েজ।

ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে শত শত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

কানাডার রাস্তায় ৫০ লাখ মৌমাছি!

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় খামারের কর্মীদের গাফিলতির কারণে ট্রাক থেকে ৫০ লাখ মৌমাছি ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। ঘটনা যেমন মজার, তেমন ভয়ংকরও। মৌমাছিগুলোকে মৌচাকে রেখে শীতকালীন স্থানে স্থানান্তরের সময় ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা।

পুলিশের কাছ থেকে এমন ঘটনার খবর পেয়েই ঘুম ভাঙে মৌমাছি চাষি মাইকেল বারবারের। মৌমাছিদের বাগে আনতে পুলিশ তার সাহায্য চায়। তাকে জানানো হয়, একটি ট্রাক থেকে ৫০ লাখ মৌমাছি পড়ে গেছে। খবর পেয়ে কাজে লেগে পড়েন উদ্ধারকারীরা।

খামার থেকে মৌমাছিগুলো পরিবহনের সময় স্ট্র্যাপগুলো আলগা হয়ে যায়। ফলে সহজেই ট্রাক থেকে বেরিয়ে পড়ে মৌমাছিগুলো। সাথে সাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা। পরে পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে খামারের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মৌমাছিগুলোকে খুব রাগান্বিত ও বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

মাইকেল জানান ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, ক্রুদ্ধ মেঘের মতো করে এক ঝাঁক মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যেমন ক্ষুব্ধ, তেমন সন্দিগ্ধ এবং আশ্রয়হারা।

জানা যায়, মৌমাছিসহ মৌচাক ট্রাকের পেছনে করে অন্য *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের মামলা, নিজেকে নির্দোষ দাবি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফলাফল পাল্টে দেয়ার চেষ্টার মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার জর্জিয়ার আটলান্টার ফুল্টন কাউন্টির সুপেরিয়র কোর্টে নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে পেশ করা নথিতে ট্রাম্প এমন দাবি করেন।সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানায়, ট্রাম্প তার আইনজীবীর মাধ্যমে আগামী বুধবার মামলার শুনানিতে সশরীরে আদালতে হাজিরা না দেয়ার আবেদন করেন। আদালত সেটি মঞ্জুর করেছেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জর্জিয়ায় নির্বাচনে কারসাজি, হস্তক্ষেপ চেষ্টাসহ ১৩টি অভিযোগ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের সাবেক স্টাফ-প্রধান মার্ক মেডোস, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবী রুডি জুলিয়ানি, মার্কিন বিচার বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা জেফরি ক্লার্কসহ আরও ১৮ জনের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ২৪ আগস্ট জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টার ফুল্টন কাউন্টি জেলে আত্মসমর্পণ করেন ট্রাম্প। সেখানে তাকে প্রায় ২০ মিনিট জেলে থাকতে হয়েছিল। তার মুখচ্ছবিও তোলা হয়। পরে ২ লাখ ডলারের বন্ডে ট্রাম্পকে জেল থেকে জামিন দেয়া হয়।

জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে জানায়, ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। যার মধ্যে অনেকগুলো মামলাই ২০২০ সালের নির্বাচনসংক্রান্ত। এ ছাড়া প ´স্টারকে অবৈধভাবে অর্থ দেয়ার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। নিউইয়র্কে সেই মামলা চলছে। সব মিলিয়ে চারটি গুরুতর মামলা আছে তার বিরুদ্ধে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

মামলার শুনানির জন্য তাকে একাধিক রাজ্যে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের প্রচারকারী শিবির বলেছে, তাদের নির্বাচনী প্রচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই এসব অভিযোগ আনা হচ্ছে।

ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় ট্রাম্প সমর্থকের জেল : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গায় গত বৃহস্পতিবার ৩১ আগষ্ট দুই ট্রাম্প সমর্থকের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে তাণ্ডব চালায় ট্রামপন্থিরা। কংগ্রেসের ভেতর ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছিল তারা। অতি দক্ষিণপন্থি একাধিক সংগঠন সেই হামলায় শামিল হয়েছিল।

হামলাটির অন্যতম নেতা জোসেফ বিগসকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আদালতে জোসেফ বলেছেন, তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী।

কিন্তু ওই দিন সবার উত্তেজনা দেখে তিনিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিগস।

একই দিন আরেক অতি দক্ষিণপন্থি নেতা জ্যাছারি রেলকেও শাস্তি দিয়েছেন আদালত। তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ক্যাপিটল হামলার জন্য এখনো পর্যন্ত ১ হাজার ১০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর আগে আরেক অপরাধীকে ১৯ বছরের সাজা শোনানো হয়েছে।

জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস সংশ্লিষ্ট পাচারকারীর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের প্রবেশ, নড়েচড়ে বসছে বাইডেন প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের শুরুর দিকে মেক্সিকো সীমান্ত থেকে উজবেকিস্তানের বেশ কয়েকজন নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। ওই আবেদন গ্রহণও করেছিল মার্কিন প্রশাসন। এখন তাঁদের নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। মার্কিন কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য বলছে, উজবেকিস্তানের ওই নাগরিকেরা যে পাচারকারীর সহায়তায় নিজ দেশ থেকে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সম্পর্ক রয়েছে।

এ নিয়ে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র আদ্রিয়েনে ওয়াটসন বলেছেন, ওই ব্যক্তিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আইএসের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি না, তা এখনো জানতে পারেনি এফবিআই। তবে তাঁদের শনাক্ত করতে ও খোঁজখবর নিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। আর দুই মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে তাঁদের বেশ কয়েকজনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

এ নিয়ে জরুরিভাবে একটি গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মন্ত্রিসভার শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। দেশটিতে সন্ত্রাসবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত কয়েকজন কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, গোয়েন্দাদের তদন্তে উঠে আসা তথ্য এটাই সামনে এনেছে যে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অভিবাসীদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদেরও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বড় ঝুঁকি রয়েছে।

যে পাচারকারীর সহায়তায় উজবেকিস্তানের ওই নাগরিকেরা যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল তুরস্ক। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে এফবিআই। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই পাচারকারী আইএস সদস্য নন বলেই মনে করা হচ্ছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বাইডেনের কড়া বার্তা

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি ফ্লোরিডায় একটি দোকানে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের দিকে গুলি চালিয়েছে এক ২১ বছরের যুবক। পরে নিজেকেও শেষ করে দিয়েছেন ওই ব্যক্তি। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেই নিজের বক্তৃতা সাজিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বাইডেন বলেছেন, বর্ণবাদ শেষ করার সময় এসেছে। প্রেসিডেন্টের কথায়,ও কালো মানুষদের জীবন যাতে এভাবে চলে না যায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে সরকারকে।ও বর্ণবাদ অ্যামেরিকায় নতুন সমস্যা নয়।

কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাবি এবং অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তার দীর্ঘ এবং তীব্র লড়াই অ্যামেরিকার ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। সে সময় তার বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন কিং, 'আই হ্যাভ আ ড্রিম'। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার ৬০ বছর উদযাপন হয়েছে সোমবার। বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস দুইজনই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূতও বটে।

হ্যারিসও এদিন বলেছেন,ও আমেরিকায় কালো এবং সাদা মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত নেই। কিন্তু কেউ কেউ তফাত তৈরির চেষ্টা করছে। আমাদের দায়িত্ব তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া। আমেরিকাকে কোনোভাবেই এই বিদ্বেষের মধ্যে ঢুকতে দেয়া যাবে না।

বাইডেন বলেছেন, বর্ণবাদ এবং বিদ্বেষমূলক আক্রমণ বন্ধ করার জন্য সরকার চরমতম ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভেবেছে। যাতে মূল থেকে এই ধরনের অপরাধকে উৎপাটিত করা যায়। বক্তৃতার পর হোয়াইট হাউসে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ছেলে-মেয়েদের সাথে একান্তে বৈঠকও করেন বাইডেন এবং হ্যারিস।

সম্প্রতি ফ্লোরিডায় একটি ২১ বছরের যুবক বন্দুক নিয়ে ডলার জেনারেল স্টোরের ভিতর ঢুকে পড়ে। শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের দিকেই গুলি চালাতে থাকেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক এর আগে হেট স্পিচও প্রচার করেছে।

বস্তুত, এর আগেও একাধিক এমন শুটআউটের ঘটনা ঘটেছে। বর্ণবাদ নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে আমেরিকায়। এদিন লুথার কিংয়ের ছেলে বলেছেন,ও বর্ণবাদের এক নতুন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সূত্র : ডয়চে ভেলে

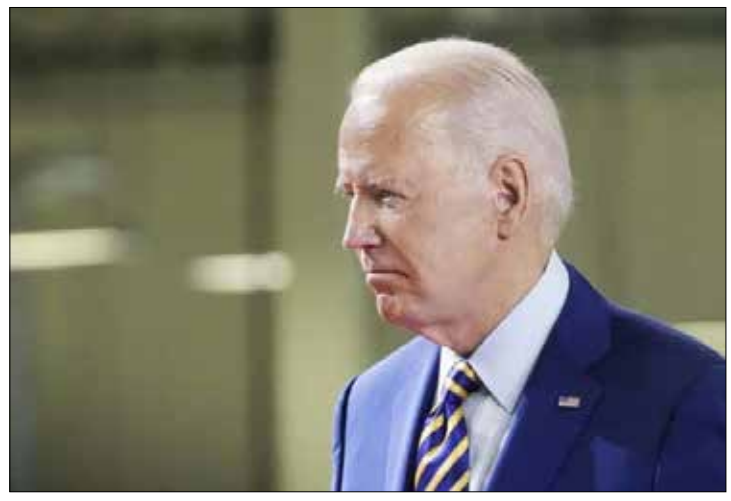

'ক্লান্ত' বোধ করেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: 'ক্লান্ত' বোধ করেন বলে একান্তে স্বীকার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (৮০)। 'দ্য লাস্ট পলিটিশিয়ান : ইনসাইড জো বাইডেনস হোয়াইট হাউজ অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর আমেরিকাস ফিউচার' বইয়ে এ কথা উল্লেখ করা হয়।

বইটির লেখক ফ্রাঙ্কলিন ফয়ের। আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হবে। বইটির উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মার্কিন সাময়িকী 'দ্য আটলান্টিক'-এ প্রকাশ করা হয়েছে মঙ্গলবার। তবে বাইডেনের 'ক্লান্ত' বোধ করেন বলে দেওয়া মন্তব্য ফোয়ের কোন সূত্রে জানতে পেরেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি বইটিতে। গার্ডিয়ান।

২০২৪ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য লড়াই করবেন জো বাইডেন। এত বেশি বয়স নিয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে নিজের দায়িত্ব সামলাতে পারবেন কি না তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক।

বেশি বয়স বাইডেনের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে।

বলা হয়েছে, জনসমক্ষে নিজের শক্ত-সামর্থ্য হিসাবে উপস্থাপন করার মতো শক্তিও তার নেই।

এমনকি নেই সহজে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা। কমে আসছে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা। বাইডেনের শারীরিক অসুস্থতার খবর টের পাওয়া যায় তার চলাফেরায়ই। কোনো ওষুধ অথবা শরীরচর্চা দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে চীনের দিকে ঝুঁকছে সউদী

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, , সউদী আরব পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চীনের সহযোগিতা নেয়ার কথা বিবেচনা করছে। এ কাজে তারা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আশা করলেও তাদের বিভিন্ন শর্তের কারণে হতাশ হয়ে রিয়াদ এখন চীনের দিকে ঝুঁকছে।

চায়না ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার কর্পোরেশন (সিএনএনসি), একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সীমান্তের কাছে একটি পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করেছে, সংবাদপত্রটি বেনামী সউদী কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে। সউদী কর্মকর্তারা আশা করছেন যে, চীনের অংশগ্রহণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা তাদের নিজস্ব ইউরেনিয়াম মজুত না করার প্রতিশ্রুতি সহ রাজ্যের নতুন পারমাণবিক শিল্পকে সহায়তা করার শর্তগুলি শিথিল করতে চাপ দেবে, সংবাদপত্রটি বলেছে।

সংবাদপত্রটি বলেছে, চীন রিয়াদকে এ ধরনের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য অসম্ভাব্য করেছে, যা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সিএনএনসি এবং চীন ও সউদী আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়টার্স বার্তা সংস্থার মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। সউদী আরব এবং চীন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ানো হচ্ছে ভিসা ও মাস্টারকার্ডের মাশুল, বাড়বে কেনাকাটার ব্যয়

পরিচয় ডেস্ক: ভিসা ও মাস্টারকার্ড মাশুল বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে। বিষয়টি হলো, দোকানে এসব কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহকেরা মূল্য পরিশোধ করলে তা গ্রহণ করতে দোকানিদের যে মাশুল পরিশোধ করতে হয়, তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে এই কোম্পানি দুটি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও নথি উদ্ধৃত করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, চলতি বছরের অক্টোবর ও আগামী বছরের এপ্রিলে এই মাশুল বৃদ্ধির কথা। আরও বলা হয়েছে, এই মাশুল বৃদ্ধির বড় একটি অংশ অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে ভিসা ও মাস্টারকার্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রয়টার্সের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

গ্রাহকেরা যখন কিছু কেনার জন্য তাঁদের কার্ড ব্যবহার করেন, তখন দোকানদারদের কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে যে অর্থ দিতে হয়, সেটা ইন্টারচেঞ্জ ফি হিসেবে পরিচিত।

নিয়ন্ত্রকেরা বলছেন, বর্ধিত মাশুলের চাপ শেষমেশ গ্রাহকদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে কেনাকাটার খরচ বেড়ে যাবে। খবর রয়টার্সের

আবারও আলোচনায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস

এমরান হোসাইন শেখ: আবারও আলোচনায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সরকারি দল ও বিরোধী দলের পাল্টাপাল্টি আন্দোলন ছাপিয়ে আলোচনার সামনে চলে এসেছেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস। কর ফাঁকি, মানি লন্ডারিং, শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে একের পর এক মামলার বিপরীতে এসব মামলা স্থগিত করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের 'খোলা চিঠি' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এরই মধ্যে ইউনূস ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেও মুখ খুলেছেন। বলেছেন, আত্মসম্মান না থাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি বিবৃতি ভিক্ষা করছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কারও বিবৃতিতে আদালত প্রভাবিত হবে না। আদালত স্বাধীনভাবেই কাজ করবে। আইন নিজস্ব গতিতে চলবে।

ব্যক্তিগতভাবে অর্থনীতিবিদ হলেও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত এক দশকে বিভিন্ন সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। ২০০৬ সালে নোবেল পাওয়ার পর ওয়ান-ইলেভেনে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার সময় রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা, বয়স না থাকলেও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

(এমডি) পদ আঁকড়ে রাখতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্থাপনা পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধে বিশ্বব্যাংককে প্রভাবিত করা, গ্রামীণ ব্যাংক ছেড়ে সামাজিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, শ্রম আইন অনুসরণ না করে গ্রামীণফোনের কর্মীদের চাকরিচ্যুত এবং শ্রমিকদের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করা, মামলায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় আদালতের বাইরে সেটেলমেন্টসহ বিভিন্ন কারণে তিনি আলোচিত ছিলেন। কথিত জাতীয় সরকারের প্রধান হওয়ার বিষয়েও আলোচনায় এসেছেন তিনি।

সম্প্রতি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর প্রেক্ষাপটে একযোগে ১৮০ জন বিশ্বনেতা তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে 'খোলা চিঠি' দিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসেন ড. ইউনূস। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজের আবেদন উচ্চ আদালতে অগ্রাহ্য হলে ২২ আগস্ট শ্রম আদালতে তার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। আদালত ৩১ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। এরই মধ্যে ১০০ জন *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসকে নিয়ে খোলা চিঠি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবমাননা - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের লেখা খোলা চিঠি বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অবমাননা বলে মনে করে সরকার। শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে সরকারের এমন অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ একদল আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং কিছু বাংলাদেশী নাগরিক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। এতে স্বাক্ষরকারীরা বিচারাধীন মামলা স্থগিতের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। তারা ড. ইউনূস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য একটি বিকল্প প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছেন যা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ওই খোলা চিঠিতে তথ্যগত সুস্পষ্ট ফাঁকফোঁকর রয়েছে এবং এটি বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অবমাননা। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা বিচারাধীন একটি মামলার মেরিট ও এর বিচারিক কার্যক্রমের ফলাফল সম্পর্কে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সরকারের কাছে এটি বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, মামলাটি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গ্রামীণ টেলিকম লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশের অর্থ অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের ভিত্তিতে মামলাটি করা হয়েছে। দুদকের তদন্ত দল দেখতে পেয়েছে যে, গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে জাল চুক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে ২৫২ মিলিয়ন টাকা হস্তান্তর করেছেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইউনূস একজনই!

শাব্বীর আহমদ : ইউনূস-যার গ্লোবাল লিডারশিপের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ১৪ বছর বয়স থেকে। ১৪ বছর বয়সের ইউনূস দেশের প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করেছিলেন বিশ্বব্যাপী। কানাডায় অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে; অতঃপর ঘুরে দেখেছিলেন সমগ্র ইউরোপ। এরপর বহু পথ তিনি পাড়ি দিয়েছেন, দেখেছেন পৃথিবীর রঙিন রূপ। নিজেকে তৈরি করেছিলেন সর্বোচ্চ সৃজনশীল একজন হিসেবে যার সামনে ছিলো স্বপ্নের চাইতে বড় একটা ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার মনের সর্বস্বজুড়ে ছিলো 'নিজ দেশ'! দেশের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইউনূসের বিচার স্থগিতের দাবি দেশের বিচার বিভাগের ওপর হুমকি বললেন ১৭১ বিশিষ্টজন

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেয়া খোলা চিঠিতে অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের ওপর স্পষ্ট হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন দেশের ১৭১ বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী।

শুক্রবার (০১ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে তারা বলেন, 'খোলাচিঠির বক্তব্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের ওপর স্পষ্ট হুমকি হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। চিঠিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে আদালতে দায়েরকৃত চলমান মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। দেশের বিবেকবান নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়ার ওপর এ ধরনের অযাচিত হস্তক্ষেপের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।'

দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা বলেন, "উল্লিখিত খোলাচিঠির প্রেক্ষিতে বেশ কিছু আইনি ও নৈতিক প্রশ্ন সামনে চলে আসে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসকে হয়রানির প্রতিবাদ বাংলাদেশের ৩৪ নাগরিকের

পরিচয় ডেস্ক: বিবৃতিতে তারা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলাকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' আখ্যা দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা সরকারকে এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।শ্রম আইন ভঙ্গের অভিযোগে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকারের ফৌজদারি মামলা দায়ের এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৩৪ নাগরিক।

এক বিবৃতিতে তারা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা সরকারকে এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। বিবৃতিদাতারা হলেন শিক্ষাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দিন খান, মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, আইন বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক, মানবাধিকার কর্মী শারমীন মুরশিদ, পরিবেশ আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, অধ্যাপক আলী রীয়াজ, ড. আসিফ নজরুল, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, অধ্যাপক সি আর আবরার, অধ্যাপক পারভীন হাসান, অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম, মানবাধিকার কর্মী শিরিন হক, নৃতাত্ত্বিক রেহনুমা আহমেদ, গবেষক ড. বিনা ডি কস্টা, অধ্যাপক স্বপন আদনান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা, অধ্যাপক তাসনীম সিরাজ মাহবুব, রুশাদ ফরিদী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. রাজী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সায়েমা খাতুন, ডা. নায়লা জেড খান, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, তবারক হোসেইন, পরিবেশবিদ ও উন্নয়নকর্মী এম রেজাউল করিম চৌধুরী, গবেষক ড. সাদাফ নূর, ড. নোভা আহমেদ, রোজীনা বেগম, নাসের বখতিয়ার আহমেদ, লেখক মাহবুব মোর্শেদ ও রাখাল রাহা।

তারা বলেন,সম্প্রতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমে তার কয়েকজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে শ্রম আইন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান হিলারি ক্লিনটনের

পরিচয় ডেস্ক:নোবেলবিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমর্থনে তার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) ও ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টেঅধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দেওয়া খোলা চিঠিটি সংযুক্ত করেন হিলারি। পোস্টে হিলারি বলেন,মহান মানবতাবাদী ও নোবেলবিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের প্রয়োজনের মুহূর্তে সমর্থন দিতে আমার এবং ১৬০ জনের বেশি বিশ্ব নেতার পাশে দাঁড়ানও তার বিরুদ্ধে নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে এই

আন্দোলনে যোগ দিনও লিখেছেন হিলারি ক্লিনটন। গত ২৭ আগস্ট হিলারি ক্লিনটনসহ ১০৪ জন নোবেলবিজয়ী ও ৭৯ বিশ্বব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লেখেন।

মার্কিন সিনেটর ডিক ডারবিন ওএক্স-এ এক পোস্টে হিলারি ক্লিনটনের আহ্বানে সমর্থন জানিয়ে একই কথা লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন,ওবিশ্বের দরিদ্রদের সহায়তার জন্য মুহাম্মদ ইউনূসকে কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল প্রদানের একটি রেজ্যুলুশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমি এই নোবেলবিজয়ীদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছিও

ড. ইউনূসের প্রতি প্যারিসের মেয়র, ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেলজয়ী সহ সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানদের সমর্থন

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিতে নোবেলজয়ী বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দণ্ড দেয়া হতে পারে-এমন আশঙ্কায় শতাধিক নোবেল পুরস্কার বিজয়ীসহ এ পর্যন্ত প্রায় দুইশো বিশ্বনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লেখার পর বিশ্বজুড়ে তার প্রতি সমর্থন বেড়েই চলেছে।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর নিপীড়ন অবসানের বিবৃতিতে নতুন করে স্বাক্ষরকারী বিশ্বের বিশিষ্টজনেরা হলেন প্যারিসের মেয়র অ্যান হিডালগো, ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এস্তার দুফ্লো এবং একই বছর একই বিভাগে নোবেলজয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি, তুরস্কের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী হিকমেট সেতিন, নরওয়ের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কজেল ম্যাগনে বন্দেভিক, ইকুয়েডরের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোসালিয়া আরটিয়াগো সেরানো প্রমুখ। ইউনূস সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১০৮ জন নোবেল বিজয়ী সহ মোট ১৮২ জন উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

হিলারি ক্লিনটন নিজে আদেশ দিয়ে পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করেছিল -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন নিজে আদেশ দিয়ে পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গত ০১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সবকিছু বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক করে দিয়েছি। বিদেশে যারা যাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তারা যেতে পারবে। কোনো ঘরবাড়ি বিক্রি করা লাগবে না’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, ‘পদ্মা সেতু করতে গিয়ে আমাদের ওপর বদনাম দিয়েছিল, একটা ব্যাংকের এমডি পদের জন্য সেটাও সরকারি বেতনধারী। সরকারি আইনে আছে ৬০ বছর পর্যন্ত এমডি থাকতে পারবে। এর বেশি হলে থাকতে পারবে না। তারপরও বেআইনিভাবে ১০ বছর চালিয়ে আবারও সেখানে থাকতে হবে, সেই লোভে বারবার আমাদের ওপর চাপ’

‘একটি বড় দেশও বারবার চাপ দিত’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এমডি পদে না রাখলে নাকি পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দেবে। আমাদের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে সেই ভদ্রলোক মামলাও করেছিল। কিন্তু আদালত তো তার বয়স কমাতে পারে না। সে মামলায় হেরে যায়’

তারপর তার বিদেশি বন্ধু দ্বারা...এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বোর্ডে হয়নি। হিলারি ক্লিনটন নিজে অর্ডার দিয়ে তখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাকে দিয়ে পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দেয়, যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘তখন বলেছিলাম নিজের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করব, কারও কাছে হাত পেতে না। আমরা সেটা করেছি। সেটা করে বিশ্বকে দেখিয়েছি।

এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা কিন্তু সেই জাতি। আমাদের দাবায়ে রাখতে পারে নাই’

বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: গ্যাবন, নাইজার, মালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। চলমান সহিংসতা ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের কারণে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার বিষয়গুলোর গুরুত্ব কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত ‘জি-২০ ঢাকা টু দিল্লি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘বিভিন্ন দেশে চলমান সহিংসতা ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন। এসডিজি লক্ষ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবিক অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোকে পেছনে ফেলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ওই সমস্যাগুলো সামনে চলে আসতে পারে।’

বৈশ্বিক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে সামনের বহুপাক্ষিক ফোরাম বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশ তার অবস্থান তুলে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

প্রথম যাত্রী হিসেবে টোল দিয়ে বাংলাদেশের ১ম এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার যানজট নিরসনে বহুল প্রতীক্ষিত দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের (ঢাকা উড়ালসড়ক) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পুরোনো বাণিজ্যমেলার মাঠে এ উড়ালসড়কের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি।

এর আগে দুপুর সোয়া ২টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শিল্পী রাজিবের ‘বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ’ গান দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে সকাল থেকে দলে দলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পুরোনো বাণিজ্যমেলার মাঠে আসতে শুরু করেন।

তবে দুপুর ১টার দিকে হঠাৎই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠানস্থলে জড়ো হন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। তাদের কড়া নিরাপত্তায় উদ্বোধনস্থলে ঢুকতে দিতে দেখা যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের।

দেশের প্রথম এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এর প্রথম অংশের উদ্বোধন হলো আজ। বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের দূরত্ব ১১ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সব মামলা বাতিলের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার খোলা চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এই সংস্থাগুলোর চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে কমিউনিটি ফর প্রোটেক্ট জার্নালিস্টসের (সিপিজে) ওয়েবসাইটে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে ইমেইলে। চিঠির শুরুতেই আরটিভির সাংবাদিক অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজারবাগ দরবার শরিফের কর্মকাণ্ড নিয়ে গত ২৯ এপ্রিল আরটিভিতে প্রতিবেদন প্রচারের পর চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। চিঠিতে বলা হয়, এই সংবাদ ঘিরে তাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন দরবার শরিফের সদস্যরা। অবিলম্বে এই মামলার তদন্ত বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয় চিঠিতে। একই সঙ্গে অধরা ইয়াসমিনের ওই রিপোর্টে সাক্ষাৎকার দেওয়া ডি আকরামুল আহসান কাঞ্চনের বিরুদ্ধেও তদন্ত বাতিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করায় স্বাগত জানিয়েছে সংগঠনগুলো। তবে এর বদলে যে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। তারা বলেছেন, প্রস্তাবিত আইনটিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেশ কয়েকটি দমনমূলক ধারা রয়ে যাচ্ছে, যেগুলো আগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন সাংবাদিকতা এবং মানবাধিকারকর্মীদের কণ্ঠরোধে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের হওয়া সব মামলা বাতিল করে এই আইনের মামলায় আটক ব্যক্তিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে সংস্থাগুলো। ঠিতে বলা হয়, সংবাদ-সংশ্লিষ্ট কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আইনি পদক্ষেপ ভয় দেখানোরই শামিল, এটি স্বাধীন গণমাধ্যমের পথ রুদ্ধ করে। কোনো ভয় ছাড়াই গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীনভাবে সব সংবাদ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে গণমাধ্যমের এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিঠিতে স্বাক্ষর করা সংস্থাগুলো হলো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল; আর্টিকেল নাইনটিন (দক্ষিণ এশিয়া); এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন; বাংলাদেশি জার্নালিস্টস ইন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া; ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট; সিভিকাস, কোয়ালিশন ফর উইমেন ইন জার্নালিজম; কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস; ফোরাম ফর ফ্রিডম এক্সপ্রেশন, বাংলাদেশ; ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড; *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রী, কন্যাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সুর চৌধুরীর ব্যাংকের তথ্য চেয়েছে দুদক

পরিচয় ডেস্ক: অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার (এস কে) সুর চৌধুরীর ব্যাংক লেনদেনের সব ধরনের তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পাশাপাশি তার স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরী ও কন্যা নন্দিতা সুর চৌধুরীর ব্যাংক লেনদেনের তথ্যও চেয়েছে সংস্থাটি। সম্প্রতি দুদক থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই তথ্য চাওয়া হয়। আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। এস কে সুর চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে কিছুদিন আগে অবসরে গেছেন।

দুদকের চিঠিতে বলা হয়েছে, সিতাংশু কুমার (এস কে) সুর চৌধুরী ও তার স্ত্রী সুপর্ণা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার অভিযোগ এসেছে। এই অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপপরিচালক মো. নাজমুল হুসাইন, সহকারী পরিচালক আফরোজা হক খান ও উপসহকারী পরিচালক সাবরিনা জামানের সমন্বয়ে ৩ সদস্যের অনুসন্ধানকারী টিম গঠন করা হয়েছে। এতে বলা হয়, অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযুক্তদের নামে ব্যাংকের কোনো শাখায় কোনো ধরনের ব্যাংক হিসাব, ঋণ হিসাব, এফডিআর বা সঞ্চয়পত্র আছে কি না, তা জানা প্রয়োজন (হিসাব খোলার ফরম, দাখিলকৃত রেকর্ডপত্র, কেওয়াইসি, নমিনি, টিপি, সিগনেচার কার্ড এবং হিসাব বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র)। পাশাপাশি তাদের কন্যা নন্দিতা সুর চৌধুরীর ব্যাংক লেনদেনের তথ্যও চেয়েছে সংস্থাটি।

চিঠিতে এস কে সুর চৌধুরীর ঠিকানা হিসেবে ফ্ল্যাট নম্বর ২/৬০২, ইস্টার্ন উলানিয়া, ২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও ৩০/২ পশ্চিম রামপুরা ঢাকার ঠিকানা দেয়া হয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা দেয়া হয়েছে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার দয়ারামপুর গ্রাম। এ ছাড়া চিঠিতে সুর চৌধুরীর জাতীয় পরিচয়পত্র ও *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ডলারের দামে বিস্তর ফারাকে হুন্ডি বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশে খোলাবাজারে ডলারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বর্তমানে আন্তঃব্যাংকের সঙ্গে খোলাবাজারে ডলারের দামের ব্যবধান প্রায় আট টাকা। এই বড় ব্যবধানের কারণে হুন্ডিতে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হচ্ছেন প্রবাসীরা। বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যাদের মাসিক আয় কম এবং যারা অবৈধভাবে প্রবাসে আছেন, তারা হুন্ডিতেই টাকা পাঠাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। এতে করে কমে যাচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা রেমিট্যান্স।

গত দেড় বছরে রেকর্ডসংখ্যক কর্মী বিদেশে গেলেও প্রবাসী আয়ের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মূল কারণ হলো প্রবাসী আয় পাঠানোর ক্ষেত্রে হুন্ডির ব্যবহার বেড়ে গেছে।

সাধারণত হুন্ডির সঙ্গে জড়িতরা সরাসরি দালালের মাধ্যমে প্রবাসীদের থেকে ডলার সংগ্রহ করেন। এরপর তারা দেশে থাকা সহযোগীদের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে টাকা পৌঁছে দেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেল ও মোবাইলে আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান– এমএফএস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক আমাদের সময়কে বলেন, কারও একার পক্ষে হুন্ডি প্রতিরোধ সম্ভব নয়, সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। জনসচেতনতাও জরুরি। মানুষ যদি অর্থ পাঠাতে হুন্ডি ব্যবহার করেন, তা হলেই হুন্ডি বাড়বে, আর না করলে সেটা কমে আসবে। কাজেই জনগণকে সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, হুন্ডি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নানা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। আমরা যেগুলো চিহ্নিত করতে পারি, সেগুলোর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছেও তথ্য সরবরাহ করছি।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ানোর পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে মেজবাউল হক বলেন, প্রণোদনা অব্যাহত আছে। আগের চেয়ে কাগজপত্র সহজ করা হয়েছে। এ ছাড়া রেমিট্যান্স পাঠানোর বৈধ চ্যানেলগুলোকে আরও ইফিসিয়েন্ট করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সরাসরি রেমিট্যান্স আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রবাসীরা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমার মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত কাজের জন্য নতুন-পুরনো মিলিয়ে বিদেশে গেছেন প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ কর্মী। কিন্তু জনশক্তি রপ্তানির এই 'জোয়ারের' বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে রেমিট্যান্স আয়ে। চলতি মাসের প্রথম ২৫ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩২ কোটি ডলার। আগের মাসে আসে ১৯৭ কোটি ডলার। আর গত অর্থবছরের পুরো সময়ে আসে ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার, যা তার আগের অর্থবছরের চেয়ে পৌনে তিন শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক পরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স কমার অন্যতম কারণ হুন্ডিপ্রবণতা বৃদ্ধি। এই পন্থায় আমাদের মাফিয়াদের এজেন্টরা বিদেশে ডলারটা কিনে নিচ্ছেন। এতে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসছে না। এ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুল পথে বাংলাদেশ, মনে করে ৭০ শতাংশ মানুষ-এশিয়া ফাউন্ডেশনের জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে চালানো এক জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ মনে করেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ ভুল পথে যাচ্ছে। ২৫ শতাংশের মত হলো, বাংলাদেশ সঠিক পথে যাচ্ছে। আর ৪ শতাংশ বলেছেন, তারা এ বিষয়ে জানেন না। ১ শতাংশ উত্তরদাতা উত্তর দেননি। দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ওই জরিপ পরিচালনা করে।

এদিকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়েও জরিপে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। সাড়ে ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভুল পথে যাচ্ছে। অন্যদিকে ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২৯ আগষ্ট) এশিয়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার ১০ হাজার ২৪০ জন মানুষের ওপর করা এই জরিপে তথ্য নেয়া হয় গত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি সময়ে। প্রতিটি জেলা থেকে ১৬০ জন উত্তরদাতা নেয়া হয়েছে।

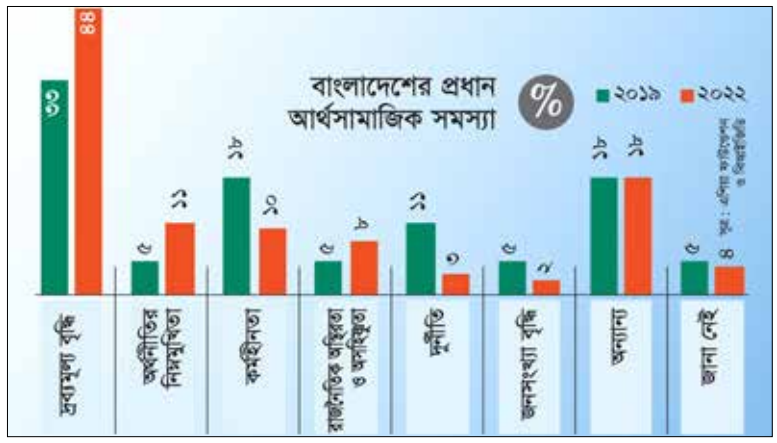

উত্তরদাতাদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন নারী।

এশিয়া ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে এটি সুশাসন, নারীর ক্ষমতা, জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে বিআইজিডি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা সংস্থা।

দুই সংস্থার জরিপ 'দ্য স্টেট অব বাংলাদেশ'স পলিটিক্যাল, গভর্ন্যান্স, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বঙ্গবন্ধু টানেলের প্রায় শতভাগ কাজ সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হওয়ায় এখন তা যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মো. হারুনুর রশীদ চৌধুরী বলেন,এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী অক্টোবরে টানেলটি উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী অক্টোবরে টানেলটি খুলে দেওয়া হবে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ১৪ আগস্ট জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করবেন।

প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, টানেলটি চট্টগ্রাম বন্দরকে সরাসরি আনোয়ারা উপজেলার সাথে সংযুক্ত করা ছাড়াও সরাসরি কক্সবাজারকে চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত করবে।

৩৫ ফুট প্রস্থ এবং ১৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি টিউব ১১ মিটার ব্যবধানে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভারী যানবাহন সহজেই টানেলের মধ্য দিয়ে চলতে পারে। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

স্বাস্থ্যসেবায় ২২০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন বিশ্বব্যাংকের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণসহ নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। গত ৩১ আগষ্ট বহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি, নারায়ণগঞ্জ সিটি এবং সাভার পৌরসভা এলাকায় মোট ৫৪টি প্রকল্পের জন্য এই অর্থায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অর্থ দিয়ে এসব এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি চিকিৎসা সুবিধাও বাড়ানো হবে। প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়, এই ঋণের মাধ্যমে ৫ বছরে প্রায় ২৫ লাখ শিশু পরিষেবা পাবে। এছাড়া এই অর্থ দিয়ে গর্ভবতী নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবে বলে বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে। দেশের রাস্তাঘাট, ভবনসহ বড় অবকাঠামো নির্মাণেও এই অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে সব মিলিয়ে চার হাজার কোটি ডলারের মতো ঋণ সহায়তা দিয়েছে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

WORLD BANK GROUP

বাংলাদেশ থেকে ভুয়া রপ্তানিতে ১২৫ মিলিয়ন ডলার হাওয়া

হামিদ বিশ্বাস : বাংলাদেশে রপ্তানির বিপরীতে ১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের আয় ফেরত আসেনি। আটকে থাকা রপ্তানি আয়ের মধ্যে অর্ধেকই মেয়াদোত্তীর্ণ। এছাড়া রপ্তানির আদেশের বিপরীতে কম পণ্য সরবরাহ করা, রপ্তানিকারক-আমদানিকারক দেউলিয়া হওয়া এবং ভুয়া রপ্তানির কারণে আটকে আছে আরও অর্ধেক। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।সূত্র জানায়, ৫ মে পর্যন্ত রপ্তানির বিপরীতে দেশে ১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার ফেরত আসেনি। এর মধ্যে ৭০০ মিলিয়ন মেয়াদোত্তীর্ণ, ২৫৫ মিলিয়ন ডলার আটকে আছে ক্রয়াদেশের তুলনায় কম পণ্য সরবরাহ করার কারণে বিল পরিশোধ না করায়। রপ্তানিকারক-আমদানিকারক দেউলিয়া হওয়ায় ৬৮ মিলিয়ন ডলার আটকে আছে। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

ভারতকে এবার কঠোর হুঁশিয়ারি দিল চীন!

পরিচয় ডেস্ক: তাইওয়ান ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে চীন। মার্কিন কোনো কর্মকর্তা তাইওয়ান সফরে গেলেই সেই দ্বন্দ্ব নতুন রুপ পায়।
এবার এই ইস্যুতে ভারতকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিল বেইজিং। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি তাইওয়ান সফরে যান ভারতের তিন সাবেক কর্মকর্তা। এর জেরে কঠোর বার্তা এসেছে চীন থেকে। বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) এ নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের উচিৎ এক চীন নীতি অনুসরণ করা। তাইওয়ানের সঙ্গে কোনো ধরনের সামরিক ও নিরাপত্তা সমঝোতা করা কোনোভাবেই ভারতের উচিৎ হবে না।কেতাগালান ফোরামের ২০২৩ ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি ডায়ালগে অংশ নিতে গত ৮ আগস্ট তাইপে যান ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান মনোজ নারাভানে, সাবেক নৌপ্রধান করমবীর সিং ও সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান আরকেএস বাধুরিয়া। ওই সময় তাঁরা সংলাপেও অংশ নেন।
সাধারনত ভারত থেকে কোনো কর্মকর্তা তাইওয়ানে যান না। এবার যাওয়ায় ক্ষেপে গেছে চীন। এমন এক সময়ে চীন ক্ষেপে গেল, যখন অরুণাচল নিয়ে ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এ ছাড়া কয়েক দিনের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে জি২০ সম্মেলন।

কমিয়ে দেওয়া হলো সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার দণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার কারাদণ্ড আট বছর থেকে কমিয়ে মাত্র এক বছর করে দিয়েছেন দেশটির রাজা মহা ভাজিরালোঙকোর্ন। এরমাধ্যমে থাকসিনের সাত বছরের দণ্ড মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, থাকসিন সিনাওয়াত্রার কারাদণ্ড কমানোর ব্যাপারে একটি রাজকীয় গ্যাজেট প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫ বছর বিদেশে নির্বাসিত জিবন কাটানোর পর গত সপ্তাহে থাইল্যান্ডে ফিরে আসেন থাকসিন। তবে ব্যক্তিগত প্লেনে থাইল্যান্ডে নামার পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আট বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য কারাগারে পাঠানো হয়। তবে ওইদিন রাতেই বুকে ব্যথা ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
থাকসিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন স্বজনপ্রীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তিনি। আর এ অপরাধে তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
রাজকীয় গ্যাজেটে বলা হয়েছে, 'থাকসিন তার অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং এজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া এতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন।
থাকসিন থাইল্যান্ডে ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টা পরই তার সমর্থিত ফিউ থাই পার্টির নেতা স্রেত্থা থাভিসিন দেশটির সংসদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাকে সমর্থন জানান সেনা সমর্থিত আইনপ্রণেতারাও।
দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে থাকলেও থাইল্যান্ডের রাজনীতিতে থাকসিন সিনাওয়াত্রার একটি বড় প্রভাব ছিল। তার প্রতি অনুগত যেসব রাজনৈতিক দল ছিল সেগুলো নির্বাচনে ভালোই ফলাফল পাচ্ছিল। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

উদার ভিসা নীতির কারণে সৌদিতে ওমরাহ কেন্দ্রীক পর্যটন বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে ওমরাহ হজ পালনের নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার এক মাস পরে বিদেশি ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা 'উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে' দেখেছে দেশটি। একজন সৌদি কর্মকর্তা বলেছেন, ভিসা সুবিধার কারণে বিদেশি ওমরাযাত্রী বেড়েছে।
সৌদি হজ ও ওমরাহ বিষয়ক উপমন্ত্রী আবদুলফাতাহ মাশাত নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না দিয়ে বলেন, 'এই মৌসুমে ওমরাহযাত্রীদের সংখ্যায় যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা সব দেশ থেকেই এসেছে। তবে সর্বোচ্চ শতাংশ এসেছে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত থারমান শানমুগারাতনাম

পরিচয় ডেস্ক: সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন দেশটির সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী থারমান শানমুগারাতনাম। ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ থারমান সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক দল পিপলস অ্যাকশন পার্টির (পিএপি) সাবেক নেতা। শুক্রবার (০১ সেপ্টেম্বর) সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়। এক যুগের বেশি সময় পর প্রেসিডেন্ট পদে এই দেশে নির্বাচন হয়েছে।
সিঙ্গাপুরের নির্বাচন কমিশন শুক্রবার রাতে জানিয়েছে, ৭০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট গণনা শেষে ৬৬ বছর বয়সী রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ থারমান শানমুগারাতনাম জয়ী হয়েছেন। থারমান সিঙ্গাপুরের নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তা তান মেং দুই বলেন, 'আমি থারমান শানমুগারাতনামকে সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী ঘোষণা করছি।'
সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হালিমা ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত হবেন থারমান। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হালিমা ইয়াকুব ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুরের অষ্টম ও প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
সিঙ্গাপুরে প্রেসিডেন্ট পদ অনেকটা আলঙ্করিক। প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে নগররাষ্ট্রটির পুঞ্জীভূত আর্থিক রিজার্ভ দেখভাল করেন, সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এবং দুর্নীতিবিরোধী তদন্ত অনুমোদন করেন। তবে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বেশ কঠিন কিছু শর্ত রয়েছে। সংবিধান মতে, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে নির্দলীয় একটি পদ।
এই নগররাষ্ট্রের সরকার পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। বতমানে পিএপির নেতা লি সিয়েন লুং সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী। এই দল ১৯৫৯ সাল থেকে টানা সিঙ্গাপুরের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে।
এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে থারমান শানমুগারাতনামের সঙ্গে আরও দুজন প্রার্থী ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তাঁরা হলেনড় দেশটির সার্বভৌম সম্পদ তহবিল জিআইসির সাবেক বিনিয়োগ কর্মকর্তা এনজি কোক সং (৭৫) এবং বিমাপ্রতিষ্ঠান এটিইউসি ইনকামের সাবেক প্রধান নির্বাহী তান কিন লিয়ান (৭৫)। জিআইসি সিঙ্গাপুরের বৈদেশিক রিজার্ভের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এএফপি

চীনা ভাষা শিখছে মক্কার হাজার হাজার স্কুলশিক্ষার্থী

পরিচয় ডেস্ক: সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে চীনা ভাষা শিখছে মক্কার ২৫৭টি মাধ্যমিক স্কুলের ২৮ হাজার ৯০৩ জন শিক্ষার্থী। সৌদি আরবের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার আওতায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে আমিরাতভিত্তিক দৈনিক গালফ নিউজ।
সৌদির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে চীনা ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপ। বর্তমানে মক্কার ২৫৭টি স্কুলে এই কার্যক্রম চলছে।
মাধ্যমিক স্কুলের যেসব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করছে ইসরাইল, বিশ্বে প্রথম

পরিচয় ডেস্ক: এক বছরের মধ্যেই লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরাইল। আগামী দুই বছরের মধ্যেই গোটা দেশটি লেজার নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে যাবে। কোনো মিসাইল, গোলা, রকেট দিয়ে আর ইসরাইলের অভ্যন্তরে হামলা চালানো যাবে না। এমনটাই জানিয়েছেন ইসরাইলি কর্মকর্তারা।
সংবাদ সংস্থা স্পুটনিকের খবরে জানানো হয়েছে, ইসরাইলের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

আন্তর্জাতিক জোট: বাংলাদেশের চাওয়া-পাওয়া ও চ্যালেঞ্জ

ফয়সাল শোভন

কূটনৈতিক জোটগুলো থেকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য 'রাজনৈতিক সুফল' বাংলাদেশ পাচ্ছে না। তবে জোটবদ্ধ হওয়াকে সমস্যা নয়, বরং বাংলাদেশের জন্য সুযোগ বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা।স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন জোটে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। । তার মধ্যে সার্ক, বিমসটেকের মতো ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক জোট যেমন আছে, তেমনি আছে ন্যাম, কমনওয়েলথ, ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক জোটও। অর্থনীতি বা ভূ-রাজনৈতিক কারণে নতুন নতুন জোটে যাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। সেগুলো আবার পররাষ্ট্রনীতির নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বিশ্লেষকেদের মতে, এখন পর্যন্ত যেসব জোটের সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ, সেগুলো থেকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রাপ্তি খুব বেশি না হলেও নানা কারণে সেগুলোতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

জোট নিরপেক্ষতার জোট

'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়', পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন লক্ষ্যের কথাই বাংলাদেশ বরাবর উল্লেখ করে। বাংলাদেশের সংবিধানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও তার প্রতিফলন আছে। ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ''জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এ সকল নীতিই হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...।

স্বাধীনতার পরে জোট বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এই নীতি লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সামরিক জোট থেকে বাংলাদেশ দূরে থেকেছে। তবে যুক্ত হয়েছে আর্থ-রাজনৈতিক নানা জোটে।

চীনের আপত্তির কারণে দেরি হলেও ১৯৭৪ সালে এসে জাতিসংঘের সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। একই বছর মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সংগঠন ওআইসির সদস্যপদ মেলে। তার আগে ১৯৭২ সালেই কমনওয়েলথের ৩৪তম সদস্য হয়। এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থাকা দেশগুলোর এই জোটে ঢুকতে স্বভাবতই বেগ পেতে হয়নি বাংলাদেশকে।

সোভিয়েত দেশগুলোকে নিয়ে ওয়ারশ প্যাক্ট, বিপরীতে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট-ন্যাটোর বাইরে 'নিরপেক্ষ' দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বা নন অ্যালায়েন্ড মুভমেন্ট বা ন্যাম -এ বাংলাদেশ যোগ দেয় ১৯৭৩ সালে। 'জোট নিরপেক্ষতা' এই জোট রাজনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে বিশ্লেষকদের মনে।

বৈশ্বিক এসব জোটের বাইরে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা-সার্ক গঠনে নেতৃত্ব কূটনৈতিক জোটে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য। ঢাকার উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা হয়। ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত সার্ক ধীরে হলেও এগিয়েছে। কিন্তু জোটের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের কারণে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।

আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে অর্থনৈতিক জোট বিমসটেক বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। ১৯৮৭ সালে গঠিত এই জোটের সদস্য বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে এই জোটটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সুফল পাওয়া যায়নি মিয়ানমারের কারণে। সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন উদাহরণ দিয়ে বলেন, ''২০০৬ সালে এমনকি মিয়ানমারের ভিতরে ২২ কিলোমিটার রাস্তা আমরা নিজেদের খরচে করে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে থাইল্যান্ড, চীনের সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মিয়ানমারের অবস্থান ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। এখনও প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকলেও বা ঢাকায় এর সদর দপ্তর থাকলেও প্রকৃত অর্থে কিছু হচ্ছে না।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক কারণে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-বিআরআই'তে যোগ দেয় বাংলাদেশ। কিন্তু চীনের এই উদ্যোগকেও ভালো চোখে দেখে না ভারত। এ কারণে এই উদ্যোগের অধীনে দক্ষিণ এশিয়ার প্রকল্পগুলো নিয়ে অচলাবস্থা রয়েছে।

জোটে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

জাতিসংঘের বাইরেও বিভিন্ন জোটের কাছ থেকে বাংলাদেশ নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা পায়। জাতিসংঘের তালিকার স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও নানা জোটের কাছ থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা মেলে। কমনওয়েলথের কাছ থেকে বিভিন্ন কারিগরি ও শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা পায় বাংলাদেশ। সক্রিয় সদস্য হিসেবে ওআইসির ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ঋণ সুবিধা পেয়ে থেকে।

তবে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুফল বাদ দিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বিভিন্ন জোটের কাছ থেকে বাংলাদেশ তেমন জোরালো সমর্থন পায়নি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ রোহিঙ্গা ইস্যু। মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ''অধিকাংশ জোটই এমন যে এগুলো থেকে প্রাপ্তির আশা করা ঠিক না। ...রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদেরকে কে কী সাহায্য করেছে? প্রায় কারো কাছ থেকেই আমরা কোনো সহায়তা পাইনি সমাধানের ব্যাপারে। বড়জোর কিছু অর্থ সহায়তা পাওয়া গেছে।

তারপরও কূটনৈতিক জোট বা সংগঠনগুলোতে সদস্য থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এই বিশ্লেষকেরা, কেননা, সেগুলোর মাধ্যমে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ নিয়ে চীন-ভারতের হিসাব-নিকাশ কী দাঁড়াল

এ কে এম জাকারিয়া

গত ২৬ জুন প্রথম আলোয় একটি লেখা লিখেছিলাম। শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশের ব্রিকসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক, না রাজনৈতিক?' ব্রিকসে যাওয়ার এ সিদ্ধান্তের ফলাফল কী, তা আমরা এরই মধ্যে জেনে গেছি; ছয়টি দেশকে সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে, বাদ পড়েছে বাংলাদেশ।

অনেকটা আকস্মিকভাবেই ব্রিকসের সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। ব্রিকসে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিকভাবে খুব সুবিধা পাবে, এমন আশার কথা আমরা কারও কাছ থেকে শুনিনি। এবং তখন এটা অনেকটাই পরিষ্কার ছিল যে 'রাজনৈতিক' কারণেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই 'রাজনৈতিক' কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশের সামনের নির্বাচন।

আমরা চাই বা না চাই, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের এ সিদ্ধান্তের পেছনে শুধু 'রাজনৈতিক' নয়, 'ভূরাজনৈতিক' বিবেচনাও কাজ করেছে। বাংলাদেশের ব্রিকসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে পশ্চিমারা ভালোভাবে নেবে না, তা সরকারের অজানা নয়। বাংলাদেশ সম্ভবত মনে করেছে, ব্রিকসের সদস্য হলে ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে নিজেদের গুরুত্ব বাড়বে এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর চাপের বিরুদ্ধে পাল্টা একটি অবস্থান নেওয়া হবে।

আর ব্রিকসে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে চীনের উৎসাহ ও সমর্থনও সম্ভবত বাংলাদেশকে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশকে যুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহের পেছনে সম্ভবত জোটে নিজের দল ভারী করার বিষয়টি কাজ করেছে। চীন ব্রিকসের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ। চীনের সমর্থনের বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকার সম্ভবত ধরেই নিয়েছিল যে ব্রিকসের সদস্যপদ তারা পাবে। প্রথম আলোর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবেদন করা ছাড়া সদস্যপদ পাওয়ার জন্য কূটনৈতিকভাবে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে বিশ্বরাজনীতির পরাশক্তিগুলোর অবস্থান বেশ স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলো বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারে ওপর চাপ অব্যাহত রাখার নীতি নিয়ে চলেছে। নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুতে তারা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। সেখানে চীন ও রাশিয়ার অবস্থান ভিন্ন। এই দেশ দুটি বিভিন্ন সময়ে ও নানাভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট করে যাচ্ছে। পশ্চিমের তৎপরতাকে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। তাদের পাল্টা বক্তব্য হচ্ছে, কোনো দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তারা হস্তক্ষেপ করে না। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, নির্বাচন, গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো এই দেশ দুটিতেই উপেক্ষিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। অন্য কোনো দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের মাথাব্যথা থাকার কথাও নয়।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী চীন ও রাশিয়া ব্রিকসের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে ছিল, আর ভারত ও ব্রাজিল এর বিরোধিতা করেছে। ভারত সদস্যপদের নীতিমালা ঠিক করে সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে ছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে নেই এমন দেশ ও একটি ন্যূনতম মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সদস্যপদের বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেছিল ভারত। তাদের এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে, এমন বলা যাচ্ছে না। কারণ, যে ছয়টি দেশ সদস্যপদ পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই হিসাব-নিকাশ মেলানো কঠিন। ব্রিকসে বাংলাদেশের সদস্যপদের ব্যাপারে চীন ও রাশিয়ার সমর্থন না পাওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠতম মিত্র। গত দুটি নির্বাচনে ভারত তার প্রমাণ রেখেছে। পাঁচ সদস্যের এই জোটে এই তিন দেশ সম্মিলিতভাবে অবশ্যই সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্যপদ পায়নি। কেন পায়নি, তার কোনো ব্যাখ্যা ব্রিকস বা অন্য কোনো সূত্রে আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বোঝা যায়, বাংলাদেশের পক্ষে হয় জোরালোভাবে সমর্থন পাওয়া যায়নি, অথবা বাংলাদেশকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে জোরালো বিরোধিতা ছিল।

ব্রিকসে সদস্য বাড়ানোর বিষয়টিকে ভারত শুরু থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, জোটে সদস্য বাড়ানোর মাধ্যমে চীন নিজের দল ভারী করতে চায়। ভারত কোনোভাবেই চায় না চীনের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্রিকস একটি পশ্চিমাবিরোধী জোট হিসেবে পরিচিত পাক।

ব্রিকসে চীনের ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ে ভারতের অস্বস্তির কিছু দিক তুলে ধরেছেন দিল্লিভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ওআরএফ) বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হর্ষ ভি পন্থ। বাংলা ট্রিবিউনকে (ব্রিকসে বাংলাদেশের আবেদন কতটা সমর্থন করছে ভারত? ২৩ আগস্ট ২০২৩) তিনি বলেছেন, 'চীন আসলে বেশ কিছুদিন ধরেই ব্রিকসকে একটা পাশ্চাত্যবিরোধী ওরিয়েন্টেশন দিতে চাইছে। ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের জেরে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে কোণঠাসা রাশিয়াও সেই সুরেই সুর মেলাচ্ছে। কিন্তু সংগত কারণেই ভারত বা ব্রাজিলের পক্ষে তাতে তাল দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভারত নিজে কোয়াডের সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারত)এই চার দেশের নিরাপত্তাবিষয়ক জোট), সেটাও মনে রাখতে হবে। তাই দিল্লি দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখেই চলতে চেষ্টা করবে।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রিকসকে 'পাশ্চাত্যবিরোধী ওরিয়েন্টেশন' থেকে মুক্ত রাখাতে ভারতের যে চেষ্টা, তার সঙ্গে বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়া না পাওয়ার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি? অথবা দিল্লি যে 'ভারসাম্য' রক্ষার চেষ্টা করছে, সেই হিসাব-নিকাশেই কি বাদ পড়েছে বাংলাদেশ? নাকি বাংলাদেশকে সদস্যপদ দেওয়া হলে চীনের দল ভারী হতো? চীন-রাশিয়ার সুরে 'তাল' মেলানো হতো?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বাংলাদেশ কেন ব্রিকসের সদস্যপদ পায়নি, তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সদস্যপদ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিষয়ের পাশাপাশি ভারসাম্যের দিকটিও থাকতে পারে। পররাষ্ট্রসচিবের এই বক্তব্য থেকে আমরা ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে পারি। বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য হতে চেয়েছিল নিজের রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক বিবেচনায়। আর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে সদস্যপদ পেল না, তার পেছনেও কাজ করেছে ভূরাজনৈতিক বিবেচনা। আরও স্পষ্ট করে বললে চীন-ভারতের ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ ও বিরোধ। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

SHOWTIME MUSIC PRESENTS
KNOW TIME MUSIC
ADULT $50 CHILD $30
INCLUDING BUFFET LUNCH & SOFT DRINKS
ROKSANA MIRZA
TINA
DR KAMRUL
SALIM IBRAHIM
SHAH MAHBUB
FOR MORE INFORMATION 646 546 6038
BOAT PARTY
GUEST OF HONOR
GAZI LITON
Chairman
Mothers BD Pvt Ltd
Md ABDUR DILIP
CEO,
DIPLOMAT GROUP
FASHION INC, USA.
3 SEPT SUNDAY
11 AM . 4 PM
SKYLINE PRINCESS
1 WORLD'S FAIR MARINA
FLUSHING, NY 11368.
GUEST OF HONOR
MOHAMMED BACHU
ADVISER
GAZIPUR ZILA SHOMITI
GIASH MAJUMDAR
CEO
BOLAKA STAFFING
CONVENOR - ENGR MOHAMMED ABDUL KHALEK 917 667 7324
CHIEF COORDINATOR - ALAMGIR KHAN ALAM 646 546 6038
MEMBER SECRETARY - BADOL MIRZA 347 458-7105

প্রবাসে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোক
আমাদের নতুন কিছু করার প্রত্যয়
৫ম বাংলাদেশ সম্মেলন ২০২৩
SEP.9TH & 10TH
3PM-12AM
LAGUARDIA
AIRPORT MARRIOT
102-05 DITMARS BLVD
QUEENS, NY 11369
রকমারী স্টল
ট্যালেন্ট শো
ফ্যাশন শো
সেমিনার
কাব্য জলসা
মেগা কনসার্ট
FREE ENTRY
দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন
BANGLADESH CONVENTION
আজই স্টল এর জন্য যোগাযোগ করুন
646 546 6038
NAFIUL ISLAM PANNA
CONVENOR
NURUL AZIM
CHAIRMAN
ALAMGIR KHAN ALAM
MEMBER SECRETARY

সম্পদ কি বাংলাদেশকে বিপদে ফেলছে

আনু মুহাম্মদ

প্রাণ-প্রকৃতি, জনস্বাস্থ্য-জনজীবন ও জীবিকার বিপরীতে মুনাফা-অন্ধ তৎপরতায় বিশ্বের বাস্তুসংস্থান, নদী-সমুদ্র-জলবায়ু আক্রান্ত। তথাকথিত উন্নয়নের এই প্রাণবিনাশী মুনাফালোভী চরিত্রের কারণে বিশ্ব আজ অতিমারিসহ নানা বিপর্যয়ের শিকার। জলবায়ু পরিবর্তন, নানা অসুখ-বিসুখ এবং ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুরো বিশ্বকে অস্থির করে ফেলেছে। এই ধারায় বিশ্ব চলতে থাকলে সামনে আরও ভয়াবহ বিপর্যয় আসবে, বাংলাদেশের জন্য বিপদ হবে আরও বেশি।

এই বিপদের বড় উৎস জীবাশ্ম জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। একটা দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত যদি একটা সক্ষম ও টেকসই ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে কার্যকর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাড়্সবকিছুই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। সারা বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে, যেমন আফ্রিকাতে, যাদের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিন্তু শুধু তার জ্বালানি সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সক্ষমতার অভাবে এবং দেশি-বিদেশি শাসকদের লুটেরা ভূমিকার কারণে সেই দেশগুলো শুধু যে উচ্চ দারিদ্র্যে আটকে আছে তা-ই নয়, তারা ভয়ংকর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা, সহিংসতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসব দেশকে বলা হয় রিসোর্স কার্সড কান্ট্রি বা সম্পদের জন্য অভিশপ্ত দেশ। বাংলাদেশকেও সেদিকে নেওয়ার চেষ্টা আমরা বহু বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি। জনগণের প্রতিরোধের কারণে তাদের সব চেষ্টা, সব প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। ফুলবাড়ী প্রতিরোধ তার মধ্যে একটি।

এই বছরের ২৬ আগস্ট ঐতিহাসিক ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানের ১৭ বছর হলো। প্রতিরোধের এই বার্ষিকীতে আমরা আবারও সালাম জানাই এই দিনে শহীদ তরিকুল, সালেকিন, আল আমিন; বীর যোদ্ধা বাবলু রায়, প্রদীপ, শ্রীমন বাস্কেসহ অগণিত সংগ্রামী মানুষকে, যাঁদেরসহ লাখ লাখ মানুষের প্রতিরোধে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, পুরো বাংলাদেশ একটি মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আন্দোলন হয়েছিল নবগঠিত এশিয়া এনার্জি নামের এক ব্রিটিশ কোম্পানির উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে। এর বিরোধিতা ছিল জনগণের জন্য জীবনমরণ প্রশ্ন আর দেশকে বড় সর্বনাশ থেকে বাঁচানো। কারণ বিবিধ, এই প্রকল্প অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য শতকরা মাত্র ৬ ভাগ রয়্যালটি দিয়ে নবগঠিত অনভিজ্ঞ একটি বিদেশি কোম্পানি এশিয়া এনার্জি (নাম পাল্টে হয়েছে জিসিএম) ছয় থানাজুড়ে বিস্তৃত কয়লাখনির পুরো স্বত্ব লাভ করতে চেয়েছিল, শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা রপ্তানি করে মুনাফা নিশ্চিত করার আয়োজন করেছিল। সুন্দরবন পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করে সুন্দরবন বিপর্যস্ত করে সেই কয়লা রপ্তানি হতো, তার আয় পুরোটাই পেত কোম্পানি। আবার সেই রেললাইন নির্মাণের খরচ জোগাতে হতো বাংলাদেশের ভাগের সেই ৬ শতাংশ রয়্যালটি থেকেই!

২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট প্রায় লাখ মানুষের মিছিল-সমাবেশ হয় এর বিরুদ্ধেই। হামলা, খুন আর জখম করেও কোম্পানি ও সরকার থামাতে পারেনি মানুষকে। গণ-অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩০ আগস্ট তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার দেশ থেকে এশিয়া এনার্জি বহিষ্কার ও উন্মুক্ত খনি নিষিদ্ধসহ সাত দফা দাবি মেনে জনগণের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এত বছরেও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় দেশি-বিদেশি দুষ্ট জোটের অপতৎপরতা থামেনি।

কোম্পানি ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট রাতে জনরোষ থেকে বাঁচতে অঞ্চল থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু দূর থেকে তারা এখনো তৎপরতা চালাচ্ছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে আন্দোলনের নেতাদের হয়রানি করা, এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি, চীনা কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে জোর বাড়ানোর চেষ্টাড়্সবই চলছে। কোনো বৈধ অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ফুলবাড়ী কয়লাখনি দেখিয়ে এশিয়া এনার্জি (জিসিএম) লন্ডনে শেয়ার ব্যবসা করছে প্রায় ১৮ বছর ধরে। এর মধ্যে পাঁচটি সরকার ক্ষমতায় থেকেছে, কোনো সরকারই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু কতিপয় গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রণীত সরকারের আমদানি ও বিদেশি ঋণ-কোম্পানিনির্ভর কয়লা-পারমাণবিক-এলএনজিকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির কারণে দেশে পরিবেশ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ খাতসহ আর্থিক খাত ভয়াবহ সংকটে পতিত হয়েছে। তারপরও ফুলবাড়ীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লাখনি নিয়ে চক্রান্ত চলছে, সংকটের অজুহাতে লবিস্টদের নড়াচড়া বেড়েছে।

জনবিধ্বংসী উন্নয়নদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত জনবিরোধী রাজনীতি, স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা। উন্নয়নের মুলা ঝুলিয়েই বিভিন্ন কালের ক্ষমতাসীনেরা বারবার ভয়ংকর প্রকল্প নিয়ে এসেছে। দুই দশক আগে মার্কিন কোম্পানির মালিকানায় দেশের গ্যাসসম্পদ ভারতে রপ্তানির জন্য শোরগোল তুলেছিল সরকারের মন্ত্রী, আমলা, কনসালট্যান্ট, বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ বিভিন্ন দূতাবাস। তারা সবাই মিলে হইহই করছিল এই বলে যে দেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে, অতি শিগগির এই গ্যাস রপ্তানি না করলে দেশের সর্বনাশ হবে। গ্যাস রপ্তানি করলে দেশ উন্নয়নে ভরে যাবে।

এমন প্রচারও হয়েছিল যে গ্যাস রপ্তানি না করলে মার্কিন বাজারে তৈরি পোশাক প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে, পোশাকশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে এবং *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

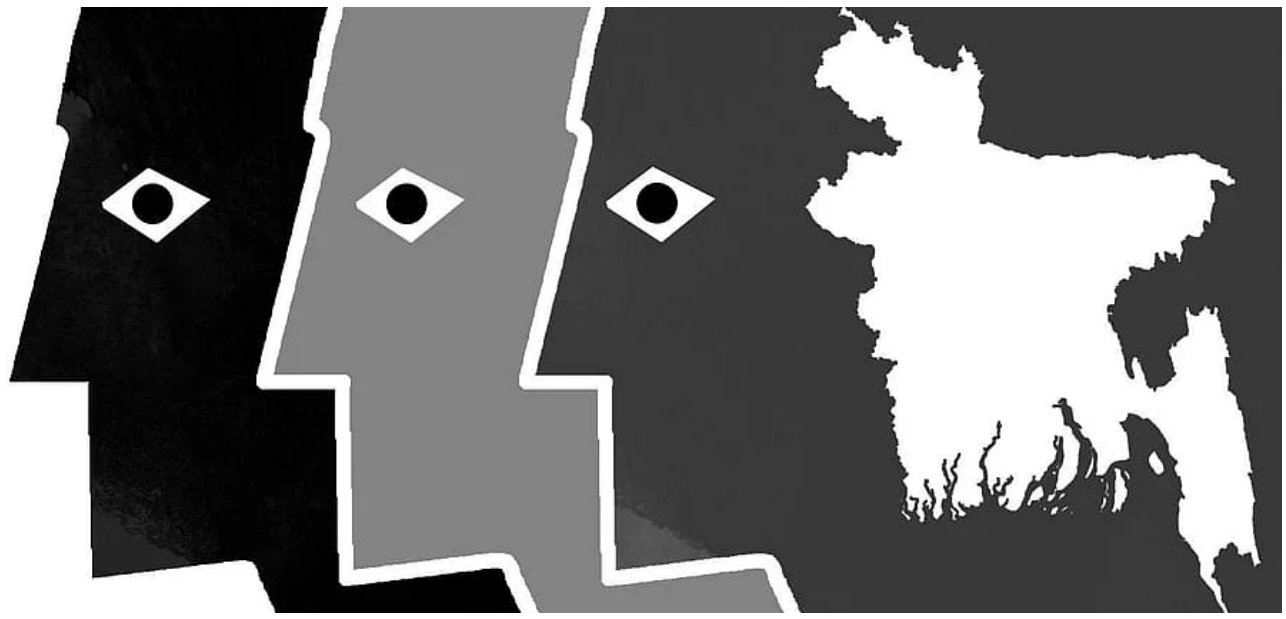

৪৫ বছরের পথ পরিক্রমায় বিএনপির অর্জন কী?

ড. মারুফ মল্লিক

বিএনপির রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের সাম্য, সুষম বণ্টনের স্বপ্ন ও চেতনা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে এটা ঠিক ৪৫ বছরের পরিক্রমায় বিএনপি সেই আদর্শ ও চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।'

নানা চড়াই-উতরাই পার করে প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছরে পা দিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি গঠন করেন দেশের ইতিহাসের এক কঠিন সময়ে সেনাবাহিনী থেকে রাজনীতিতে আসা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ওই সময় বিশ্বের অনেক দেশেই সামরিক বাহিনীর প্রধানেরা রাজনীতির মাঠে পা রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেননি। ওই সব শাসকের পতনের পর তাঁদের শাসনব্যবস্থারও অবসান ঘটে।

এদিক থেকে জিয়াউর রহমান ব্যতিক্রম। তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। প্রবল জনপ্রিয় আওয়ামী লীগের সমপর্যায়ে নিয়ে এলেন দলটিকে এবং এই কাজ করলেন তিনি অতি অল্প সময়ে। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। এই দলের সংগঠক সবারই বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল। এর বিপরীতে জিয়াউর রহমান কিছু মধ্যবয়সী মধ্যম সারির রাজনীতিবিদ, কিছু পেশাজীবী ও কিছু তরুণকে নিয়ে গড়ে তুললেন বিএনপি। বলাবাহুল্য, এই দলে নানা মত ও পথের রাজনীতিবিদের সম্মিলন ঘটেছিল। ফলে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন শেষ পর্যন্ত বিএনপি টিকবে কি না।

বিএনপিকে অনেকেই ঠাট্টা করে রাজনৈতিক ক্লাব বলতেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলই শেষ পর্যন্ত অন্যতম শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। এই ৪৫ বছরের পরিক্রমায় বেশ কয়েকবার দলটির হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে একাধিকবার। বিগত প্রায় ১৬ বছর দলটি ভয়াবহ দমন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। বিএনপির লাখ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নানাবিধ মামলা চলমান। এমন কোনো দিন নেই, যেখানে বিএনপির নেতা-কর্মীদের আদালতে হাজিরা থাকে না। দলটির অনেক নেতা-কর্মী গুমের শিকার হয়েছেন। এত কিছুর পরও দলটি এখনো প্রবলভাবে রাজনীতিতে টিকে আছে। এটা দলটির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

প্রথাগত রাজনীতির মাঠে তৈরি না হওয়ার পরও বিএনপির পরিপক্ব দলের মতোই নিজের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে আলোচনার ভরকেন্দ্র হিসাব করে এগোনো যেতে পারে। এ দুটি দিক হচ্ছে প্রায়োগিক ও আদর্শিক ভাবনা। প্রায়োগিক দিকটি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, মানচিত্র ও একটি পতাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কার্যকর রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়, তা আমরা অর্জন করতে পারিনি। স্বাধীনতার পরপরই একটি কার্যকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও হানাহানি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে।

এই রকম একটি অবস্থার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিএনপি যাত্রা শুরু করে। মূলত বিএনপির আমলেই একটি কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে। দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমলাতন্ত্রকে মেধার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো শুরু হয়। সামরিক বাহিনী পুনর্বিন্যাস করে এর ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়। বিএনপির আমলে নারী পুলিশ নিয়োগ করা হয়। আনসার ভিডিপি গড়ে তোলা হয় নতুন করে। প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

সারা দেশে কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল বিএনপির প্রথম আমলে। খাল খনন ও সেচব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হয়। খাল খনন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করা হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত মানুষ এই প্রথম রাষ্ট্রকে কাছ থেকে নিজের মতো করে দেখতে পেল এবং এর সুফল ভোগ করতে শুরু করল। বিএনপির হাত ধরে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের কারণে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে শুরু করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পাশাপাশি বিএনপির আমলে প্রবাসী আয় ও পোশাক রপ্তানির আয় থেকে নতুন এক মধ্যবিত্ত শহুরে নাগরিক শ্রেণির বিকাশ ঘটতে শুরু করে এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে এই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বের উত্থান লক্ষ করা যায়।

এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ নেহাতই আদর্শবিহীন ফাঁপা কোনো সমাজে হয়নি; বরং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মতো একটি উদার ও বহুপক্ষীয় বহুদলীয় রাজনীতির ওপর নির্ভর করে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। সমালোচকেরা বলে থাকেন, বিএনপির কোনো আদর্শ নেই। প্রতিপক্ষ তো সমালোচনা করবেই। তবে বিএনপির ব্যর্থতা হচ্ছে, নিজেদের আদর্শ ও দর্শনকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে না পারা; বরং কিছুটা মনে হয় বিএনপি এ বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করে না বা বিএনপি কীভাবে গড়ে উঠল, জনপ্রিয়তার ভিত্তি কী, এসব নিয়ে খুব গভীরভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL

(929) 244 7730

www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

বিদেশে আগুন লাগে বনে, আমাদের বাজারে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এক সময়ে 'আদর্শলিপি' ছিল বহুল পঠিত। সেই বইয়ে ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা বাক্য থাকত, নিচে দাগ দেওয়া ফাঁকা জায়গা। ওপরের বাক্য অনুসরণ করে শিশুরা ফাঁকা জায়গায় লেখার অভ্যাস করত এবং তাতে তাদের হস্তাক্ষরের উন্নতি ঘটত। 'আদর্শলিপি'র বাক্যগুলো ছিল নৈতিকভাবে উন্নতমানের বক্তব্য-সংবলিত। উদ্দেশ্য, শিশুরা কেবল হস্তাক্ষর ভালো করতেই শিখবে না; নৈতিক শিক্ষাও গ্রহণ করবে। একটি বাক্যের কথা খুব মনে পড়ে: 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।' ছোট হতে বলা হতো দেহের আকৃতিতে নয়; ভেতরের চরিত্রে। ধনে নয়, ক্ষমতায় নয়; বড় হবে নৈতিকতায় এই ছিল বাণী। এই নীতি-উপদেশের অনুক্ত কথাটা ছিল তুমি বিনয়ী হও। বিনয় তোমাকে সাহয্য করবে উঁচুতে উঠতে। তা বিনয়ে কিছুটা কাজ হতো বৈকি।

এখন আদর্শলিপি নেই, নীতিবাক্যও নেই। এখনকার রীতিটা হচ্ছে বিনয়ে নয়; কাজ হবে দাপটে। বিনয় এখন ভীরুতা ও ক্লীবতার লক্ষণ বৈকি। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র এখন টাকার অধীনে। টাকা বিনয় কাকে বলে জানে না। টাকা টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না, অন্য কাউকে মানেও না। সে কেবলই বাড়তে চায়। সে জানে, যে না বাড়লে সমূহ সর্বনাশ।

আর টাকাটা আসে কোথা থেকে? আকাশ থেকে তো পড়ে না, মাটি ফুঁড়েও বের হয় না। টাকা আসে মূলত শ্রম থেকে। তবে যাদের শ্রমে টাকা তৈরি হয় তাদের তেমন সুবিধা হয় না; মালিক নেয় ছিনিয়ে। আর মালিকদের উপার্জনের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যবসা, বিশেষ করে বাংলাদেশে। ব্যবসা জিনিসটা চলে মুনাফার জন্য। আর জগতে এমন কোনো কাজ নেই, মুনাফার লিপ্সা যাকে অন্যায় মনে করে। লুণ্ঠন, ঠকবাজি-জোচ্চুরি, ভেজাল মেশানো, প্রতারণা কোনোটাই বাদ থাকে না। বড় মাছ যেভাবে ছোট মাছকে গিলে খেয়ে আরও বড় হয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তেমন ঘটে। ছোট মাছের মতোই ছোট ব্যবসায়ীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাদের কান্নাকাটি কে শোনে? কান্নাকাটি শোনা যাদের দায়িত্ব, সেই সরকারি কর্মচারীরাও যে বড় বড় ব্যবসায়ীর তুলনায় খারাপ আছেন, তা নয়। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার নানা মাপের দরজা-জানালা খোলা রয়েছে। ভদ্রতা করে আগে যাকে বলা হতো উপরি আয়, এখন তার সরাসরি পরিচয় ঘুষ। সব কিছুতেই ঘুষ চলে। উল্টিয়ে বলা যায়, ঘুষ ছাড়া কিছুই চলে না। বড় বড় অঙ্কের ঘুষ নাকি আসে মূলত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। যাতে করে যেভাবে খুশি, নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ব্যবসা করা যায়।

পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন বনে আগুন লাগছে দেখা যাচ্ছে। এমন বন্য আগুন ওইসব দেশে আগে কেউ কখনও দেখেনি; কল্পনাও করতে পারেনি। বাংলাদেশের বাজারেও যখন তখন বন্য আগুন জ্বলে উঠছে। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের বাজারে। গরিব বাঙালি পান্তা ভাতে কাঁচামরিচ ডলে লবণ মিশিয়ে খেয়ে কোনোমতে বাঁচত। এখনও অনেকে ওইভাবেই বাঁচে। সেই কাঁচামরিচের দাম কাগজে দেখেছি, কোথাও কোথাও কেজিপ্রতি হাজারে গিয়ে ঠেকেছিল। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, এ রকমটা শোনা গেছে। কিন্তু পান্তা আনতেই কাঁচামরিচ উধাও হয়ে যায় এমন কথা বাপ-দাদার চৌদ্দপুরুষে কেউ শোনেনি।

পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ ডিম ভারি পছন্দ করে। বাঙালিরাও ব্যতিক্রম নয়। অনেক বাঙালির জন্য ডিম হচ্ছে পুষ্টির একমাত্র উৎস। একজন বললেন, বাজারে তাঁর স্ত্রী ডিমের দোকানে গিয়েছিলেন। দাম শুনে আর এগোতে সাহস পাননি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছেন। লবণ, পেঁয়াজ, সয়াবিন তেলু এসবও আগুনের মতো তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যে কোনো মুহূর্তে আবার দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। পেঁয়াজ নাকি

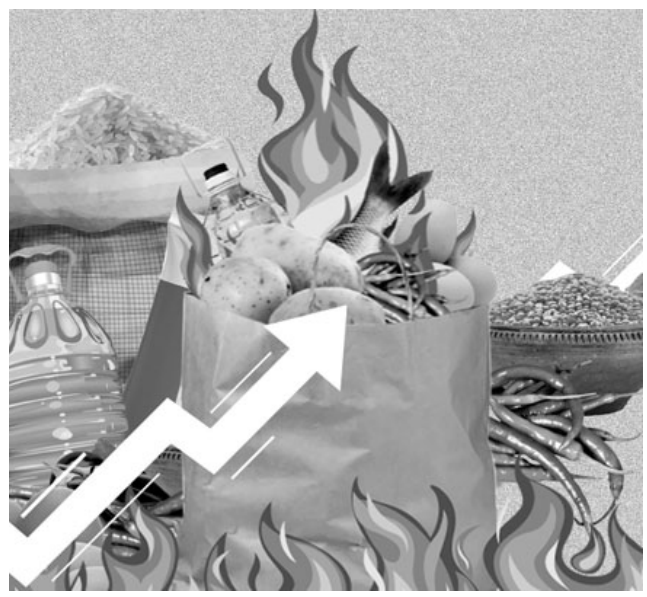

পচে যাওয়াতে ফেলে দিতে হয়েছে। মজুতদাররা করেছে ওই কাজ। তবু পেঁয়াজ তারা বাজারে ছাড়েনি। অগ্নিমূল্যে যতটা লাভ হয়েছে, ন্যায্যমূল্যে গুদাম খালি করে ফেললেও তার সিকি পরিমাণ হয়তো ঘরে আসত না। পচে যাক ক্ষতি নেই; নদীতে ফেলে দিতে হলেও দুঃখ নেই; তবু দেশবাসীকে যে খেতে দেবে, তা নয়। তাদের দেশপ্রেম এতটাই গভীর। মুনাফার স্বার্থে প্রয়োজন হলে এরা দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে থাকে। আলুতে আমরা নাকি উদ্বৃত্ত। সে আলুর দামও সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে ছিল ভেবে লম্ফ দিয়ে জেগে ওঠে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কারা ঘটাচ্ছে এসব দেশদ্রোহী ও মানবতাবিদ্বেষী ঘটনা? সরকার বলছে, সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট আবার কী জিনিস? তারা কি ভূতপ্রেত? দেখা যায় না? চেনা যায় না? করোনা ভাইরাসের মতো অদৃশ্যমান? সিন্ডিকেট যে বড় বড় ব্যবসায়ীর সংঘবদ্ধ দল এটা কি সরকার জানে না? তাদের পরিচয় কি অজ্ঞাত? সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী কী হঠাৎ এতটাই অদক্ষ হয়ে পড়েছে কারা সিন্ডিকেট বানায় এবং মানুষকে অভুক্ত রাখে সেটা ধরতে পারে না?

এই ব্যবসায়ীরাই তো আমদানি করে; ব্যাংকের মালিকও তো এরাই। আসলে এরা এতই শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ যে, এদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না। এরা অপেক্ষায় থাকে কখন কোন জিনিসটার সরবরাহ কমিয়ে দাম বাড়ানো যায় সেই মওকার জন্য। আগে বাড়াত উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে, এখন বাড়ায় যখন তখন, নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে এবং একেক বৃদ্ধিতে হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা।

একটি দৈনিক হিসাব-টিসাব করে দেখিয়েছে, ডিমের দাম বাড়িয়ে ১০ দিনে ডিম-সংশ্লিষ্টরা ১২০ কোটি টাকার মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। টাকাটা অন্য কারও নয়, দেশবাসীরই। দেশবাসীর প্রাণপাত পরিশ্রম ও ঘামে উৎপাদিত। 'দেশপ্রেমিক' বণিকরা শুনলাম আবদার করেছেন, রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ বিদেশে বিনিয়োগের অনুমতি দিতে হবে। গোপন পথ তো খোলাই রইল; আইনি পথেও পাচার ঘটবে। এটাই হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা।

মন্ত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনে মনে হয়, তারাও ভারি অসহায়। কী করতে হবে ভেবে কূল পান না, আকুল হন; পরস্পরবিরোধী কথা বলেন। যেমন অতি সম্প্রতি ডিমের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে হতাশ কণ্ঠে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজনে ডিম আমদানি করা হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে ডিমের যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে, আমদানির প্রয়োজন নেই।

তা এই যে দেশবাসীকে কেবল ঠকিয়ে নয়; অনাহারে রাখার বন্দোবস্ত করে মুনাফার পাহাড় গড়ছেন, সেসব পাহাড় যায় কোথায়? দেশের যথার্থ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে, এমন নিদর্শন তো কমই চোখে পড়ে। কোথায় যে চলে যায় তা অবশ্য সবারই জানা। যায় সুইস ব্যাংকে। যায় কানাডায়; বসতবাড়ি তৈরির জন্য। ইংল্যান্ডেও যায় শুনি; যায় মালয়েশিয়া। কেউ কেউ সিঙ্গাপুর, দুবাইতে ব্যবসার সাম্রাজ্যই নাকি বানিয়ে ফেলেছেন ইতোমধ্যে। নাগরিকত্বও কেনা চলছে। তা টাকাটা পেলেন কোথায়? সবাই জানে, টাকা গেছে বাংলাদেশ থেকেই। বলা যাবে, এসব ব্যবসায়ী অসাধু। কিন্তু অসাধুরাই তো দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক ক্ষমতাধর। তারাই উদ্ভাসিত। 'সাধু' ব্যবসায়ীরা ব্যবসাতে পারঙ্গম নন। তাদের মুনাফা অল্প। পাচার করবেন কেমন করে? সাধু হতে গেলে ব্যবসা ছাড়তে হয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

রাষ্ট্রক্ষমতার নিষ্ঠুর পাগলামো

গোলাম মাওলা রনি

রাজ-রাজড়াদের ক্ষমতার লোভ নিয়ে কাব্য-মহাকাব্যের শেষ নেই। আদিকালের কবে থেকে রাজার জন্ম আবার রাজারা ঠিক কোন দিন থেকে মহারাজা হলেন তার দিনক্ষণ কোনো ইতিহাসবিদ লিখে যাননি। তবে রাজনীতি, রাজ্য এবং রাজধানীর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাজার বছরের ইতিহাসে রাজাদের লোভ, প্রজাদের ধন সম্পত্তি লুট করার লিপ্সা এবং বাহারি জুলুম অত্যাচারের নিষ্ঠুর পাগলামোর অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মহাকালের রাজাদের সুশাসক হওয়ার নেপথ্য কারণ যেমন তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সুশিক্ষা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করা হয় তদ্রূপ কুশাসক হওয়ার জন্য প্রথমেই খোঁজা হয় অমানুষটির জন্মবৃত্তান্ত। তারপর সে কোন পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, কী খেয়েছে এবং কী শিখেছে তাও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়। পরিশেষে সব কুশাসকের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যেই অনিয়ম-অনৈতিকতা-নিষ্ঠুরতা-রক্তপাত, ছলচাতুরী ইত্যাদি থাকে। ফলে কুশাসক বা মন্দ রাজারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না যে, তারা সত্যিকার অর্থেই রাজা। এ অবস্থায়, ক্ষমতার চেয়ারে বসে তারা হররোজ এমন সব উদ্ভট কাণ্ড-কারখানা করতে থাকেন যা কি না পাগলামোর চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের লম্ফ-ঝম্ফ, হাঁক-ডাক, জুলুম-অত্যাচার, মিথ্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, ভোগ-বিলাস, রক্তপাত ইত্যাদির নেপথ্য কারণ হিসেবে নিজেদের অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও অবৈধতা দায়ী করে যুগ যুগান্তরের ইতিহাসবেত্তা-জ্ঞানী-গুণীজন বহু বইপুস্তক রচনা করে গেছেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে মানুষরূপী অমানুষরা যখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে উপর্যুপরি পাগলামো করতে থাকেন তখন তাদের জীবনে এমন এমনটি বিশ্বাস পয়দা হয়ে যায় যে, তাদের কথাই আইন- তারা যা বলবে তাই জনগণকে শুনতে হবে এবং তাদের কথার বিরোধিতা করার অর্থই হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাদের মধ্যে এমন এক মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় যার কারণে একাকিত্ব তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারা একা থাকতে ভয় পান, রাতগুলো তাদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে এবং ঘুম রীতিমতো সোনার হরিণে পরিণত হয়। কোনো কুশাসক বা মন্দ রাজার নসিবে ঘুম জোটে না। নির্ঘুম রজনীর বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্য তারা রাতের আঁধারকে আলোকময় করে মদ-নারী এবং বিকৃত যৌনাচারে মেতে ওঠে। ফলে একটি সময়ে তারা বিকৃত রুচির বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়ে পড়েন।

প্রাচীন ভারতে রাজাদের অশ্বমেধযজ্ঞের কথা জানা যায়। কোনো কোনো রাজা নরমাংস ভক্ষণ করতেন। কেউ বা করতেন রক্তপান। অনেকে শিশু হত্যা-কুমারী হত্যা, কুমারী পুঁজা কিংবা শিশু-কিশোরদেরকে নদী বা সমুদ্রে বিসর্জন দিতেন। তাদের নিষ্ঠুরতার দু'টি পর্ব ছিল। প্রথমটি হলো, নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তারা কল্পনার দেব-দেবীকে খুশি করার নিমিত্তে উল্লিখিত কর্ম করতেন। অনেকে আবার নিজেদের স্বাস্থ্য-যৌবন ও শক্তিমত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বলিদান-রক্তপাত ইত্যাদি নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কল্পিত দেব-দেবীর মনোরঞ্জন ঘটাতেন।

নিষ্ঠুরতার দ্বিতীয় পর্বে পাগলা রাজারা সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূল এবং কল্পিত শত্রু চিহ্নিতকরণ ও নিধনের নামে গণহত্যা চালাতেন। তারা সামর্থ্যবান-বিবেকবান-শিক্ষিত অভিজাত লোকদেরকে জাতশত্রু মনে করতেন। ফলে তাদের রাজ্যে কেবল সেসব লোকই বেঁচে থাকত যারা নিজেদেরকে বিবেকহীন-অশিক্ষিত ও রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রুচি-অভিরুচির কাছে সমর্পণ করতে পারত।

ইতিহাসে যেসব পাগলা রাজা কুখ্যাতির শীর্ষে রয়েছেন তাদের মধ্যে রোমান সম্রাট নিরো, ক্যালিগুলা, কমোডাস, চীন সম্রাট জিয়া ঝি, ডি জিন, সুই ইয়াং ডি, রুশ সম্রাট আইভান, পিটার দ্য ফার্স্ট, আন্না, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য দিকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে অন্তত ১০ জন ভয়ঙ্কর রাজার নাম বলা যাবে যারা তাদের রাজত্বকালকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ফেলেছিলেন, যে তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে রাজা স্টিফেনের নাম। এরপর দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, চতুর্থ হেনরি, তৃতীয় রিচার্ড, অষ্টম হেনরি, প্রথম চার্লস, দ্বিতীয় জেমস এবং অষ্টম এডওয়ার্ডের নাম শুনলে এখনো ইউরোপের লোকজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ভারতবর্ষে পাগলা রাজাদের কুকর্ম শুরু হয়েছিল মহাভারতের যুগ থেকে। ইতিহাসের পরিক্রমায় হাজার বছরের মধ্যে কয়েক শ' মানবরূপী দানব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিমতো রাক্ষসরাজত্ব কায়েম করেছিলেন, বাংলার রাজা গণেশসহ রাজা গণেশের প্রেতাত্মারা সর্বকালে রাজনীতির যে বিষবাষ্প ছড়িয়েছে তার কবলে পড়ে সব আমলেই বাঙালি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে সুশাসকদের কল্যাণে পাগলা রাজাদের মন্দকর্ম যেখানে মাটিচাপা পড়েছে সেখানে সুবে বাংলায় ঘটেছে উল্টো। এখানে মন্দ শাসকদের তাণ্ডবে সুশাসকদের সব সুকর্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রক্ষমতায় পাগলা রাজাদের অভিষেকে কী সব লঙ্কাকাণ্ড ঘটে থাকে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এক পাগলা রাজা দাঁত মাজতেন না। চিকিৎসকরা তাকে বারবার সতর্ক করতে থাকেন। জবাবে তিনি সবসময় বলতেন, বাঘেরা কোনো দিন দাঁত মাজে না। ফলে সেই রাজার বেশির ভাগ দাঁত নষ্ট হয়ে যায় এবং বৃদ্ধ বয়সে দেখা যায়, পাগলের একটি দাঁতও নেই। আমি যার কথা বলছি তিনি গত ২০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসক ছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি তখন পৃথিবীর প্রধানতম পরাশক্তি।

পাগলা রাজাদের বিকৃত কর্মকাণ্ডের আরেকটি উদাহরণ দিই। এক রাজা শস্যক্ষেত ছাড়া মলত্যাগ করতে পারতেন না। তিনি লোকজনকে বলতেন, দীর্ঘদিন গেরিলা যুদ্ধ করে বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে গিয়ে তিনি এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, আধুনিক টয়লেটে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তার প্রাসাদের মধ্যে বিরাট এক ফসলি জমি সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি দেহরক্ষীদের নিয়ে সেখানে যেতেন এবং প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের সময় তার দেহরক্ষীরা গোল হয়ে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতেন আর রাজা মনের আনন্দে আদিম কায়দায় কর্মটি সারতেন।

আমি যে রাজার কথা উল্লেখ করলাম তিনি ছিলেন প্রচণ্ড কামুক ও ধূমপায়ী। তার ডাক্তাররা ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে সজাগ করলে তিনি পাল্টা ধমক লাগাতেন এবং বলতেন, ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ব্যায়াম হয়। তিনি সাধারণত গোসল করতেন না এবং নারী সঙ্গমের পর কোনো দিনই পাক পবিত্র হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ওই বিশেষ কর্মের পর গোসল না করলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। তার মাথায় কে বা কারা এই দুষ্টবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিলো যে ১৪ বছরের কুমারী মেয়েদের সঙ্গ লাভ করলে তার দীর্ঘায়ু নিশ্চিত। এরপর সেই রাজা কুমারী সম্ভোগের এক অদ্ভুত রীতি চালু করলেন তার রাজ্যে। তার সাথে রাত যাপনকারী কুমারীকে তিনি সার্টিফিকেট দিতেন যা কালক্রমে সেই রাজ্যে বিশেষ সম্মান মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। আমি যার কথা বলছি তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯৩ সালে আর মরেছিলেন ১৯৭৬ সালে। তার রাজত্বকাল ছিল ১৯৪৯ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। তার দেশের লোকেরা তার লাশটি এখনো মমি হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছে। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য।দৈনিক নয়াদিগন্তর সৌজন্যে

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP35

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

- SALE $3.99/LB — PRE-CUT — ZABIHA HALAL — **FROZEN GOAT**
- SALE $2.49/LB — ZABIHA HALAL — **FRESH WHOLE CHICKEN WITH NECK N FEET**
- SALE $7.99/LB — SIZE 8-10 — **HILSHA**
- SALE $8.99/LB — SIZE 10-12 — **HILSHA**
- SALE $2.49/LB — SIZE 4 KG — **ROHU**
- SALE $2.99/LB — SIZE 3 KG — **MRIGAL**
- SALE $2.49/LB — SIZE 7-9 KG — **KATLA**
- SALE $3.49/LB — SIZE 5/7 — **TILAPIA FILLET**
- SALE $9.99/EA — 16/20 2LB BAG — **RAW SHRIMP**
- SALE $14.99/EA — 20 LB BAG — **ABDULLAH LONG GRAIN RICE**
- SALE 2/$8.99 — 25 PCS FAMILY PACK — **SHAHJALAL PLAIN PARATHA**
- SALE $6.99/EA — 7 OZ, 200 G — **NESCAFE COFFEE**
- SALE 2/$6.00 — 496 GM — **BANGLADSHI MAGGI NOODLES**
- SALE 2/$5.00 — 360 G — **BEDESSEE VEGGIE CRACKERS**
- SALE $11.99/EA — 96 OZ — **MAZOLA CORN / CANOLA / VEG OIL**
- SALE 4/$5.00 — 400 ML — **BEDESSEE COCONUT MILK**
- SALE $1.49/LB — **POI LEAF**
- SALE $1.49/LB — **GUAVA**
- SALE 99¢/LB — **LONG SQUASH**
- SALE 2/$6.00 — 1 DZ — **BARNYRD'S CAGE FREE LARGE BROWN EGG**

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

Address	Phone
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

Premium Winner of The Week

15 WINNERS WEEKLY

WEEKLY 3 WINNERS WITH $250 STORE VOUCHERS

IN EACH STORE

BRONX | GLEN OAKS | JAKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK

FROM SEPTEMBER 01 TO DECEMBER 28, 2023

VALID FOR PURCHASES OF $50 AND ABOVE

Conditions Apply

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION

আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding

Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432..... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372..... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462..... 347-626-8341, 718-239-9500

CONTACT

WhatsApp Number

HALAL

www.premiumsweetsus.com

আসেফ ও মুনমুন বারীর 'দ্যা বারী স্টেটে' মেয়র এডামস,বাংলাদেশিদের ভূয়শী প্রশংসা

৫০ পৃষ্ঠার পর

দিনে সেই ভয়ুর অবস্থা থেকে আমরা সবাই মিলে এ সিটিকে টেনে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

মেয়র এডামস আরো বলেন, নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশিরা অব্যাহতভাবে সবকিছুতে ভালো করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, কৃষি কালচারে তাদের টেনে ধরার সময় নেই, তারা নিজ গুণ, দক্ষতা এবং পরিশ্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং নিউইয়র্ক তথা আমেরিকা বিনির্মানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

মেয়র বলেন, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার চাকুরির পদ খালি রয়েছে। এসব পদে বাংলাদেশিরা চাকুরির অনায়াসে সুযোগ নিতে পারেন।

তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসেফ বারীর প্রশংসা করে মেয়র বলেন, বাংলাদেশিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় সাফল্য দেখাচ্ছেন তা ইতিবাচক এবং অনেক লোকের কর্মস্থান সৃষ্টি করায় তা প্রশংসার দাবীও রাখে। অতীতের মতো আগামীতেও মেয়র এডামস বাংলাদেশিদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

'দ্যা বারী স্টেট' মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আসেফ বারী এবং মুনমুন হাসিনা বারী। তারা বলেন, নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বারের মতো বাংলাদেশি কোন বাড়িতে মেয়রের আগমণে তারা সম্মানিতবোধ করছেন। একই সঙ্গে তারা নির্বাচনসহ সব বিষয়ে মেয়রের হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। আসেফ বারীমেয়র এরিক এডামসকে যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রেসিডেন্ট হিসেবেদেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অপর বক্তা গিয়াস আহমেদ বলেন, মুসলিম আমেরিকানদের ঐক্য বদ্ধ হতে হবে কেননা যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সুইংষ্টেট গুলিতে মুসলিমদেরভোট খুবই গুরুত্বপুর্ণ হয়েদেখা দিতে পারে আগামি নির্বাচনসমূহে।

অনুষ্ঠানে আসেফ বারী ও মুনমুন বারীর তিন সন্তান মুহিব বারী, সাবা বারী ও আদি বারী ছাড়াও জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, মেয়র এরিক এডামসের ভাই ব্রায়ান এডামস বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন শামসুন নাহার নিম্মি। এছাড়া মেয়রের সাথে মঞ্চে ছিলেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর ও ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্টের কর্ণধার নুরুল আজিম। অনুষ্ঠান শেষে ' দ্যা বারী স্টেট' দীর্ঘ সময় ঘুরে দেখেন মেয়র। তিনি অনুষ্ঠানে আগতদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ছবি তুলেন। মেয়র এরিক এডামস আসেফ বারীর অফিস কক্ষে গিয়ে কিছু সময় ব্যয় করেন এবং অটোগ্রাফ দেন। প্রায় ২ ঘন্টা বাংলাদেশিদের সঙ্গে নির্মল সময়ে কাটিয়ে রাত ১০ টার দিকে 'দ্যা বারী স্টেট' ত্যাগ করেন মেয়র এরিক এডামস।

এরিক এডামসের 'দ্যা বারী স্টেটে' আগমন নিয়ে উপস্থিত সকলে আসেফ বারী ও মুনমুন বারীর প্রশংসা করেন এবং বলেন 'আপনাদের সুবাদে' আমরা মেয়রকে এত কাছে পেয়েছি। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র এবং উপস্থিত সকলে নৈশভোজে অংশ নেন। 'দ্যা বারী স্টেটে' প্রবেশের সময় লাল গালিচা সংবর্ধনা এবং ফুল দিয়ে মেয়র এরিক এডামসকে স্বাগত জানান আসেফ বারী, মুনমুন হাসিনা বারী, মুহিব বারী, সাবাহ বারী ও আদি বারী। নৈশ ভোজসহ পুরো অনুষ্ঠানে উপস্থিতিকে আন্তরিকতা দিয়ে মুগ্ধ করেন আসেফ বারী ও মুনমুন বারী।

অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন তারা হলেন, গিয়াস আহমেদ, সিইও ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোম কেয়ার অ্যান্ড চেয়ারম্যান ফোবানা, নুনরাত আহমেদ-চেয়ারম্যান ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোম কেয়ার, নুরুল আজিম- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর, কেভিন থমাস- স্টেট সিনেটর ডিস্ট্রিক্ট ৬, তারেক হাসান খান- সিইও গোবাল মাল্টি সার্ভিসেস, এআরএম রকিব উদ্দিন- সভাপতি ও সিইও স্টপ অ্যান্ড কার, জিয়া খান- চেয়ারম্যান, স্ট্যান প্রপার্টিজ, ভুবার চৌধুরী, বাটারফ্লাই এসডিসি-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রিন্স রায়হান- ব্যবসায়ী, জেএফএম রাসেল, রিয়েলটর, রকি আলিয়ান, সিইও স্টার ফার্নিচার, সৈয়দ হক (শাকিল)-ব্যবসায়ী, মো. আবুল কাশেম- সিইও মাদানী ডিস্ট্রিবিউটর, আশরাফুজ জামান- সেক্রেটারি নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, এনামুল হক এনাম, সম্পাদক অর্থকণ্ঠ, মামুন মির্জা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক- ব্যবসায়ী, মোঃ মেহেরুজ্জামান জেফলিন, চেয়ারম্যান জেএপি জেনস, মোহাম্মদ চৌধুরী, সিইও স্কুলের ডিসি মো. , মোঃ মফিজুর রহমান, সিইও গ্লব গ্রিন ইন্যুরেন্স, বার্নি অ্যাডামস অ্যান্ড শ্যারন, মেয়র এরিক অ্যাডামসের ভাই। মুহাম্মদ আশরাফ, সাবেক চেয়ারম্যান (পাকিস্তানি আমেরিকান সোসাইটি অফ এনওয়াই), সেরিনা ইউনুস, ডেমোক্রেটিক পার্টির কমিউনিটি অর্গানাইজার ফর টাউন অফ হান্টিংটন, এহতেশাম সৈয়দ, টমাস জয়, সাফোক কাউন্টি পুলিশ বিভাগ, আহসান হাবিব, জোন চেয়ার, নায়ক ক্লাব, উ২০-জ২ ৩৩, আশরাফুজ জামান, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, আলমগীর খান আলম, সিইও শৌটাইম মিউজিক, নবযুগের সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, ফটো সাংবাদিক নীহার সিদ্দিক, সাইফুর রহমান ভান্ডারি রাজ, এক্স-এমপি, অ্যালেক্স ভুজিয়াস এমডি ফ্যানস ও জোয়েলি মারেরো ভুজিয়াস, পিএইচডি, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, নাসির খান পলা, সাইফুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান নায়ক ক্লাব।

পেঁয়াজ খেলে যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক: পেঁয়াজ কেবল খাবারেরই স্বাদ বাড়ায় না, শরীরেও জোগায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ পেঁয়াজ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে দূরে থাকা যায় ক্যানসারের মতো রোগ থেকেও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পেঁয়াজ কাঁচা খেলেই উপকার পাবেন বেশি। যদিও রান্না করে খাওয়াটা ক্ষতিকর নয়, তবে কাঁচা খেলে অক্ষুণ্ন থাকে সব পুষ্টিগুণ। স্যান্ডউইচ, সালাদে পেঁয়াজের স্লাইস মিশিয়ে নিতে পারেন। তেলে হালকা ভেজেও খাওয়া যায় উপকারী পেঁয়াজ। জেনে নিন পেঁয়াজে কোন কোন পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

ভিটামিন সি : পেঁয়াজ ভিটামিন সি এর চমৎকার উৎস। এই ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং রক্তনালী ও শরীরের অন্যান্য অংশ গঠনে সাহায্য করে। এটি একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন ৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি খাওয়ার পরামর্শ দেন। একটি গড় আকারের পেঁয়াজ দৈনন্দিন ভিটামিন সি চাহিদার ৯ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে।

ফাইবার : পেঁয়াজে দুই ধরনের ফাইবার থাকে। একটি হচ্ছে ডায়াটারি এবং অন্যটি প্রিবায়োটিক। ফাইবার আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং নিয়মিত মলত্যাগ করতে সহায়তা করে। পেঁয়াজের প্রিবায়োটিক ফাইবার অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া (প্রোবায়োটিক) বাড়াতে সাহায্য করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট : পেঁয়াজে রয়েছে কোয়ারসেটিন যা একটি ফ্ল্যাভোনয়েড বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌ উপাদানটির প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি শরীরকে ভিটামিন ই তৈরি করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার থেকে রক্ষা করে। লাল পেঁয়াজে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি থাকে।

ভিটামিন বি৬ : একটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজে দৈনন্দিন ভিটামিন বি৬ চাহিদার ৮ শতাংশ রয়েছে। ভিটামিন বি৬ শরীরকে লাল রক্ত কণিকা গঠনে সাহায্য করে। এটি প্রোটিনকেও ভেঙে দেয়।

তথ্য: ওয়েবএমডি

দারুচিনির ১২ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: মসলা হিসেবে রান্নায় ব্যবহার করা হয় দারুচিনি। খাবারে চমৎকার সুগন্ধ নিয়ে আসে এটি। পুষ্টিগুণের দিকে থেকেও বেশ এগিয়ে এই মসলা। ক্যালোরি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ছাড়াও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের উৎস দারুচিনি। বিবিসিতে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে পুষ্টিবিদ জো লেউইন জানাচ্ছেন দারুচিনি খেলে কোন কোন উপকার মিলবে।

১. দারুচিনিতে পলিফেনল নামক উদ্ভিদ যৌগ রয়েছে যার প্রতিরক্ষামূলক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফলে দারুচিনি খেলে সুস্থ থাকা সম্ভব।

২. দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমাতে পারে দারুচিনি।

৩. দারুচিনি অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে। এতে সিনামালডিহাইড নামক একটি উপাদান আছে যা ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪. ঠান্ডা-কাশি উপশম করতে সাহায্য করে এই মসলা।

৫. ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে দারুচিনি। এটি রক্তের প্রবাহে প্রবেশ করে এমন গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৬. টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় দারুচিনির নির্যাস।

৭. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষগুলোর কার্যক্ষমতা কমে যায়। দারুচিনিতে দুটি যৌগ রয়েছে যা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ধরে রাখতে কাজ করে। বলে আলঝেইমারের মতো অসুখের ঝুঁকি কমে।

৮. নিয়মিত দারুচিনি খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে দাবি করছে কিছু গবেষণা।

৯. রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে দারুচিনি। ফলে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমে।

১০. দারুচিনিতে প্রিবায়োটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই দারুচিনি নিয়মিত খেলে অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকে। ফলে হজমের সমস্যা দূর হয়।

লবঙ্গের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: একেক মসলার রয়েছে একেক গুণ। কোনোটা দেহে তাপ বাড়ায়, আবার কোনোটা ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধে কাজ করে। কিছু মসলা আবার শুধুই খাবারের স্বাদ ও ঘ্রাণ বাড়ায়।তবে লবঙ্গ এমন একটা মসলা যা খাবারে স্বাদ ও ঘ্রাণ বাড়ানোর পাশাপাশি নানান স্বাস্থ্যোপকারিতাও দেয়।

আঁশ সমৃদ্ধ: হজমক্রিয়া উন্নত ও নিয়মিত করতে পর্যাপ্ত আঁশ গ্রহণ করা জরুরি। ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মার্কিন পুষ্টিবিদ এমি গোরিন বলেন, "মসলা হিসেবে এতে আছে চমৎকার আঁশ। এক চা-চামচ লবঙ্গ প্রায় এক গ্রাম আঁশ সরবারহ করে।"

রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে: গোরিন জানান, লবঙ্গতে আছে খনিজ যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি বলেন, "লবঙ্গ ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ সরবারহ করে যা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।"

রান্নায় এক চিমটি বা দুইটা লবঙ্গ যোগ করার পরামর্শ দেন তিনি।

ব্যাক্টেরিয়-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ: মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মাউথ ওয়াশ ব্যবহার বা খাবার খাওয়া জরুরি। লবঙ্গ খাওয়াও এক্ষেত্রে সমান কার্যকর। গোরিন বলেন, "লবঙ্গ তেলে আছে ব্যাকটেরিয়া-রোধী উপাদান। গবেষণায় দেখা গেছে লবঙ্গ, তুলসি ও টি ট্রি সমৃদ্ধ মাউথ ওয়াশ মুখের প্লাক ও ব্যাক্টেরিয়া দূর করে।"

দাঁতের ব্যথা কমাতে পারে: লবঙ্গে আছে ব্যথানাশক উপাদান 'ইউজেনল' যা প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক আর দাঁতের ব্যথা কমাতে চমৎকার কাজ করে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে যে- তীব্র ব্যথা, প্রদাহ, ক্ষত সারানো ও সংক্রমণরোধে লবঙ্গ উপকারী।

প্রদাহরোধী উপাদান: লবঙ্গের আরেকটি প্রধান গুণ হল এর প্রদাহরোধী উপাদান। লবঙ্গের তেল লোশন হিসেবে ব্যবহার করা বা চায়ে এর ব্যবহার প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

বয়সের ছাপ ধীর করে: লবঙ্গে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক রন্ধনশিল্পী, পুষ্টিবিদ সেরেনা পুন ব্যাখ্যা করেন, "এর প্রদাহরোধী উপাদান 'এপিজেনেটিক কিউস' এবং 'মাইটোকন্ড্রিয়াল' কার্যকলাপ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবারে পাওয়া যায় যা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ থাকতে প্রয়োজন।"

তিনি স্মুদি, ভাত বা মিষ্টান্ন খাওয়ার আগে এক চিমটি লবঙ্গের গুঁড়া ছিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণের সহজ উপায়।

কফ দূর করতে: পুন বলেন, "আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র অনুযায়ী লবঙ্গ কফ দূর করে গলার পেশিতে আরাম প্রদান করে।" তাই তিনি লবঙ্গ না গিলে, চিবানোর কথা বলেন। এছাড়াও চায়ের সাথে লবঙ্গ ও মধু পানের পরামর্শ দেন তিনি।

কোন সময় কলা খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার

পরিচয় ডেস্ক: কলা খেতে অনেকেই ভালবাসেন। তবে কলা খাওয়ার সঠিক সময় কোনটা তা অনেকেই জানেন না। নাস্তার সময় কলা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী হতে পারে, তবে সকালের খাবারে শুধু কলা খাওয়া ঠিক নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পছন্দের নাস্তার আগে বা সঙ্গে কলা খাওয়া যেতে পারে। সকালের খাবারে শুধুমাত্র কলা খেতে পছন্দ করেন অনেকেই কিন্তু অভ্যাস ত্যাগ করাই উচিত। কলায় প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রাকৃতিক গ্লুকোজ থাকে।

শুধু কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, তাই সকালের নাস্তায় শুধু কলা না খাওয়াই ভাল। স্মুদি হিসেবে কলা খাওয়া যেতে পারে। কলা ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজগুলির ভাল উৎস। একটি মাঝারি আকারের কলায় প্রায় ৩গ্রাম ফাইবার থাকে। কলায় প্রচুর পরিমাণে ন্যাচারাল সুগার থাকে, তাই খালি পেটে কলা খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।

পটাশিয়াম, ফাইবার এবং ভিটামিন বি৬ এবং সি-এর মতো পুষ্টি উপাদান কলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্নভাবে উপকারী।এছাড়া উচ্চ ফাইবার, উচ্চ-কার্ব খাবার এবং প্রোটিন উৎসসহ এগুলো খাওয়া রক্তে শর্করা এবং ক্ষুধার মাত্রা বাড়াতে পারে।

তবে অতিরিক্ত কলা খাওয়া রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে দিতে পারে। এই কারণে, টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। এর পাশাপাশি এটি উচ্চ কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খেলে ওজন বাড়তে পারে। তাই অতিরিক্ত কলা খেলে ওজন বেড়ে যায়। (এই প্রতিবেদনটি সাধারণ তথ্যের ওপর, তাই বিস্তারিত জানতে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন)

কলমি শাকের পুষ্টিমান অনেক নামীদামি খাবারের চেয়েও বেশি

পরিচয় ডেস্ক: কলমি শাক হচ্ছে গ্রামবাংলার অতি সাধারণ শাক। এর রয়েছে দুর্দান্ত উপকারিতা। কলমি শাকের পুষ্টিমান অনেক নামীদামি খাবারের চেয়েও বেশি। পুষ্টিবিদদের মতে, নিয়মিত পাতে কলমি শাক রাখলে সরাসরি অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে।

এই শাকে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর। পেঁয়াজ দিয়ে কলমি শাক ভাজা করলে তা খেতে অনেক সুস্বাদু হয়। কলমি শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। তাই সর্দি-কাশির সমস্যা থাকলে খেতে পারেন।

তবে খুব বেশি সময় ধরে রান্না না করাই ভালো। কলমি শাক ক্যালসিয়ামের একটি ভাল উৎস। তাই শিশুদের জন্য এটি বেশ উপকারী। তাছাড়া যে কোনও বয়সেই শরীরের ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে এই শাক।

কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে কলমি শাকে উপকার মিলতে পারে। কলমি শাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ

করলা খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: তেতো স্বাদ বলে অনেকে দূরে থাকেন, অনেকে আবার ভালোবেসে খান এই সবজি। বলছি করলার কথা। স্বাদে যত তেতো হোক না কেন, উপকারিতায় কিন্তু অনন্য। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে এবং আমাদের শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে এই সবজি। করলায় থাকে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করার উপাদান। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করলা হতে পারে উপকারী একটি সবজি। আবার মধু ও পানির সঙ্গে করলার রস মিশিয়ে খেলে মুক্তি পাবেন অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাসরোগ ও গলার প্রদাহের মতো সমস্যা থেকে।

হজম ভালো করে : হজমের সমস্যায় ভোগেন না এমন মানুষ কমই আছে। খাবারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে এমনটা হয়ে থাকে। তবে আপনি যদি নিয়মিত করলা খান তাহলে হজমক্ষমতা উন্নত হবে। কারণ হজমের কাজে দারুণভাবে সাহায্য করে এই সবজি। যদি একটু কষ্ট করে করলার জুস খেতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই। হজমসহ আরও অনেক সমস্যা দ্রুত উধাও হবে। এতগুলো উপকার পাওয়ার জন্য একটু তেতো স্বাদ তো নেওয়াই যায়, তাই না?

সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে : রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। নয়তো ডায়াবেটিসসহ আরও অনেক সমস্যা ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করবে। আপনি যদি অতিরিক্ত সুগারের সমস্যায় ভোগেন তাহলে অনেক খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধ থাকবে। তবে যদি নিয়মিত করলার রস খেতে পারেন, তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে : অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগলে নিয়মিত খেতে পারেন করলা। কারণ ওজন কমানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী এই সবজি। করলায় ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। সেইসঙ্গে চর্বি ঝরাতেও সাহায্য করে এই সবজি। তাই নিয়মিত করলা খেলে বাড়তি ওজন নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

ভালো রাখে লিভার : সুস্থ থাকার জন্য লিভার ভালো রাখা জরুরি। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে করলা। কারণ লিভারের ভেতরে জমে থাকা টক্সিন ছেঁকে বের করতে সাহায্য করে এই সবজির রস। করলায় থাকা পুষ্টিগুণ লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ফলে দূরে থাকে লিভারের নানা অসুখও।

এলাচের এত গুণ!

এলাচ সুগন্ধিযুক্ত একটি মসলা। এ জন্য এলাচকে মসলার রানি বলা হয়। খাবারে অতিরিক্ত স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই এলাচ। ভারতীয় বা এশিয়ার রান্নায় যে গরম মসলা ব্যবহার করা হয় তার একটা প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো এলাচ।

যেকোনো রান্না, এমনকি পায়েস বা মিষ্টিতেও এলাচ দিলে তার স্বাদই বদলে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন এলাচ কেবল রান্নায় স্বাদ ও গন্ধই যোগ করে না এলাচের আরও অনেক আশ্চর্য গুণই আছে যা আমাদের অজানা। আসুন জেনে নেই এলাচের গুণাবলী সম্পর্কে-

১. হজমে সাহায্য করে।
২. এলাচে রয়েছে মেন্থন। যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনালের বিভিন্ন সমস্যার উপশমে সাহায্য করে।
৩. নিকোটিনে আসক্তি কাটাতে সাহায্য করে।
৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করে। এছাড়া মুখের স্বাস্থ্য ভাল রাখে।
৫. বিভিন্ন রোগের মোকাবিলায় সাহায্য করে।
৬. এলাচে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান।
৭. ক্যান্সার সেল মোকাবিলায় সাহায্য করে।
৮. হাই ব্লাড সুগারের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এলাচ।
৯. ফ্যাটি লিভারের সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করে।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ ভাজা আর সাদা ভাত, মুখে তুলতেই যেন অকৃতিম স্বাদ। আধুনিক যুগে সাবাই কিছুটা ঝুকছে ফিউশনের দিকে। তাতে যদি স্বাদে নতুন মাত্রাদ যোগ হয়, ক্ষতি কী? এবার তাই আপনার খাবারের স্বাদে নতুনত্ব এনে দিবে ফারজানা আব্দুল্লাহ্ হাতে তৈরি মজার স্বাদের ইলিশ পোলাও। তাই স্বাদ বদলাতে খেতে পারেন ইলিশ পোলাও

যা যা লাগবে : ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, পোলাওয়ের চাল ২ কাপ, আস্ত সর্ষে- ২ চা চামচ, দই- ৪ চা চামচ, হলুদ- ১/২ ইঞ্চি, লবণ স্বাদমতো, ঘি ৫-৬ টেবিল চামচ, তেল প্রয়োজনমতো, দারচিনি ১ কাঠি, বড় এলাচ- ১টি, ছোটো এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৪টি, গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি, তেজপাতা ২টি, কাঁচা মরিচ ৪টি, আদা- ১/২ ইঞ্চি, নারকেলের দুধ ১ কাপ, পেয়াজ কুচি ১ কাপ, পানি ৫ কাপ এবং চিনি ১ টেবিল চামচ (না দিলেও চলবে)।

যেভাবে তৈরি করবেন : ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন। পোলাওয়ের চাল ভালো করে ধুয়ে নিন। ছাঁকনিতে ছেঁকে ফ্যানের নীচে বা রোদে রেখে শুকিয়ে নিন। সর্ষে মিহি করে বেটে নিন। একটি পাত্রে লবণ, সর্ষে বাটা, দই এবং হলুদ ভালো করে মেশান। মিশ্রণটি দিয়ে ইলিশ মাছের টুকরো ম্যারিনেট করে নিন।

এবার কড়াইয়ে সামান্য তেল এবং ঘি গরম করে ইলিশ মাছ কিছুটা ভেজে নিন। খেয়াল রাখবেন মাছগুলো যেন বেশি কড়া না হয়ে যায়। এতে ইলিশের স্বাদ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারপর পেয়াজগুলো হালকা আচে বাদামী করে ভেজে নিন। এবার বড় একটি পাত্রে ৫ কাপ পানি নিন। তাতে তেজপাতা, আদা, দারচিনি, বড় এবং ছোটো এলাচ, লবঙ্গ এবং আস্ত গোলমরিচ দিয়ে ফোটাতে থাকুন। তিন কাপের মতো হয়ে আসলে পানি ছেকে রাখুন। এবার যে তেল ও ঘিয়ের মিশ্রণে ইলিশ ভেজেছেন তাতে চাল দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। ইলিশ ভাজার পর পড়ে থাকা মশলায় চাল যেন ভালো করে মেখে যায়। স্বাদমতো লবণ দিন। চাইলে সামান্য চিনিও দিতে পারেন।

ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে তাতে মশলা ছাঁকা পানি দিন।

চিংড়ি মাছের কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: সব বয়সী মানুষের চিংড়ি মাছ খুব প্রিয়। এটা দিয়ে তৈরি জিভে জল আনা একটি হল খাবার চিংড়ির কাবাব। আজ চলুন সুস্বাদু চিংড়ি মাছের কাবাব তৈরির রেসিপি শিখে নিই। মচমচে এই খাবারটি বিকেলের নাস্তায় অথবা আড্ডা দেবার সময় জমিয়ে খেতে পারেন।

উপকরণ: চিংড়ি মাছের কিমা ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, ধনে পাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার পরিমাণ মতো, আলু সিদ্ধ পরিমাণ মতো, ব্রেডক্রাম পরিমাণ মতো, টমেটো সস পরিমাণ মতো, ডিম ২টি এবং, লবণ স্বাদমতো

চিংড়ি কাবাব রান্না করার প্রণালি: ডিম, তেল ও ব্রেডক্রাম বাদ রেখে অন্যান্য সকল উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আপনার পছন্দ মতো সাইজে বানিয়ে নিয়ে ডিমে ডুবিয়ে নিন।

ডিম মাখানোর পর ব্রেডক্রাম মাখিয়ে কড়াইয়ে ডুবো তেলে ভাজা শুরু করুন। পাশাপাশি একটি প্লেটে কিচেন টিস্যু বিছিয়ে রাখুন কাবাবের তেল শুষে নেবার জন্য।

চিংড়ি মাছের কাবাব গুলো বাদামী রং ধারণ করলে কড়াই থেকে তুলে কিচেন টিস্যুর উপরে রেখে দিন। কাবাবের বাড়তি তেলটুকু এই কিচেন টিস্যু শুষে নেবার পর অন্য একটা চালনিতে তুলে রাখুন। এখন পছন্দের সসের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার চিংড়ির কাবাব।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ডাল চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: সকালের নাস্তা হিসেবে কম বেশি সবার বাড়িতেই থাকে রুটি বা পরোটা। আর সঙ্গে ডিম ভাজি বা পোচ। অথবা সবজি। একঘেয়েমি খাবার থেকে বেরিয়ে এসেছে রান্না করতে পারেন বাটি ডাল চিকেন। সকাল, দুপুর বা রাতের খাবারেও হতে পারে মোক্ষম আইটেম।

যা যা লাগবে: বুটের ডাল ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচোনো এক বাটি, রসুন ও আদা বাটা ১ কাপ, তেজপাতা ২ টা, গোটা গরম মসলা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ ২/৪ পিস, কাচা মরিচ বাটা আধা চা চামচ তবে ঝাল হবে পরিমাণমতো। আলু বড় ১ টা কিউব করে কাটা, টক দই ১ চামচ, চিকেন হাড়সহ মাংস বা হাড় ছাড়া। লবণ, মরিচ গুড়ো, হলুদ গুড়ো, চিকেন মসলা ও চটপটি মসলা পরিমাণ মতো দিতে হবে। বেরেস্তার জন্য পেঁয়াজ বড় সাইজ ২ টা, ঘি ও তেল পরিমাণ অনুসারে দিন।

যেভাবে তৈরি করতে হবে: প্রথমে ডাল পরিস্কার করে ধুয়ে নিন। এরপর ২ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। সম্ভব হলে আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখুন। একটা বাটিতে চিকেন ভালোবাবে ধুয়ে আদা বাটা, রসুন বাটা, টক দই দিয়ে আধা ঘন্টা মেরিনেট করে রাখুন। ডালগুলোকে পানি ঝড়িয়ে রাখুন। চুলায় মাঝারি সাইজের প্যানে এক চামচ তেল গরম করে নিন। পেয়াজ বেরেস্তার জন্য ভেজে তুলে রাখুন।

প্যানটিতে এবার আদা বাটা, রসুন বাটা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়ুন। এরপর ডাল দিয়ে দিন। এর সঙ্গে লবণ, হলুদ, মরিচগুঁড়ো দিন। চটপটি মসলা পরে দিবেন। হালকা নেড়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর আলু দিন। এবার চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। ঢাকনা দিয়ে কিছুটা সময় রাখুন। কাচা মরিচ বাটা দিতে হবে। তারপর ঢেকে দিন। তিন মিনিট পর সব নেড়েচেড়ে দেখুন ঠিকমতো রান্না হচ্ছে কিনা। এবার চটপটি মসলা দিন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন তেল উপরে উঠে এসেছে। এবার ঘি দিয়ে দিন। দেখবেন খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণে ভরপুর হয়ে উঠবে। স্মোকি ফ্লেভার আনতে কয়লায় ঘি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিন।

ডিম আমড়ার কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: বাজারে এখন মিলছে দেশীয় ফল আমড়া। এই ফলটি দিয়েই বানাতে পারেন মজার খাবার। তেমনই একটি ডিম আমড়ার কোরমা।

যা যা লাগবে: আমড়া পাচটা, ডিম পাচটা নারিকেলের দুধ এককাপ আদা রসুন বাটা, পিয়াজ বাটা ও গরম মসলা।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে কয়েকটি আমড়া ছুলে নিন। তারপর লম্বা দাগ কেটে নিতে হবে। অন্যদিকে ডিম সিদ্ধ করে তেলে ভেজে নিতে হবে। এরপরে আলাদা হাড়িতে বাটা মসলা দিন। তার মধ্যে গরম মসলা দিয়ে কষাতে হবে। নারকেলের দুধ অল্প অল্প করে কষিয়ে নিন। এবার আমড়া দিয়ে বাকিটুকু দুধ ঢেলে দিন। এবার চুলার আচ কমিয়ে দিতে হবে। আমড়া সিদ্ধ হয়ে এলে এতে ডিম দিতে হবে। এরপর পানি কমে এলে একটু চিনি আর আস্ত কাচাঝাল দিয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

৪৫ বছরের পথ পরিক্রমায় বিএনপির অর্জন কী?

১৬ পৃষ্ঠার পর

অনুভব করেনি।

বিএনপি মূলত একটি উদার, বহুপক্ষীয় সামাজিক গণতন্ত্রী মধ্য বামধারার রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু এখন বিএনপিকে সামাজিক গণতন্ত্রী বা মধ্য বাম ধারার দল বলে উল্লেখ করলে আওয়ামী লীগ ও ইসলামপন্থীদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের মতো একরৈখিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দল হয়েও আওয়ামী লীগ নিজেদের উদার ও মধ্য বামধারার বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের মতো জাতিবাদী চিন্তার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে উদারপন্থী রাজনৈতিক দল হওয়া তাত্ত্বিক ও বাস্তবিকভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, এই চিন্তা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে বাঙালি ও অবাঙালির বিভাজন তৈরি করে। বিপরীতে ইসলামপন্থীরাও বিএনপিকে ইসলামি ঘরানার দল হিসেবে মনে করে। বিএনপি সংবিধানে ধর্মীয় উপাদান যুক্ত করেছিল বটে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, বিএনপির হাত ধরেই দেশে নারী ফুটবলের যাত্রা শুরু হয়।

আওয়ামী লীগ বিএনপিকে উদার ও মধ্য বামধারার হিসেবে মানতে চায় না রাজনৈতিক চতুরতার জায়গা থেকে। কারণ, দেশের রাজনীতিতে ধর্মকেও ব্যবহার করে আবার বহির্বিশ্বে নিজেদের উদার মধ্য বাম বলে পরিচয় দিয়ে সুবিধাও নিতে চায়। বিপরীতে ইসলামপন্থীরা বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাপ্রসূত জায়গা থেকে বিএনপিকে মধ্য বাম হিসেবে খারিজ করে দেয়।

ভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বলে রাখা ভালো, মধ্য বামেরা প্রথাগত ধারার বামপন্থী বিপ্লবী দল নয়। এরা পুরোপুরি মার্ক্সবাদী, লেনিনবাদী বা মাওবাদী দলও নয়। তবে সম্পদের বণ্টনের প্রশ্নে মার্ক্সবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। ১৮৪৮ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে দ্বিতীয় রিপাবলিক গঠনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ উদার সামাজিক গণতন্ত্রীপন্থী বা মধ্য বামধারার রাজনীতির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ওই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সশস্ত্র বিপ্লবের পথে না গিয়ে মধ্য বামেরা মনে করত, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইনসাফের ভিত্তিতে বিপ্লবী রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব। এই বিপ্লব হবে সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনয়ন করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব। এরা ধর্মকে পুরোপুরি বাতিল না করে ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাকে গুরুত্ব দেয়।

মধ্য বামেরা পুঁজিকে শত্রুজ্ঞান না করে বরং পুঁজির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিকাশের বাজারের ক্ষমতাকে সীমিত করে রাখে। এরা সুষ্ঠু ও সাম্যের ভিত্তিতে নৈতিকতার মাধ্যমে অর্থনীতিকে পরিচালনা করে। মধ্য বাম রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে, সম্পদের সুষম বণ্টন, গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সুশাসন ও নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মধ্য বাম বা সামাজিক গণতন্ত্রী ধারার রাজনীতি হচ্ছে বাম ও ডান উভয় পন্থা থেকে সরে আসা মধ্যপন্থার একটি আদর্শ। যারা জাতিবাদী শ্রেষ্ঠত্বকে গ্রহণ না করে একধরনের সর্বজনবাদী রাজনীতির সূচনা করে।

বিএনপির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল পশ্চিম ইউরোপের মধ্য বামধারার উদার সমাজতন্ত্রী রাজনীতি। পূর্বের বাকশালের একদলীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বিএনপি বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে বাদ দিয়ে বেসরকারি খাতের বিকাশকে উৎসাহিত করেছিল। তবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। চুরি, দুর্নীতিতে, পাচারকে রোধ করে নৈতিক অর্থনীতি কায়েম করার চেষ্টা করেছিল। শাসনব্যবস্থাকে গ্রাম সরকারের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছিল। বিএনপির তিনবারের শাসনামলে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, বিনা মূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা, অবৈতনিক নারী শিক্ষাসহ নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে। নারীর ক্ষমতায়নে বিএনপির উদ্যোগ প্রশংসনীয় ছিল নিঃসন্দেহে।

বিএনপির সময় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে গুণগত মান হয়তোবা খুব উচ্চমানের ছিল না। দুর্নীতিও হয়েছে বিস্তর। প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমনের অভিযোগ বিএনপির বিরুদ্ধেও বিরোধীরা করে থাকেন। কিন্তু একটি উদার বহুপক্ষীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনাকারী হিসেবে কৃতিত্ব বিএনপি দাবি করতেই পারে। বিএনপি দুর্দান্ত কিছু পরিকল্পনা নিয়ে রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছিল। এসব কারণে বিএনপিও দ্রুতই জনমানসে স্থান করে নেয়।

বিএনপির রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের সাম্য, সুষম বণ্টনের স্বপ্ন ও চেতনা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে এটা ঠিক ৪৫ বছরের পরিক্রমায় বিএনপি সেই আদর্শ ও চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অনেক সময় সমঝোতাও করেছে ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে। নিজস্ব অবস্থান অনেক সময়ই ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু পরিশেষে বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাদের দল। যাঁরা ১৯৭১ সালে সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন সঁপে দিয়েছিলেন, তাঁরাই পরবর্তী সময়ে এক জোট হয়ে গঠন করেন বিএনপি। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম রাজনৈতিক ফসলও এই বিএনপি। ড. মারুফ মল্লিক লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আন্তর্জাতিক জোট: বাংলাদেশের চাওয়া-পাওয়া ও চ্যালেঞ্জ

১৪ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোকে অন্তত তুলে ধরার সুযোগ পায় বাংলাদেশ।

মো. তৌহিদ হোসেন ব্যাখ্যা করে বলেন, ''আমি মনে করি না এই সংস্থাগুলো আমাদের বিরাট কোনো সহযোগিতা করতে পেরেছে। তারপরও এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সদস্য থাকা আমি সমর্থন করি। কারণ, কমপক্ষে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলোকে দৃশ্যমান করতে বা রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের উপস্থিতি কাজে লাগে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজিম উদ্দিন খানের মতে, ''জোটবদ্ধ হওয়া কোনো সমস্যা না, বরং তাতে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হয়।

ভবিষ্যতের জোট, বৃহৎশক্তির ভূরাজনীতি

এই আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মনে করেন, বিশ্ব রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির বাস্তবতায় বাংলাদেশ আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। '' বিশেষ করে বাংলাদেশ যে মডেলকে সামনে নিয়ে এসেছে, তাতে বাংলাদেশকে নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অনেকের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশিদের এখানে বিনিয়োগের জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেই অর্থে বাংলাদেশ তাদের আগ্রহের কেন্দ্রে আছে।

এমন আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা অনেক সময় বড় ধরনের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখেও ঠেলে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। ২০২০ সালে ট্রাম্প প্রশাসনের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট স্টিফেন বেইগান দিল্লি হয়ে ঢাকা এসে জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিকে অন্যতম মূল অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের সঙ্গে 'চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ্ব-কোয়াডকে সম্পৃক্ত হিসেবে দেখা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত এই উদ্যোগকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে চীন। এমন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে এ নিয়ে প্রকাশ্যে সতর্কও করেছিলেন দেশটির রাষ্ট্রদূত।

মো. তৌহিদ হোসেনের মতে, সামনে নতুন নতুন এমন অনেক উদ্যোগ চলতে থাকবে। সেই সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জও আসবে বাংলাদেশের সামনে। তিনি বলেন, ''প্রত্যেকটি জোটের পেছনে উদ্যোক্তাদের স্বার্থ থাকে। আমাদেরকে দেখতে হবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা জোটের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা কোনো পক্ষ নিয়ে নিচ্ছি কিনা বা কারো প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করে এমন কোনো গ্রুপের সদস্য হয়ে যাচ্ছি কিনা। তিনি মনে করেন, পারিপার্শ্বিক কারণে বাংলাদেশের পক্ষে খুব বড় শক্তিতে পরিণত হওয়া কঠিন। তাই দেশের স্বার্থে কাজে লাগবে এমন যে কোনো জোটেই বাংলাদেশের যোগ দেয়া উচিত।

সম্প্রতি ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়া নিয়েও ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরিহয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে সেই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। আগস্টের শেষে সাউথ আফ্রিকায় পাঁচ দেশের এই জোটটির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমন্ত্রিত হন। সেখানে ছয়টি দেশকে নতুন সদস্য করার ঘোষণা দেয়া হলেও বাংলাদেশের জায়গা হয়নি। ড. তানজিম উদ্দিন খান মনে করেন সদস্যপদ নিয়ে বাংলাদেশে 'রাজনৈতিক হাইপ্ব তৈরি করা হয়েছে। তবে সেটি না পাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য বরং ভালো হয়েছে। তিনি বলেন, ''এখানে সদস্য হলে খুবই স্পষ্ট হতো আপনি একটা বলয়ে অবস্থান করছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর আমরা দেখছি, রাশিয়া, চীন, ভারত একটা বলয়ে আছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমারা আরেকটা বলয়ে আছে। ফয়সাল শোভন সাংবাদিক, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard Discover — Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

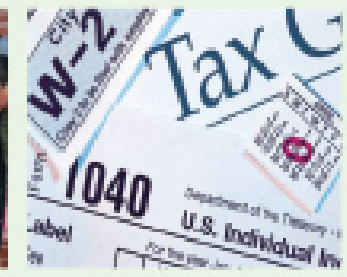

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- ☑ TAX FILING
- ☑ NOTARY PUBLIC
- ☑ IMMIGRATION
- ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে ডলারের দামে বিস্তর ফারাকে হুন্ডি বাড়ছে

১০ পৃষ্ঠার পর

কারণে ব্যাংকগুলো নির্ধারিত মূল্যের বাইরে গিয়েও অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রায় শুনি ব্যবসায়ীরা পণ্য আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিং (মূল্য বেশি দেখানো) করেন। এই ওভার ইনভয়েসিংয়ের কারণেও হুন্ডির চাহিদা বাড়ে। কারণ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে মূল্যটা বেশি দেখানো হয়, সেটা হুন্ডির মাধ্যমেই পাঠানো হয়।

ব্যাংকগুলো যে দরে নগদ ডলার বিক্রি করবে, সেটির সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ টাকা যোগ করে ডলার বিক্রি করতে পারবে মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো। গতকাল সোনালী ব্যাংক নগদ ডলার বিক্রি করেছে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকা ৫০ পয়সায়। এর সঙ্গে আড়াই টাকা যোগ করে ক্রেতাদের থেকে মানিচেঞ্জাররা সর্বোচ্চ নিতে পারবে ১১১ টাকা ৫০ পয়সা। আর মানিচেঞ্জাররারা এই রেটেই ডলার বিক্রি করছে বলে নিজস্ব সাইনবোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তথ্য পাঠিয়েছে। কিন্তু গতকাল কয়েকটি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এই রেটে তারা ডলার বিক্রি করছেন না। গতকাল বেশিরভাগ মানিচেঞ্জারে প্রতি ডলার বিক্রি হয় সর্বোচ্চ ১১৭ টাকা ৫০ পয়সা। ফলে ব্যাংকের সঙ্গে খোলাবাজারে ডলারের দামের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ টাকায়।

মানিচেঞ্জার ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত জুলাই ও চলতি আগস্টে ডলার কেনার ব্যাপক চাহিদা। এ সময়ে অনেকে বিদেশ ভ্রমণে যান। আবার শিক্ষার উদ্দেশে অনেকে বিদেশে গেছেন। ফলে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সরবরাহ সেভাবে বাড়েনি।

মতিঝিলে অবস্থিত পাইওনিয়ার মানিচেঞ্জারের চেয়ারম্যান মো. রোকন উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, 'খোলাবাজারে ডলারের সরবরাহ নেই বললেই চলে। ফলে আমরা কেনাবেচা বন্ধ রেখেছি।' সংকটের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, খোলাবাজারে ডলার পাওয়ার মূল উৎস বিদেশ ফেরত ব্যক্তি। কিন্তু এখান থেকে সেভাবে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। ফলে দামও চড়ছে।'

একই এলাকায় অবস্থিত ইয়র্ক মানি এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন, 'আজকে (মঙ্গলবার) ডলারের ব্যাপক সংকট। এ কারণে দাম বেড়েছে। তাই আমরা কোনো ডলার কিনছি না, বিক্রিও করছি না।'

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুল পথে বাংলাদেশ, মনে করে ৭০ শতাংশ মানুষ-এশিয়া ফাউন্ডেশনের জরিপ

১০ পৃষ্ঠার পর

ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি: অ্যাকোর্ডিং টু ইটস সিটিজেনস' (বাংলাদেশের রাজনৈতিক, শাসন, উন্নয়ন ও সামাজিক **পরিস্থিতি:** নাগরিকদের মত) ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালেও করা হয়।

জরিপে একটি প্রশ্ন ছিল এমন, আপনি কি মনে করেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সঠিক পথে যাচ্ছে। জবাবে ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, বাংলাদেশ ভুল পথে যাচ্ছে। ২৫ শতাংশের মত হলো, বাংলাদেশ সঠিক পথে যাচ্ছে। আর ৪ শতাংশ বলেছেন, তারা এ বিষয়ে জানেন না। ১ শতাংশ উত্তরদাতা উত্তর দেননি। এই প্রশ্নে ২০১৯ সালের জরিপে কী উত্তর এসেছিল, তা-ও তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে। দেখা যায়, ওই বছরের জরিপে ৭০ শতাংশের কিছু বেশি উত্তরদাতা বলেছিলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে। তখন ২৮ শতাংশ ভুল পথে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।

উল্লেখ্য, যাদের আয় কম, সেই সব উত্তরদাতার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশ ভুল পথে যাওয়ার মতামত বেশি এসেছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়েও জরিপে উত্তরদাতাদের মতামত নেয়া হয়। সাড়ে ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভুল পথে যাচ্ছে, হারটি ২০১৯ সালে ছিল প্রায় ৩১ শতাংশ। অন্যদিকে ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে। ২০১৯ সালে হারটি ছিল প্রায় ৬৪ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ ভুল পথে যাচ্ছে, এমন মতামত দিয়েছেন আগের চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ।

২০১৯ সালের জরিপ অনুযায়ী, সামাজিক দিক দিয়ে সঠিক পথে রয়েছে বলে মনে করেন ৭৭ শতাংশ মানুষ। ২০২২ সালে হারটি কমে নেমেছে সাড়ে ৫৭ শতাংশে। সামাজিক দিক দিয়ে দেশ ভুল পথে যাচ্ছে বলে মনে করেন প্রায় ৩৯ শতাংশ মানুষ, এটা ২০১৯ সালে ছিল প্রায় ২২ শতাংশ।

দেশের বড় সমস্যা : দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো কী কী-এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ সামনে এনেছেন নিত্যপণ্যের দামকে। এরপর রয়েছে অর্থনীতি অথবা ব্যবসার মন্দা, বেকারত্ব অথবা জীবিকার সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা অসহিষ্ণুতা, দুর্নীতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

নিত্যপণ্যের দামকে ৪৪ শতাংশ মানুষ সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা ২০১৯ সালে ছিল ৩৩ শতাংশ। অর্থনীতি অথবা ব্যবসার মন্দা সামনে এসেছে ১১ শতাংশের উত্তরে, যেটা ২০১৯ সালে ছিল ৫ শতাংশ। বেকারত্ব অথবা জীবিকার সমস্যা সামনে এনেছেন ১০ শতাংশ মানুষ, যেটা ২০১৯ সালে ছিল ১৮ শতাংশ। দুর্নীতিকে সামনে এনেছেন ৩ শতাংশ মানুষ, যা ২০১৯ সালে ছিল ১১ শতাংশ। ১৮ শতাংশ অন্যান্য সমস্যাকে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৪ শতাংশ উত্তরদাতা প্রশ্নটির উত্তর জানেন না বলে জানিয়েছেন।

দ্রব্যমূল্য : জরিপে প্রশ্ন ছিল, সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কি আপনার জীবনে আঘাত হেনেছে। উত্তরে ৮৪ শতাংশ বলেছেন, আঘাত ছিল মারাত্মক। ১৩ শতাংশের উত্তর ছিল, তারা কোনো না কোনোভাবে আঘাত পেয়েছেন।

দ্রব্যমূল্যের কারণে আঘাত না পাওয়া মানুষের হার খুবই কম। যেমন খুব একটা আঘাত পাননি বলে জানিয়েছেন মাত্র ১ শতাংশ উত্তরদাতা। আর ২ শতাংশ বলেছেন, তারা মোটেও আঘাত পাননি।

এক দলের কর্তৃত্ব : বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক দলের কর্তৃত্ব দেখা যায়-এই মতের সঙ্গে শক্তভাবে ও মোটামুটিভাবে একমত পোষণ করেছেন ৭২ শতাংশ উত্তরদাতা। হারটি ২০১৯ সালে ৮৬ শতাংশ ছিল।

রাজনীতিতে প্রভাবশালী দলটির ভূমিকা নেতিবাচক মনে করেন ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা, যা ২০১৯ সালে ছিল ৩৮ শতাংশ। দলটির ভূমিকা ইতিবাচক বলে মনে করেন ৩৬ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে ছিল ৫৯ শতাংশ।

সমসাময়িক বিষয় : জরিপে উঠে আসে, রোহিঙ্গাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি কমে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে ১৫ শতাংশ মানুষ রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত দিয়েছিলেন, যা ২০২২ সালে কমে ১৩ শতাংশে নেমেছে। ৪৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন, সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য যথেষ্ট করেছে ও করছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ (৭২ শতাংশ) বলেছেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। সেতু নির্মাণের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়েছেন জরিপে অংশ নেয়া প্রায় অর্ধেক মানুষ (৪৭ শতাংশ)। ২৮ শতাংশ মানুষ কৃতিত্ব দিয়েছেন সরকারকে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে কৃতিত্ব দিয়েছেন ১ শতাংশ করে উত্তরদাতা।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT | 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

সম্পদ কি বাংলাদেশকে বিপদে ফেলছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

বেকার হয়ে পড়বে লাখ লাখ মানুষ। আমরা তখন এই প্রবল প্রচারণার বিরুদ্ধে 'না' বলেছিলাম, জনগণ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং গ্যাস রপ্তানির ভয়াবহ আয়োজন পরাস্ত হয়েছিল। এটা হয়েছিল বলে দেশে এখনো গ্যাস আছে, বাতি জ্বলে, কারখানা চলে, ব্যবসা চলে, সিএনজির কারণে ঢাকা শহরে এখনো শ্বাস নেওয়া যায়। যদি তখন এই গ্যাস রপ্তানি হতো, তাহলে আজ অর্ধেক বিদ্যুৎও উৎপাদন করা সম্ভব হতো না। এই শহরের বায়ুদূষণ আরও বহুগুণ বাড়ত।

বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্য কেন দেশকে বিপন্ন করতে হবে? সব তথ্য গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে দেশের গ্যাসসম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগালে কয়লা বা পারমাণবিকের মতো বিপজ্জনক ব্যয়বহুল পথে বাংলাদেশকে হাঁটতে হয় না। জাতীয় সক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে নবায়নযোগ্য ও অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমন্বয়ে যে পথনকশা জাতীয় কমিটি থেকে ২০১৭ সালে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সারা দেশে সুলভ, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ জোগান দিতে সক্ষম।

বর্তমান উন্নয়নদর্শনের আগ্রাসী এবং একচ্ছত্র আধিপত্য রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে গেলে পাল্টা ছবি নিজেদের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার এবং তা ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এই বিকল্প মহাপরিকল্পনায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। যথারীতি সরকার কম খরচে, পরিবেশবান্ধব নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ না করে বেশি ব্যয়বহুল, প্রাণবিনাশী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী পথেই চলছে।

যেসব প্রকল্প প্রাণ-প্রকৃতি, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জননিরাপত্তা বিপন্ন করে, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে মুনাফার বদলে মানুষসহ প্রাণ-প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি উঠেছে বিশ্বজুড়ে। ফুলবাড়ী আন্দোলন এই দাবিতেই গণ-অভ্যুত্থান তৈরি করেছিল। আর বুকের রক্তে, সংগ্রামে ১৭ বছর ধরে প্রতিরোধ জাগ্রত রেখেছে। মনে রাখা দরকার যে বিদ্যমান উন্নয়নের দর্শন প্রত্যাখ্যান ও তার মৌলিক পরিবর্তনের চিন্তার স্বচ্ছ বিকাশ ছাড়া জনপন্থী রাজনীতিও বিকশিত হতে পারবে না। এর অনুপস্থিতিতে সম্পদই যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়, তার স্বাক্ষর বিশ্বজুড়ে, হুমকি আছে বাংলাদেশেও। আনু মুহাম্মদ শিক্ষক, লেখক এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল সর্বজনকথার সম্পাদক। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

বাংলাদেশ নিয়ে চীন-ভারতের হিসাব-নিকাশ কী দাঁড়াল

১৪ পৃষ্ঠার পর

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রিকসের পর বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ নতুন মাত্রা পেল কি? কারণ, বাংলাদেশের তিন ঘনিষ্ঠ ও ঘোষিত বন্ধুদেশ যে সরকারের পক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান নিতে পারে, ব্রিকস সম্মেলনে তা পরিষ্কার হয়েছে। জোহানেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সি চিন পিং নতুন করে বাংলাদেশে বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরোধিতায় তার দেশের সমর্থনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা আসছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভারভ। পশ্চিমের চাপে থাকা আওয়ামী লীগ সরকারে প্রতি রাশিয়ার রাজনৈতিক সমর্থন আরও শক্তভাবে জানান দেওয়াই সম্ভবত এই সফরের উদ্দেশ্য। এর পরপরই শেখ হাসিনা জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি যাবেন। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ব্রিকসপরবর্তী হিসাব-নিকাশটি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল, তা হয়তো এরপর বোঝা যাবে।

ব্রিকসের অভিজ্ঞতা বলছে, আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি চীন-রাশিয়ার সমর্থন আর ভারতের সমর্থন একই সূত্রে নাও মিলতে পারে। ভারত কি এখানেও চীন-রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র-পশ্চিমের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার কাজটি করবে? এ কে এম জাকারিয়া দৈনিক প্রথম আলোর উপসম্পাদক

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশ থেকে ভুয়া রপ্তানিতে ১২৫ মিলিয়ন ডলার হাওয়া

১০ পৃষ্ঠার পর

ভুয়া রপ্তানির কারণে আটকে আছে ১২৫ মিলিয়ন ডলার ও মামলার কারণে ২৫১ মিলিয়ন ডলার।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ড. মইনুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, একশ্রেণির অসাধু রপ্তানিকারকরা বিদেশ থেকে টাকা ফেরত আনছেন না। তারা পুঁজি পাচারের মাধ্যমে বিদেশে বেগমপাড়ায় অট্টালিকা গড়ে তুলছেন। এটা খুবই অশনিসংকেত। এভাবে চলতে থাকলে ডলার সংকট নিরসন সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে সিংহভাগই আদায় হয়। কিছু অর্থ ওভারডিউ বা মেয়াদোত্তীর্ণ থাকে। সেটাও আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যেমন গত বছর মোট ওভারডিউ থেকে ২৮১ মিলিয়ন ডলার আদায় হয়েছে। এখন আদায় না হওয়া রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৪০ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার। এটাও আদায় হবে। তবে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

একাধিক সংস্থার তথ্যের গরমিল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে মেজবাউল হক বলেন, যখন অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য দেশে বিক্রি হচ্ছে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তাদের হিসাবে তা রপ্তানি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এজন্য দেশে কোনো রপ্তানি আয় আসছে না। এই পণ্য যদি আবার বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহলেই কেবল রপ্তানি আয় দেশে আসার কথা। এখানেই ১০০ থেকে ২০০ কোটি ডলারের পার্থক্য তৈরি হচ্ছে।

সম্প্রতি আইএমএফ রপ্তানি বিল দেশে না আসার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিদেশে কত অর্থ আটকে রয়েছে, সেগুলো কেন দেশে আনা হচ্ছে না সে বিষয়েও জানতে চেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রমতে, বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ কমে যাচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত হারে রেমিট্যান্স আসছে না। রপ্তানি আয়েও তেমন গতি নেই। কিন্তু বিপরীতে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি হচ্ছে তার ব্যয় পরিশোধের পাশাপাশি আমদানির বকেয়া দায়ও পরিশোধ করতে হচ্ছে। সব মিলিয়েই বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহের চেয়ে বহিঃপ্রবাহ বেশি। যার প্রভাব পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, ২৩ আগস্ট বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত মজুত দুই হাজার ৩১৬ কোটি ডলারে নেমে গেছে। যেখানে জুলাই শেষে ছিল দুই হাজার ৩৩৫ কোটি ডলারে। সে হিসাবে ২৩ দিনে প্রকৃত মজুত কমেছে ১৯ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিনই কমছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত।

এদিকে রিজার্ভ কমে যাওয়ায় ডলার বাজারে যে চাপ তৈরি হয়েছে তা মোকাবিলা করতে দেশীয় মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে। এতে বেড়ে যায় পণ্যের আমদানি ব্যয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, গত বছরের ২৩ আগস্ট প্রতি ডলার পেতে যেখানে ব্যয় করতে হতো ৯৫ টাকা, এ বছর ২৩ আগস্ট তার জন্য ব্যয় করতে হয় ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। তবে এ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের। বাস্তবে এরও বেশি দরে ডলার লেনদেন হচ্ছে। ব্যাংকগুলো নিজেরাই ডলার কেনাবেচায় নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা মানছে না। ব্যাংকারদের সংগঠন যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ডলার লেনদেন হচ্ছে তার চেয়েও বেশি দরে। রেমিট্যান্স আহরণ করছে ১১২ টাকা দরে। অথচ নিজেদের সিদ্ধান্ত ছিল ১০৮ টাকা। আর বেশি দরে ডলার আহরণ করায় আমদানির ক্ষেত্রে বেশি দরে ডলার কিনতে হচ্ছে। এতে পণ্যের আমদানি ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। যার প্রভাব পড়েছে মূল্যস্ফীতিতে।

অন্যদিকে ডলার বাজারের অস্থিরতা কমাতে এবং জরুরি পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার ব্যাংকগুলোর কাছে বিক্রি করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার সংকট থাকায় জ্বালানি ও নিত্যপণ্য আমদানি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই ও আগস্টের ২৩ দিনে (১ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন) ১৯৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার বিক্রি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু টানেলের প্রায় শতভাগ কাজ সম্পন্ন

১০ পৃষ্ঠার পর

টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪০ কিলোমিটার। যার সঙ্গে ৫.৩৫ কিলোমিটারের এপ্রোচ রোডের পাশাপাশি ৭৪০ মিটারের একটি সেতু রয়েছে, যা মূল শহর, বন্দর এবং নদীর পশ্চিম দিককে এর পূর্ব দিকের সাথে সংযুক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম টানেল টিউবের বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যৌথভাবে টানেলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড।

টানেলটি প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়েকে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করবে এবং দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমিয়ে আনবে। এই টানেলে যানবাহন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে বলে প্রকল্প সূত্র জানিয়েছে।

১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চীনের এক্সিম ব্যাংক দুই শতাংশ হারে সুদে ৫,৯১৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে এবং বাকি অংশের অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার। সূত্র: বাসস

উদার ভিসা নীতির কারণে সৌদিতে ওমরাহ কেন্দ্রীক পর্যটন বেড়েছে

১২ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ইরাক, ইয়েমেন ও বাংলাদেশ থেকে।'

সৌদি সংবাদপত্র আশর্ক আল আওসাতকে তিনি বলেন, 'নিশ্চিতভাবে, ভিসা প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ওমরাহ সেবা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সামনের সময়কালে সারা বিশ্ব থেকে আগত ওমরাহযাত্রীদের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

ইসলামের দুটি পবিত্রতম স্থান মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীর ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণেরও উল্লেখ করেছেন এই কর্মকর্তা।

বার্ষিক ইসলামিক হজ যাত্রা শেষ হওয়ার পর নতুন ইসলামিক হিজরি বছরের শুরুতে ওমরাহ মৌসুম শুরু হয়েছিল। করোনা মহামারি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো এবারের হজে প্রায় ১৮ লাখ মুসলমান উপস্থিত হয়েছিলেন।

মুসলমানরা, যারা শারীরিক বা আর্থিকভাবে হজের সামর্থ্য রাখে না, তারা সৌদি আরবে গ্র্যান্ড মসজিদে ওমরাহ করতে যান। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সৌদি আরব বিদেশি মুসলমানদের ওমরাহ করতে দেশে আসার জন্য অনেক সুবিধা চালু করেছে।খবর গালফ নিউজের।

কমিয়ে দেওয়া হলো সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার দণ্ড

১২ পৃষ্ঠার পর

ধারণা করা হচ্ছে, থাকসিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে আপোষ করেছেন। এ কারণে তিনি আবারও দেশে ফিরতে পেরেছেন। ২০০৬ ও ২০১৪ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী থাকসিনের দলের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। সেনাবাহিনীর অভিযোগ ছিল, থাকসিনের দল দুর্নীতি এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছিল।

আবারও আলোচনায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস

৮ পৃষ্ঠার পর

নোবেল বিজয়ীসহ ১৮০ জন বিশ্বনেতা বিচার স্থগিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিদাতাদের মধ্যে বারাক ওবামা, শিরিন এবাদি, আল গোর, তাওয়াক্কুল কারমান, নাদিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোসসহ ১৪ জন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। ওরহান পামুক, জে এম কোয়েটজিসহ ৪ জন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। জোসেফ স্টিগলিৎজসহ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী আছেন ৭ জন। এ ছাড়া রসায়নে ২৮ জন নোবেল বিজয়ী, চিকিৎসাশাস্ত্রে ২৯ জন নোবেল বিজয়ী এবং পদার্থ বিজ্ঞানে ২২ জন নোবেল বিজয়ী রয়েছেন।

এ ছাড়া জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের স্যার রিচার্ড ব্রানসনসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি রয়েছেন চিঠিদাতাদের তালিকায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, সামরিক কমান্ডারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠিতে তাকে টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। তার বিরুদ্ধে দুদক ও শ্রম আইনে যেসব মামলা চলছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে তার দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেও খোলা চিঠিতে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ধারাবাহিক বিচারিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন দাবি করে তার বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে ইউনূসের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে গত মার্চ মাসে ৪০ জন বিশ্বনেতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি লিখেছিলেন। এবারের চিঠিও তার ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।

অবশ্য এর আগে ২৭ আগস্ট ইউনূসকে লেখা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সই করা একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়। চিঠির একটি ছবি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছেন ড. ইউনূস। তাতে দেখা যায়, চিঠিতে তারিখ ১৭ আগস্ট উল্লেখ রয়েছে। ওই চিঠিতে মামলার কথা স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও 'ড. ইউনূস স্বাধীনভাবে নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো চালিয়ে যাবেন' বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একই দিনে (২৭ আগস্ট) ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি সরকারের 'আচরণের' বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বাংলাদেশের ৩৪ বিশিষ্ট নাগরিক। তার বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক সব পদক্ষেপ ও একতরফা বিষোদ্গার হচ্ছে অভিযোগ করে তা বন্ধে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সর্বশেষ বুধবার (৩০ আগস্ট) নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূসের পাশে দাঁড়াতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে টুইট করেছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। টুইটবার্তায় তিনি ইউনূসকে করা হয়রানি রুখে দিতে বিশ্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো ১৬০ জনেরও বেশি বিশ্বনেতার বিবৃতিটিও সংযুক্ত করেন।

এদিকে ড. ইউনূসকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের খোলা চিঠি, টুইট ও বিবৃতির মধ্যে নতুন করে ১৮টি মামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় ২৮ আগস্ট ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে ২০০৬ সালের আগে গ্রামীণ টেলিকমে নিয়োগ পাওয়া ১৮ কর্মচারী বাদী হয়ে পৃথক এ মামলাগুলো করেন। আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে সমনের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে গত ৩০ মে ড. ইউনূসকে প্রধান আসামি করে আরও ১২ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে ২০১৭ সালে গ্রামীণ টেলিকমের ১৭৬ জন কর্মচারী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ১১০টি মামলা করেছিলেন। এর মধ্যে শ্রম আদালতে ১০৪টি ও হাইকোর্টে ছয়টি মামলা হয়েছিল। সব মিলিয়ে ৪৩৭ কোটি টাকা দাবি করে মামলা করেছিলেন ওই শ্রমিকরা। প্রায় পাঁচ বছর ধরে মামলা চলার পর ২০২২ সালের মে মাসে আদালতের বাইরে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ১১০টি মামলার সবক'টি প্রত্যাহার করা হয়।

এছাড়া ড. মুহাম্মদ ইউনূস দানকর মামলায় উচ্চ আদালতে পরাজিত হয়ে ১২ কোটি টাকার বেশি দান কর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে একটি তদন্ত করছে। সেই অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্যদের যোগসাজশে ৫ হাজার কোটি টাকা গ্রামীণ টেলিকম থেকে পাচার করেছেন।

ড. ইউনূসকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 'উদ্বেগের' বিষয়ে মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) গণমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, আত্মসম্মান না থাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি বিবৃতি ভিক্ষা করছেন। তিনি বিচার বন্ধের কথা না বলে বিবৃতিদাতা বিশ্বনেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশে এক্সপার্ট পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, যদি এতই দরদ থাকে তারা ল-ইয়ার পাঠাক। মামলার সব দলিল দস্তাবেজ খতিয়ে দেখুন। তারাই দেখে বিচার করে যাক এখানে কোনও অপরাধ আছে কিনা। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে মন্তব্য করে ড. ইউনূসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভদ্রলোকের এতই যদি আত্মবিশ্বাস থাকতো যে তিনি কোনও অপরাধ করেননি, তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবৃতি ভিক্ষা করে বেড়াতেন না।'

মামলায় সরকারের কোনও হাত নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মামলা তারা করেননি। তিনি বলেন, আদালত স্বাধীনভাবেই কাজ করবে। আদালত ন্যায় বিচার করবে। লেবারদের যেটা পাওনা, সেটা তো তাদের দিতে হবে।

পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধে ড. ইউনূসের হাত থাকার অভিযোগ আগাগোড়াই করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনেও তিনি বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করে বলেন। তিনি বলেন, শত লোকের বিবৃতি কুড়িয়ে আনা স্বনামধন্য ব্যক্তি একটি এমডির পদের জন্য পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি একটি এমডি পদের জন্য পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করাতে পারেন! ২০১১ সালে অবসর গ্রহণের সময়সীমা নিয়ে বিতর্কের পর গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অপসারণ করা হয়। পরে তিনি বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা করলেও হেরে যান।

এদিকে ওয়ান-ইলেভেনের সময় রাজনৈতিক দল গঠন করতে গিয়েও আলোচনায় এসেছিলেন ড. ইউনূস। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ড. ইউনূস দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৩১ জানুয়ারি দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন বলে জানান। পরে ১১ ফেব্রুয়ারি দেশের মানুষের উদ্দেশে খোলা চিঠি দিয়ে নিজের রাজনীতি সম্পর্কে পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি দলের সম্ভাব্য নাম 'নাগরিক শক্তি' বলে জানান। পরে বিভিন্ন গ্রামে, মহল্লায় এবং ওয়ার্ডে ২০ সদস্যের 'প্রাথমিক প্রস্তুতি টিম' গঠনের আহ্বান জানান তিনি। তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীদেরও এতে ব্যবহার করেন বলে ওই সময় অভিযোগ ওঠে। পরে অবশ্য জনগণের কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পেয়ে ২০০৭ সালের ৩ মে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশে একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন, যাদের সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো, তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন, তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে তিনি উল্লেখ করেন। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে গত বছর (২০২২) মে মাসে দুই বছর মেয়াদি একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি প্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে তিন জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তার এক নম্বরে ছিল অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম।

লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করছে ইসরাইল, বিশ্বে প্রথম

১২ পৃষ্ঠার পর

'রাফায়েল এডভ্যান্সড ডিফেন্স সিস্টেম'-এর চেয়ারম্যান ইয়ুভাল স্টেইনিতজ এই লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, বিশ্বে ইসরাইলই হতে যাচ্ছে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করা প্রথম দেশ। এক বছরের মধ্যেই এটি স্থাপনের কাজ শুরু হলেও গোটা ইসরাইলকে নিরাপদ করতে দুই বছর সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইসরাইলকে দক্ষিণ ও উত্তরসহ সব দিক থেকে রক্ষা করবে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী আইডিএফের বিদায়ী প্রধান আভিভ কোহাভি বলেন, এই লেজার-ডিফেন্স সিস্টেম ইসরাইলের জন্য অত্যন্ত দারুণ খবর। এটি ভূমি ও আকাশ উভয় আক্রমণ ঠেকাতেই ব্যবহৃত হবে। প্রাথমিকভাবে গাজার সঙ্গে থাকা সীমান্তে এটি মোতায়েন করা হবে। সেখানেই এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করা যাবে।

এ ছাড়া ফিল্ড টেস্টে এই ব্যবস্থা দারুণ কার্যকারিতা দেখিয়েছে।

এর আগে 'রাফায়েল এডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেম'-এর তৈরি আয়রন ডোম গাজা থেকে আসা ৯৫ শতাংশ মিসাইল ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তবে আয়রন ডোম সিস্টেম অনেক ব্যয়বহুল। হামাসের কয়েকটি সস্তা রকেট ধ্বংসেও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মিসাইল ছুড়তে হয় ইসরাইলকে। কিন্তু লেজারে তেমন কোনো ব্যয়ই নেই। এ ছাড়া লেজার দিয়ে টার্গেটকে আরও কম সময়েই ধ্বংস করা যায়।

বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

ধরবে। কারণ, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের স্বার্থের ওপর প্রভাব ফেলে বলে তিনি জানান। মাসুদ বিন মোমেন বলেন, 'আমরা আশা করি সেপ্টেম্বরের জি-২০ সম্মেলন বৈশ্বিক অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে আসবে এবং আমাদের সবার জন্য অগ্রাধিকার বিষয়গুলো অর্জনে ভূমিকা রাখবে।'

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, '১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ভারত আমাদের সবচেয়ে বড় কৌশলগত অংশীদার ছিল এবং সেটির ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এ কারণে ভারতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ককে অন্যরা 'প্রতিবেশী কূটনীতির' মডেল হিসেবে অভিহিত করে জানিয়ে তিনি বলেন, 'গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জি-২০ সম্মেলনে ভারত একটি বিরাট পরিবর্তন এনেছে। একই ধরনের মনোভাব সম্প্রতি জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলনে ছিল, যেখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আফ্রিকা।' জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগে এ ধরনের দুটি শীর্ষ সম্মেলন হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছেবিশ্ব আবারও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বের সমস্যাগুলো সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

প্রথম যাত্রী হিসেবে টোল দিয়ে বাংলাদেশের ১ম এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৫ কিলোমিটার। রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য এক্সপ্রেসওয়েটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

বিদেশি বিনিয়োগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় পরিবহন খাতে এটাই প্রথম প্রকল্প।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে কুড়িল এলাকায় একটি কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পের ৩টি প্রাইভেট অংশীদারের মধ্যে একটি চীনা ফার্ম্মচায়না শানডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কর্পোরেশন্স এই কন্ট্রোল সেন্টারটি পরিচালনা করবে।

কুড়িল, বনানী, মহাখালী এবং তেজগাঁও হয়ে বিমানবন্দর-ফার্মগেট অংশটি শহরের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর থেকে আসা-যাওয়ার বিকল্প রুট হিসেবে কাজ করবে।

পুরো উড়ালসড়কে ৩১টি স্থান দিয়ে যানবাহন ওঠানামা (র‍্যাম্প) করার ব্যবস্থা থাকছে। কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশে ওঠা নামার জন্য মোট ১৫ টি র‍্যাম্প থাকবে। এর মধ্যে ১৩টি র‍্যাম্প ২রা সেপ্টেম্বর রোববার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ ৩ চাকার যান ও বাইসাইকেল চলাচল করতে পারবে না। অন্যান্য যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শহরের যানজট কমাতে যে দুটি এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, উড়ালসেতুর সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে দুটি এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দুটি এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে দেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকা হয়ে যাতায়াতের সময় রাজধানীর যানজট এড়ানো সম্ভব হবে। ট্রাক এবং লরি, যা এখন দিনের বেলা শহরে প্রবেশ করতে পারে না, সেগুলোও এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করতে পারবে।

স্ত্রী, কন্যাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সুর চৌধুরীর ব্যাংকের তথ্য চেয়েছে দুদক

৯ পৃষ্ঠার পর

কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) উল্লেখ করা হয়েছে। তার স্ত্রী ও মেয়েরও একই ঠিকানা দেয়া আছে।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ডেপুটি গভর্নরের পদ থেকে অবসরে যাওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন এস কে সুর চৌধুরী। বর্তমানে অবসরে রয়েছেন তিনি। ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে আলোচিত এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় সুর চৌধুরী সহযোগিতা করেছেন ও সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এ ছাড়া তিনি অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন, পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে সরকারের রাজস্ব ফাঁকিরও অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে আলাদা অনুসন্ধান ও তদন্ত করছেন দুদকের উপপরিচালক নাজমুল হুসাইনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি অনুসন্ধান দল।

এর আগেও বিভিন্ন সময় অনিয়মের অনুসন্ধান এবং তদন্তের জন্য সুর চৌধুরী ও তার স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছিল দুদক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। কর ফাঁকির দায়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করারও নির্দেশনা দেয় এনবিআর।

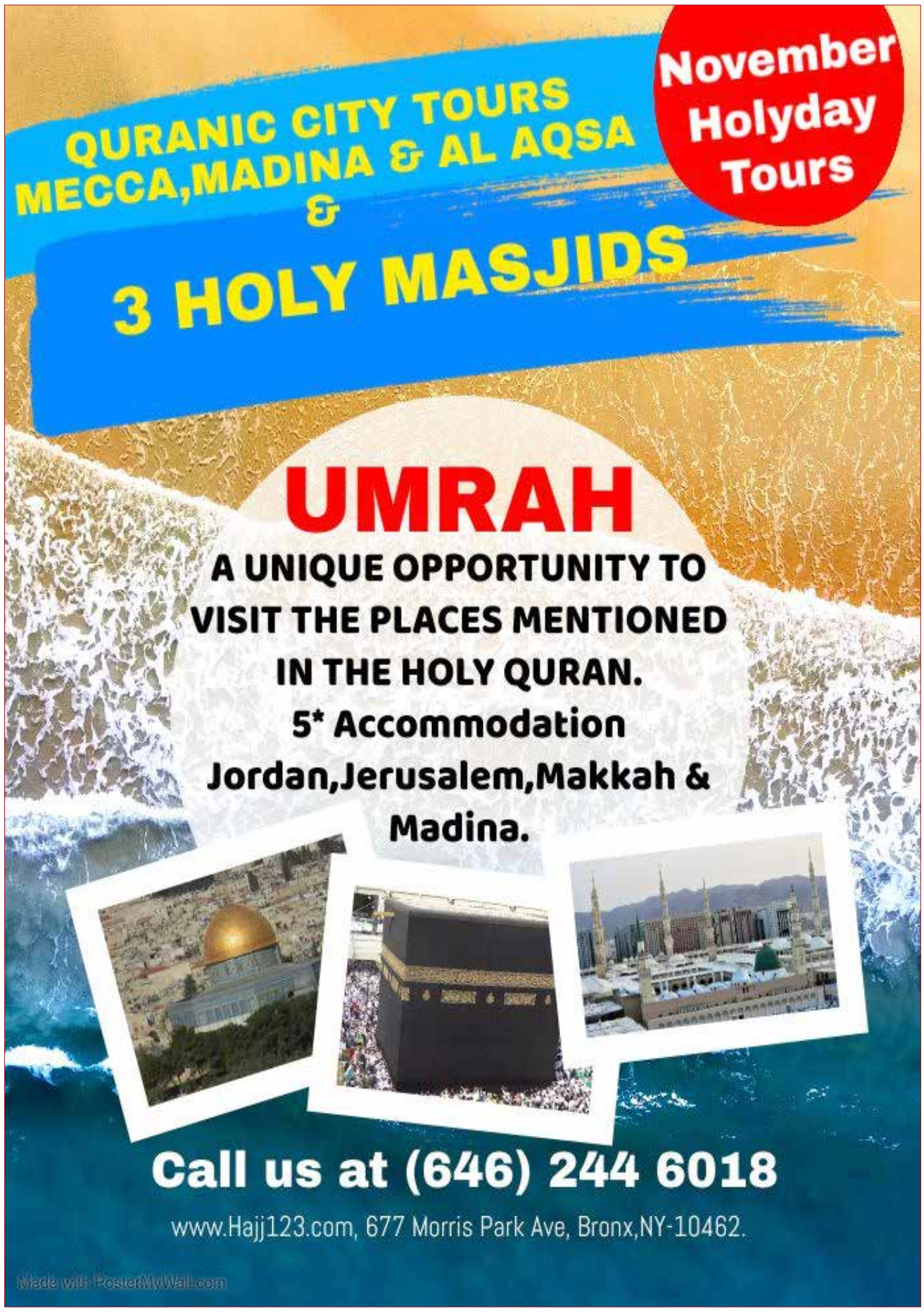

ইউনূস একজনই!

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতি তার কর্তব্যের প্রতিফলন বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। মার্চ ২৫, ১৯৭১ ঢাকায় ঘটে যাওয়া বর্বরতার খবর পেয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বাংলাদেশি হিসেবে এবং পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে বেছে নিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসনের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায় করতে তিনি আমেরিকায় বসে গঠন করলেন 'বাংলাদেশ সিটিজেনস কমিটি'। কমিটির সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশের জন্য চাঁদা সংগ্রহ শুরু করলেন। স্থানীয় টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপ্লোম্যাট-সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সাক্ষাৎকার দিলেন। নিজ পরিসরে একটা ক্যাম্পেইন গড়ে তুললেন।

ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে বাঙ্গালিদের অবস্থান কর্মসূচীতে যুক্ত হলেন অবিচ্ছেদ্য কর্মী হিসেবে। নিজের হাতে তৈরি করলেন ব্যানার-ফেস্টুন। আমেরিকায় অবস্থিত দূতাবাসগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে থাকলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন- দেশে ফেরত যাবেন, কারণ দেশের প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিতে আগরতলা শিবিরে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও সেখানকার বাংলাদেশি নেতাদের নির্দেশনা মোতাবেক সেখানে না গিয়ে আমেরিকা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকলেন।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় প্রফেসরশীপ ছেড়ে ফিরে আসলেন সদ্য যুদ্ধপীড়িত নিজের বাংলাদেশে। নেমে পড়লেন আরেকটি যুদ্ধে। সমাজের উঁচুশ্রেণি যেসব মানুষদের 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করতো না, সেসব মানুষের কাছে গেলেন। কাদামাটির উঠোনে বসে তাদের কথা শুনলেন, তাদের মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার দিতে চেষ্টা করলেন। সমগ্র প্রথাগত ব্যবস্থার বিপরীতে গড়ে তুললেন একটা অর্থনৈতিক সংগ্রাম। মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার সংগ্রাম।

একটা সময় ছিলো গ্রামের জরিমন, আসিয়া বেগমরা একবেলা খাবারের বিনিময়ে গৃহস্থের বাড়িতে সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটতো। ঝোঁপঝাড়ে বেড়ে উঠা লতা-পাতাই ছিলো তাদের পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যের একমাত্র যোগান। সেসব জরিমন, আসিয়াদের এখন আর মানুষের বাড়িতে কাজ করার জন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যে মমতাজ বেগমদের নিজেদের মুরগির ডিম বিক্রি করা টাকা গুনতে অন্য কারো সাহায্য লাগতো, তাদের সন্তানরা এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। দেশের বর্তমান সামগ্রিক ব্যবস্থায় উন্নয়নের যে চিত্র তা ইউনূসদের মতো হাতেগোনা প্লেয়ারদের অবদান। এসব করতে সাহস লাগে, লাগে প্রকৃত দেশপ্রেম।

তার এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো সংগ্রাম বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও গ্রহণ করলো। দেশে-বিদেশে তাকে অতিথি করার জন্য কাড়াকাড়ি লেগে থাকার বিষয় নিত্যনৈমিত্তিক। কারণ তার কাছে আছে বিশ্বের ঘুনেধরা ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়ার জ্ঞান। শুধু মুখের বুলি নয়, তার কাছে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তার কথা শোনার জন্য বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা পর্যন্ত বছরজুড়ে অপেক্ষা করেন। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত চিন্তাবিদরা তার কাছে উপদেশ চান কিভাবে তাদের দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবেন।

তাকে নিয়ে অগণিত বই লেখা হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বহু অনুকরণীয় উন্নত দেশের পাঠ্যবইয়ে পড়ানো হয় ইউনূসকে নিয়ে। বাচ্চারা নিজেদের জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের সময় বিভিন্ন মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি 'ইউনূস'কেও শিখে।

পূর্ব থেকে পশ্চিম কিংবা উত্তর থেকে দক্ষিণ-পৃথিবীর এমন কোনো বন্দর পাওয়া যাবে না যেখানে অন্তত একজন ইউনূসকে চিনে না। এমনও দেখা যায় কেউ কেউ বাংলাদেশ দেশটি সম্পর্কে জানেন না কিন্তু প্রফেসর ইউনূসকে ঠিকই চেনেন। এয়ারপোর্ট, রেস্তোরা, হাসপাতাল, বিজনেস সেন্টার সবখানেই অগণিত লোক পাওয়া যায় যারা অবাক বিস্ময়ে, আবেগঘন চোখে তার কথা শোনার জন্য, ছবি-অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তিনি বাংলাদেশেরই প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করে গেছেন এবং অদ্যাবধি করে যাচ্ছেন মাথা উঁচু করে।

ব্যক্তি ইউনূস নিজের জন্য কিছু গড়েন নি। তিনি বরং নিজের বাংলাদেশটাকেই গড়তে চেয়েছেন।

চীনা ভাষা শিখছে মক্কার হাজার হাজার স্কুলশিক্ষার্থী

১২ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী চীনা ভাষা শিখছে, তাদেরকে অবশ্যই মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষায় এ বিষয়ক লিখিত ও ভাইবা পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করবে, তাদেরকে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ১০ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবী কাজে অংশ নিতে হবে। তারপর তাদেরকে দেওয়া হবে এ সংক্রান্ত সনদ।

এছাড়া এই পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল করা ১৬ জন ছেলে ও ১৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থীকে চীনে ভ্রমণের সুযোগও দেওয়া হবে।

২০২০ সাল থেকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। সে সময় রিয়াদের ৮টি স্কুলে শুরু হয়েছিল এই কার্যক্রম। মূলত দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে নেওয়া হয়েছিল এই উদ্যোগ।

গত বছর ডিসেম্বরে এক রাষ্ট্রীয় সফরে রিয়াদে যান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেখানে প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ও বাদশাহ সালমান বিন আবদুলাজিজের সঙ্গে এক বৈঠকে জিনপিং বলেন, সৌদি ও মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোতে চীনা ভাষা শিক্ষা প্রসারের জন্য তার দেশ হাজার হাজার সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত।

তারপর চলতি বছর শুরুতে বেইজিং সফরে যান যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। সেখানে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে যুবরাজ বলেন, দেশের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চীনা ভাষা শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে সরকার। সৌদির অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগও গড়ে উঠেছে। গত মার্চে এই বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পাস করে বেরিয়েছেন।

ইউনূসের বিচার স্থগিতের দাবি দেশের বিচার বিভাগের ওপর হুমকি বললেন ১৭১ বিশিষ্টজন

৮ পৃষ্ঠার পর

৯৪(৪) অনুযায়ী বিচারকরা তাদের বিচারিক কাজে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় যুক্ত কারোরই বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার নেই। উল্লিখিত চিঠির বক্তব্য বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) স্বীকৃত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। এই চিঠিতে 'নিরপেক্ষ' বিচারকের মাধ্যমে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিচারের যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার সামিল বলে আমরা মনে করি।"

বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীরা বলেন, 'প্রেরিত খোলাচিঠিতে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গের নিজ নিজ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা প্রত্যাশা করি, বিবৃতিদাতারা তাদের নিজ নিজ দেশের মতো বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকেও নিজস্ব আইন অনুযায়ী চলার সুযোগ দেবেন এবং সম্মান করবেন।'

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন- নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী রফিকুন নবী, সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক অধ্যাপক বুলবন ওসমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, এশিয়াটিক সোসাইটির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, কবি নির্মলেন্দু গুণ, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. বজলুল হক খন্দকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আব্দুল বায়েস, সাবেক বিচারপতি মমতাজউদ্দীন আহমেদ, অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদ আলী জহির, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এ. কে এম মনোয়ার উদ্দিন আহমদ, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, সংসদ সদস্য সুবর্ণা মুস্তাফা, মানবাধিকারকর্মী অ্যারমা দত্ত, নারীনেত্রী রোকেয়া কবীর, সাংবাদিক আবেদ খান, কবি ও লেখক নূহ আলম লেনিন, সাংবাদিক হারুন হাবীব, প্রকৌশলী অধ্যাপক ড. শামীম বসুনিয়া, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন, অভিনেত্রী লাকী ইনাম, কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্রকার মানজারে হাসিন মুরাদ, নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, নাট্যজন ম. হামিদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি মফিদুল হক, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, মোজাম্মেল বাবু, শ্যামল দত্ত, অজয় দাশগুপ্ত, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মমতাজ উদ্দীন ফকির, মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রশীদ, মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী শিকদার, মেজর জেনারেল (অব.) নাসির উদ্দিন, লেখক শাহরিয়ার কবির, কবি তারিক সুজাত, কবি অসীম সাহা, নাট্যজন পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, কবি ও চিকিৎসক হারিছুল হক প্রমুখ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সব মামলা বাতিলের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার খোলা চিঠি

৯ পৃষ্ঠার পর

আইএফইএক্স; ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস (আইএফজে); ইন্টারন্যাশনাল ওমেন'স মিডিয়া ফাউন্ডেশন; পেন আমেরিকা; পেন বাংলাদেশ; পেন ইন্টারন্যাশনাল; রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস এবং রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দপ্তরের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমদের দপ্তরে ইমেইলে চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

ড. ইউনূসকে হয়রানির প্রতিবাদ বাংলাদেশের ৩৪ নাগরিকের

৮ পৃষ্ঠার পর

ভঙ্গের অভিযোগে শ্রম আদালতে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, উত্থাপিত অভিযোগগুলো দেওয়ানি চরিত্রের হলেও সরকারের পক্ষ থেকে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা বর্তমানে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

ড. ইউনূসকে হয়রানির অভিযোগের ব্যাপারে তারা বলেন, ব্যাংক হিসাব তলব, তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে ড. ইউনূসকে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হয়রানি করেছে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে তার বিরুদ্ধে নানাধরনের বিষোদগার অব্যাহত রয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আদালতে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের ঘটনাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ধারণা করার যুক্তি রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। আমরা এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

তারা বলেন, ড. ইউনূস অতিদরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে বিশ্বে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম ও কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছেন। আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মোড়কে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং বিশ্বের কাছে নেতিবাচক বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

ড. ইউনূসকে নিয়ে খোলা চিঠি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবমাননা - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

৮ পৃষ্ঠার পর

এছাড়া শ্রম আইনে একটি মামলা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন না করা এবং সেখানে মুনাফার ৫ শতাংশ টাকা জমা না দেওয়াসহ একাধিক অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছিল। অন্যদিকে কর ফাঁকির এক মামলায় হাইকোর্টে হেরে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন ড. ইউনূস। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে আপিল বিভাগ কোনো দুর্বলতা ও বেআইনি কিছু খুঁজে পায়নি। ফলে তারা আবেদনটি খারিজ করে দেন। পরে ড. ইউনূস জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) বকেয়া কর পরিশোধ করেন। তার বিরুদ্ধে কর ফাঁকির আরো কয়েকটি মামলা রয়েছে।

কানাডার রাস্তায় ৫০ লাখ মৌমাছি!

৬ পৃষ্ঠার পর

স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় কানাডার অন্টারিওর বার্লিংটনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। মাইকেল জানান, ১১ বছরের কর্মজীবনে তিনি কখনো এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি। মাইকেলের মতে, এটা ছিল অন্যরকম অভিজ্ঞতা। তিনি আর কখনো এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চান না।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে ওই ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ। সেই সাথে ওই স্থান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় চালকদের জানালা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে চীনের দিকে ঝুঁকছে সউদী

৭ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের সম্পর্ক গভীর করেছে, যা ওয়াশিংটনে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ডিসেম্বরে সউদী সফরে গিয়েছিলেন এবং দুই দেশ জুন মাসে রিয়াদে দুই দিনের আরব-চীন ব্যবসায়িক সম্মেলনের সময় ১ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি ঘোষণা করেছিল। শি, যার দেশ বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি গ্রাহক, উপসাগরীয় দেশগুলির সাথে 'বহুমুখী শক্তি সহযোগিতার প্যাটার্ন' অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চীন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার পারমাণবিক শক্তি শিল্প বিদেশে রপ্তানি করার চেষ্টা করেছে।

২০১৯ সালে, একজন সিনিয়র চীনা কর্মকর্তা বলেছিলেন যে, বেইজিং পরবর্তী দশকে তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' অবকাঠামোগত ড্রাইভের মাধ্যমে ৩০টি বিদেশী পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করতে পারে। বেইজিং এ অঞ্চলে তার কূটনৈতিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে, এ বছরের শুরুর দিকে একটি চুক্তির মধ্যস্থতা সহ যা বহু বছরের শত্রুতার পরে সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিল।

সউদী আরব, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদক, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে কয়েক বছর ধরে দেশীয় পারমাণবিক শক্তি শিল্পের বিকাশের অন্বেষণ করেছে। ইউএস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতে, দেশটি তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তাদের চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পূরণ করে। সূত্র : আল-জাজিরা

জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস সংশ্লিষ্ট পাচারকারীর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের প্রবেশ, নড়েচড়ে বসছে বাইডেন প্রশাসন

৭ পৃষ্ঠার পর

তবে সন্ত্রাসী সংগঠনটির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি থাকতে পারে। আর আইএসের নির্দেশে যে তিনি ওই অভিবাসীদের সহায়তা করেছিলেন, আপাতত এমনটাও মনে করেন না গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

এ নিয়ে বিবৃতিতে আদ্রিয়েনে ওয়াটসন বলেন, 'এই পাচারকারী চক্রের সহায়তা নেওয়া ব্যক্তিদের বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রয়েছে বা তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনায় যুক্ত—এমন কোনো ইঙ্গিত এখনো পাওয়া যায়নি।' তবে শঙ্কার বিষয়টি হলো উজবেকিস্তানের ওই অভিবাসীদের সবার অবস্থান এখনো শনাক্ত করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। আর সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁদের ১৫ জনকে এখনো নজরদারির আওতায় রেখেছে এফবিআই।

এদিকে এ ঘটনা এমন এক সময় সামনে এল যখন সন্ত্রাসবাদ ও সীমান্তদুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে বাইডেন প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী হামলা ঠেকানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন বাইডেন। দেশটির গোয়েন্দারা ও সামরিক বাহিনী একসময় সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকায় খুবই তৎপর ছিল। তবে বর্তমানে চীন ও রাশিয়া সৃষ্ট নানা হুমকি সামাল দিতে গিয়ে সেই তৎপরতা কমাতে হয়েছে। অপর দিকে বিগত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। ১৫০টির বেশি দেশ থেকে সেখানে অভিবাসী আসছেন। ফলে যাচাইবাছাইয়ে প্রশাসনের সক্ষমতার ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

গত জুলাইয়ে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে ১ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাসংক্রান্ত একজন কর্মকর্তার মতে, দক্ষিণে মেক্সিকো সীমান্তে আসা মধ্য এশিয়ার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আরও যাচাইবাছাইয়ের আওতায় আনা দরকার। কারণ, তাঁদের এ সীমান্ত পর্যন্ত আসতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। খরচ হয় বড় অঙ্কের অর্থ। ফলে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে এত কিছুর পরও কেন তাঁরা এই সীমান্তটি বেছে নিচ্ছেন? - সিএনএন

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ক্যাপিটল হিলে হামলা: ট্রাম্পপন্থী 'প্রাউড বয়েজ' নেতার ১৭ বছরের কারাদণ্ড

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দণ্ডিত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড পেয়েছেন স্টুয়ার্ট রোডস নামের এক ব্যক্তি। তাঁকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ক্যাপিটল হিলে হামলার কেন্দ্রে থাকা আরেক উগ্র ডানপন্থী মিলিশিয়া 'ওথ কিপারস' নামের গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

প্রাউড বয়েজের ফ্লোরিডা শাখার নেতা বিগস। তাঁর ৩৩ বছর কারাদণ্ডের আবেদন জানিয়েছিলেন কৌঁসুলিরা। তবে এই আবেদনে সাড়া দেননি বিচারক টিমোথি কেলি।

বিচারক টিমোথি বলেন, এ ঘটনায় কাউকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না বিগসের। তবে অপরাধমূলক কাজ নিবারণের দরকার রয়েছে।

বিচারক টিমোথি বলেন, এই হামলা ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের ঐতিহ্যকে ভেঙে দিয়েছে। এটি আমেরিকানদের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়গুলোর অন্যতম।

সাজা ঘোষণার আগে বিগস অশ্রুসিক্ত হয়ে আদালতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আদালতকে বলেন, 'আমি খুবই দুঃখিত।'

বিগস আরও বলেন, তিনি আর প্রাউড বয়েজের সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের মঙ্গলের বিষয়ে মনোনিবেশ করবেন।এএফপি

কুরআন অবমাননা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত ডেনমার্কে

৫০ পৃষ্ঠার পর

বলেন, সরকার একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গুরুত্বের বস্তুর প্রতি অনুপযুক্ত আচরণ নিষিদ্ধ করবে। আইনটি বিশেষ করে জনসমাগমস্থলে অগ্নিসংযোগ ও অপবিত্রতাকে লক্ষ্য করে তৈরি হচ্ছে। কুরআন পোড়ানো মৌলিকভাবে অবমাননাকর ও সহানুভূতিহীন কাজ দাবি করে হামেলগার্ড বলেন, এতে করে ডেনমার্কের স্বার্থের ক্ষতি হয়। নতুন আইনটি ডেনমার্কের দ-বিধির ১২ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা জাতীয় নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আমরা বসে থাকতে পারি না, যখন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সহিংস প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকে। তিনি বলেন, যারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের জরিমানা ও দুই বছরের জেল হতে পারে। সম্প্রতি সুইডেনে বেশ কয়েকটি কুরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় সমগ্র বিশ্বে নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর জোট ওআইসির উদ্যোগে জাতিসংঘে সুইডেনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। নতুন আইনটি ডেনমার্কের দ-বিধির ১২ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এটি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি তা আরও শক্তিশালী করবে বলেও উল্লেখ করেন পিটার। তিনি বলেন, নতুন আইন ভঙ্গের শাস্তি হবে জরিমানা বা দুই বছরের কারাদ-। তবে আইনটি করার জন্য আনা বিলে পার্লামেন্টে কখন ভোটাভুটি হবে সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি। ডেনমার্কের কয়েকটি বিরোধীদল কুরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করাকে বাকস্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরা বলে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে ডেনমার্কের আইনমন্ত্রী পিটার এ বিরোধিতা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, কোনও কিছু পুড়িয়ে কারও মতপ্রকাশ করার চাইতে আরও নানা সভ্য পন্থায়ও মত প্রকাশ করা যেতে পারে বলেই মূলত বিশ্বাস করেন তিনি। আরব নিউজ।

দ.আফ্রিকায় নিজ দোকানে নোয়াখালীর ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

৫০ পৃষ্ঠার পর

পয়সা ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। নিহত আবদুল মালেক (৫০) বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীপুর গ্রামের হাজী কলিম উদ্দিন মিয়াজী বাড়ির আবদুল ওয়াদুদের ছেলে। শুক্রবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিহতের ছোট মেয়ে লামিয়া আক্তার। এর আগে, বুধবার ৩০ আগস্ট সেই দেশের সময় রাত ৮টার দিকে আফ্রিকার ডারবান শহরের নিহতের নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে পরিবারের সদস্যদের মাঝে শুরু হয় মাতম। নিহতের ছোট মেয়ে লামিয়া জানায়, তারা দুই বোন পরিবারের সাথে জেলা শহর মাইজদীতে বসবাস করে। তার বাবা ১৭-১৮ বছর যাবত আফ্রিকার ডারবান শহরে ব্যবসা করছে। সর্বশেষ গত ১ মাস ১০দিন আগে বাবা দেশ থেকে ডারবান শহরে যান। বুধবার রাত ৮টার দিকে তিনি নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন। ওই সময় সেই দেশি কয়েকজন অস্ত্রধারী ডাকাত তার প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ডারবান শহরের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত প্রবাসী মালেকের লাশ বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ছয়ানী ইউনিয়নের ২নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য (মেম্বার) মো.ইউছুপ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের পরিবার তার মরদেহ আনতে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিলের সুপারিশ

৫০ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৪০টিতে কোনো না কোনো আকারে গাঁজার ব্যবহারকে বৈধ করার আইন পাস করা সত্ত্বেও এটি ফেডারেল পর্যায়ে অবৈধ। গাঁজা বর্তমানে হেরোইন ও এলএসডির মতো একই শ্রেণির মাদকের তালিকাভুক্ত। যদি ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এই শ্রেণিতে পরিবর্তন আনে, তবে গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের মাদকনীতিতে এটি হবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। কন্ট্রোলড সাবস্টেন্সেস অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রিত পদার্থ আইন অনুযায়ী গাঁজা এখন শিডিউল ১ মাদক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। এর অর্থ হলো, চিকিৎসায় এর কোনো ব্যবহার নেই এবং এর অপব্যবহারের উচ্চ শঙ্কা রয়েছে।

গাঁজাকে শিডিউল ৩ শ্রেণিতে নেওয়া হলে এটি সেসব মাদকের শ্রেণিতে পড়বে, যেগুলোতে নির্ভরশীলতা এবং অপব্যবহারের শঙ্কা কম। কিটামিন, কোডেইন ও অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড এই শ্রেণিতে পড়েছে। গেল বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার অ্যাটর্নি জেনারেল ও হেলথ সেক্রেটারিকে নির্দেশ দেন, গাঁজাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর মাদক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যায় কি না, সেই পর্যালোচনা করতে। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে গাঁজা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিলের প্রস্তাব দেয়। এক বিবৃতিতে এজেন্সি জানায়, এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির বিবেচনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত মূল্যায়ন করেছে। কন্ট্রোলড সাবস্টেন্সেস আইন অনুযায়ী গাঁজাকে মাদকের নতুন শিডিউলে নেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির। এজেন্সি এখন এর পর্যালোচনা শুরু করবে। সমস্ত পশ্চিম উপকূলীয় রাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসিসহ ২৩টি রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনমূলক ব্যবহারের জন্য গাঁজা বৈধ। এটি ৩৮টি রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। সূত্র: বিবিসি

মেটাকে টেক্কা দিতে চমক মাস্কের, এবার এক্সে অডিও-ভিডিও কলের সুবিধা

৫০ পৃষ্ঠার পর

না এনেই কথা বলতে পারবেন। খুব তাড়াতাড়িই 'এক্স'-এ (পূর্বতন টুইটারে) এই ফিচার আসতে চলেছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার কর্তারা। প্রসঙ্গত, এক্স-এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী মেটার অধীনস্থ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেই অডিও এবং ভিডিও কলের ব্যবস্থা রয়েছে। টেকদুনিয়ার বিশেষজ্ঞদের মতে, মেটাকে পালটা দিতেই নতুন ফিচার আনছেন মাস্ক।

কয়েকদিন আগেই এক্স কর্মকর্তারা একটি পোস্টে নতুন ফিচারের বিষয়টি জানান। সেখানেই বলা হয়েছ, আইওএস বা অ্যান্ড্রয়েড সব ধরনের ফোনেই পাওয়া যাবে নতুন অডিও-ভিডিও কলের সুবিধা। এছাড়াও ডেস্কটপ বা ম্যাকবুকের মতো গ্যাজেট থেকেও ইউজাররা কল করতে পারবেন। ডিএম বা ডাইরেক্ট মেসেজ অপশন থেকেই কল করা যাবে। এক্ষেত্রে কল করলেও ইউজারদের ফোন নম্বর জানতে পারবেন না কেউ। তবে গ্রুপ চ্যাট করা যাবে কিনা বা এই কল রেকর্ড করা যাবে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্বের সকল ইউজাররাই এক্স থেকে কল করতে পারবেন।

তৎকালীন টুইটার কেনার পরেই মাস্ক ঘোষণা করেছিলেন, ব্যাপক হারে রদবদল করা হবে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটির। বিশাল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই দিয়ে শুরু হয়েছিল মাস্কের এই অভিযান। তারপরেই নতুন নতুন ফিচার আমদানি করেছেন টুইটারে। এমনকি, প্ল্যাটফর্মের নাম পর্যন্ত বদল করেছেন টেসলা কর্তা।

লিঙ্কডইনের আদলে 'হায়ারিং' নামে একটি বিভাগ চালু হয়েছে এক্স-এ। সেখানে নানা কাজের জন্য পছন্দমতো চাকরিপ্রার্থী বাছাই করা যাবে। এছাড়াও দুই ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের ভিডিও পোস্ট করা যাবে এক্স-এ। সেই ভিডিওর লভ্যাংশ পৌঁছে যাচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের কাছেও। সব মিলিয়ে এক্স প্ল্যাটফর্মকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চাইছেন মাস্ক, যেন প্রতিদ্বন্দ্বী সোশ্যাল মিডিয়াগুলির চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকতে পারেন তিনি।

উষ্ণ আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত রংপুর জেলা সমিতির বনভোজনে ঐক্যের ডাক

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৭ আগস্ট, রবিবার লং আইল্যান্ডের আইজেন হাওয়ার পার্কে প্রতিবারের মত এবারও রংপুর জেলা সমিতি ইনক, ইউএসএ বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা'র আয়োজন করে। বনভোজন ও মিলন মেলায় প্রবাসী রংপুর জেলাবাসীসহ কমিউনিটির অসংখ্য গণ্যমান্য ও আমন্ত্রিত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

দিনটি ছিল আলোকোজ্জল,পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সবুজে ঘেরা পার্কে পরিচিত পুরাতন ও নতুন মানুষদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটিকে সবাই উপভোগ করেছেন। বনভোজনের আলাদা বৈচিত্র ছিল পার্কেই খাসিসহ সব ধরনের রান্না বান্নার আয়োজন এবং রায়ান তাজ ও প্রমি তাজের সুন্দর মনোমুগ্ধকর গানের পরিবেশনা যা সবার মন জয় করেছে। আরো বিশেষ আকর্ষন ছিল শ্রেনী ভেদে সকল বয়সের খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আকর্ষনীয় রাফেল ড্র।দিনটি সবার কাছে উপভোগ্য এবং সত্যিই মিলনমেলায় পরিনত হয়েছিল। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের উদ্বোধন করেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর।

সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল ও সাধারণ সম্পাদক এম এ মোতালেব আহ্বায়ক কমিটির সাথে সমন্বয়ক করে এই মিলন মেলাকে সফল ও আনন্দঘন করে তুলতে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন।

রাফেল ড্র-র পুর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সভাপতি আসেফ বারী টুটুল বলেন, প্রবাসে রংপুরবাসীর ঐক্যের জন্য সবধরনের সহযোগিতা করতে তিনি প্রস্তুত এবং ঐক্যের লক্ষ্য অর্জনে আগামি বছরের বনভোজন সবাই মিলে একসাথে আয়োজনের প্রস্তাব করেন। রংপুরবাসীর অপর সংগঠনের সভাপতিও একই অনুভুতি ব্যক্ত করেন।

সুন্দর স্বার্থক বনভোজন উপহার দেবার জন্য রংপুর জেলা সমিতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আহবায়ক বাকী বিল্লাহ শিপন, সদস্য সচিব মেজবানুর রহমান নিক্সন সহ সকল সদস্যগনকে।

আপ্যায়ন বিভাগের উষ্ণ আতিথেয়তা ও সুন্দর রন্ধন শৈলীর জন্য নূর আলম সিদ্দিকী, মো: নুরুন্নবী, ফারিদুল ইসলাম এবং সার্বিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য প্রাক্তন সভাপতি মো: মশিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম, মো: আতাউর রহমান, মারুফা বেগম, মুনমুন হাসিনা বারী,ফরিদা উদ্দীন,সাইফুন নাহার সুইটি, মোহসিনীন বেগম লিপি, সুলতানা বেগম,সালমা বেগম, পপি বেগম,মিলা বেগম, হোসনেআরা হ্যাপী, মিতু হোসেন, লাকী বেগম, নাসরিন নাহার, আলেয়া বেগম,মো: শবনম মোস্তারী,মুনতাহা ফেরদৌস রাকিবুজ্জামান লিখন, মোজহারুল হোসেন খোকন, মোহাম্মদ হক মিন্টু,মোকাররম হেসেন,আব্দুল মান্নান, আরিফুল ইসলাম, জুয়েল তালুকদার, ডা: মোরছালীম,রবিউল ইসলাম সহ সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আরো কৃতজ্ঞতা যাদের পৃষ্ঠোপোষকতায় আমরা ধন্য: এ আর এম রাকিব উদ্দীন (সিইও) স্টপ এন্ড ক্যারী, মেহেরুজ্জামান জেপলিন(বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক),গিয়াস আহমেদ(প্রেসিডেন্ট ইমিগ্রান্ট হোম কেয়ার),নর্থ বেংগল ফাউন্ডেশন, বেলায়েত হোসেন বেলাল (প্রেসিডেন্ট,বাংলা ট্রাভেলস), আসাদুল হক(সিইও এডভেনস একাউন্ট এন্ড ট্যাক্স), জিমী(প্রেসিডেন্ট স্কয়ার মেডিকেল ক্লিনিক)।

গিয়াস আহমেদ , নাসির আলী খান পল, আতাউর রহমান, এ বি এম মিজানুল হাসান, শাহ মোহাম্মদ নজরুল, মোখলেছুর রহমান, রাফেল তালুকদার, আবুল কাশেম, আশরাফুজ্জামান, জেএফএম রাসেল, কামাল আহমেদসহ আরো নাম না জানা অনেকে উপস্থিত হয়ে এবারের বনভোজনকে উপভোগ্য, সুন্দর ও স্বার্থক করেছেন সেজন্য রংপুর জেলা সমিতি ইনক এর সভাপতি আসেফ বারী টুটুল ও সাধারণ সম্পাদক এম এ মোতালেব সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন বাকা'র নৌবিহারে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

২০২৩ সালেই 'জয় বাংলাদেশ' শ্লোগান বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের বৃহত্তম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন বাকা'র নৌবিহার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে চার শতাধির যাত্রীর ওই নৌবহর হাটসন নদীর উপর দিয়ে ম্যানহাটন ও ব্রুকলিনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে আবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় শেষ হয়। দুপুরে নৌবিহারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বীর মুক্তিযুদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আমরা গোটা জাতিকে একত্রিত করেছিলাম। যুদ্ধ করে স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছি। বহু বীরের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এসেছে স্বাধীনতা। আজ স্বাধীন জাতির শ্লোগান কেন 'জয় বাংলাদেশ' হবে না। তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যেই এটি হতে হবে। জাতিসত্তার শক্তি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এই শ্লোগানের কোনো বিকল্প নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ২০২৩ সালেই 'জয় বাংলাদেশ' শ্লোগান বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে। আমি বিশ্বাস করি, যে বিভক্তির রাজনীতি ছড়ানো হয়েছে, সেখান থেকে আমরা ফিরে আসবো। আমরা একতায় ফিরবো। আমি একতার জন্য কাজ করছি।

বাকা'র সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদি মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলমাস আলী, কবি জুলি রহমান, মৌলভীবাজার ইউনাইটেড সোসাইটি অব নিউজার্সির আহবায়ক গোলাম ইস্পাহানী চৌধুরী মাছুম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী রিয়াজ উদ্দিন কামরান, মোমেনুল ইসলাম, সারওয়ার আলী ও কুলাউড়া সমিতি নিউজার্সির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সুলেমান। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, প্রাক্তন সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জে মোল্লা সানি, নৌবিহার পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শাহ কামাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, মাকসুদা আহমদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম ভূইয়াঁ, প্রচার ও গণ-সংযোগ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুর রহমান দুলাল, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক আশরাফ হোসেন টিটু, সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম ।

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমাদের দেশের নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা সঠিক শিক্ষাটি পাচ্ছে না। তাদের সামনে কোনো রোল মডেল নেই। অনুসরণ করার মতো কোনো মানুষ নেই। তারা যাদের অনুসরণ করবে, তারাই একে অন্যের সঙ্গে বিভক্তি তৈরি করে। প্রতিপক্ষকে হত্যা করে। টেলিভিশনে প্রতিপক্ষকে গালমন্দ করে। আমাদের প্রজন্মের সভ্যতা শেখার কোনো জায়গা নেই। তিনি নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কাউকে অনুসরণ করবে না। তোমরা দেশের মর্যাদা রক্ষা করবে নিজেদের আচরণ দিয়ে।

তিনি বলেন, যুদ্ধ করে যে দেশটি জন্ম দিলাম, সেই দেশ আর তার রাজধানীতে মানুষ বসবাস করা কতটা কঠিন তা সরেজমিনে দেখে এলাম। সেখানে খাবার দাবার বিষাক্ত। পানি অনিরাপদ। মানুষ যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে তা বিষাক্ত। নিজের ওপর বিরক্ত হতে হয়। মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে এই যে বেঁচে আছি, আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব? সেখানকার মানুষগুলো শুধু বেঁচে আছে আল্লাহর রহমতে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে হবে। এটিই আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি কাজ।

তিনি নৌবিহারের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে চলেন, আমি অত্যন্ত স্পন্দিত, আনন্দিত। পানির ওপরে জাহাজে যেন আলাদা এক বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশি পরিবারগুলোই আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। পোশাকে, চলাফেরায় তারা যথেষ্ট পরিশীলিত ও মার্জিত। অন্য জাতিগোষ্ঠি থেকে এখানেই আমাদের ভিন্নতা। আমাদের এই জাতিগত ভিন্নতা ও শক্তির জায়গাটি একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। এই শক্তি নিয়েই আমি নিউইয়র্কে বাঙালি সমাজে হোম কেয়ার শুরু করেছিলাম। এটি আমেরিকানদের কাছে ব্যবসা। কিন্তু আমার কাছে এটি ভালোবাসা আর সেবা। আমি জন্মেই দেখেছি, আমাদের পরিবারগুলো সুরক্ষিত থাকে ভালোবাসা আর সেবার বন্ধনে।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ভিয়েতনাম থেকে নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি গ্রহণ শেষে বাংলাদেশের সিলেট সফরের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, হযরত শাহজালাল (র.)সহ ৩৬০ জন আউলিয়ার পূণ্যভূমির মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা, মর্যাদা, আতিথেয়তা রয়েছে তা বর্ণনাতীত। তিনি বলেন, আমার মনে হয়েছে কয়েকশত বছর আগে কবি শেখ সাদী যেভাবে অতিথির বাড়িতে আপ্যায়িত হয়েছিলেন, আমি সেভাবে আপ্যায়িত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আউলিয়ারা ওই ভূমিতে প্রেম শিখিয়েছেন, দরদ শিখিয়েছেন, মায়া শিখিয়েছেন। এই মানবিক গুণাবলীর জায়গা থেকেই মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া ও রোজি আজাদ। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বাকা'র সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু এই ব্যয় বহুল নৌবিহার আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ড. মনিরুল ইসলামের পরিচয়পত্র পেশ

পরিচয় ডেস্ক: উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গত ৩০ আগষ্ট ২০২৩ তাসখন্দে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সে দেশের রাষ্ট্রপতি শাভকত মিরোমনোভিচ মিরযিইয়োইয়েভ এর নিকট তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন।এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূতের সাথে আলাপকালে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে দ্রুত অগ্রসরমান দেশ হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশকে উজবেকিস্তানের অন্যতম কৌশলগত অংশীদার হিসেবে অভিহিত করেন। উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত "রূপকল্প ২০৪১" এর প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রপতি তৈরী পোশাক, ওষুধ শিল্প, কৃষি ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশের সাথে উজবেকিস্তানের বানিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারনের পাশাপাশি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প গ্রহনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি যোগ করেন যে, এখন সময় এসেছে দু'দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর আয়োজন করার।

রাষ্ট্রদূত ড. ইসলাম উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা পৌছে দেন এবং তাঁকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ও অর্জনের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান ভাতৃপ্রতিম সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্যটন ক্ষেত্রে যে অফুরান সুযোগ রয়েছে তা আরো অর্থবহ করতে কার্যকরী ভ'মিকা রাখবেন বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন। তিনি দু'দেশের জনগনের মধ্যোকার বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়াকে আরো গভীর ও শক্তিশালী করার বিষয়েও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দিত করেন এবং তাঁর কর্মকালীন সময়ে কূটনৈতিক মিশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। প্রসঙ্গত, উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার পুর্বে ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কুমিল্লা-৯ আসন: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী শিব্বীর আহমেদ

আকবর হায়দার কিরণ: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী বলে জানান লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ। তিনি একাধারে লেখক এবং সাংবাদিক। এছাড়াও শিব্বীর আহমেদ লাকসাম জেলা বাস্তবায়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রয়াত সংসদ সদস্য আলহাজ জালাল আহমেদের সন্তান। নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও শিব্বীর আহমেদ তার বাবার আসন কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) থেকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। শিব্বীর আহমেদ বলেন, দল যদি মনোনয়ন দেয় তাহলে বাবার আদর্শ অনুসরণ করেই কুমিল্লা-৯ আসনের মানুষের জন্য কাজ করার সরাসরি সুযোগ পাব। লাকসামকে জেলায় পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছি। দলীয় মনোনয়ন পেলে সেই লক্ষ্য পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাব।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অবিচল আস্থা রেখেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চাইব। তবে তিনি যদি আমাকে মনোনয়ন না দেন তাহলে যাকে তিনি মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষেই লাকসামবাসীর জন্য কাজ করে যাবো।

উল্লেখ্য, শিব্বীর আহমেদ পারিবারিকভাবেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। পিতা মরহুম জালাল আহমেদ এবং বড়ভাই শামসুল আলমের মতোই তিনি বৃহত্তর লাকসামের ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে এসে বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। লেখক সাংবাদিক হিসাবেও সারাবিশ্বে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অদম্য শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয়ের বাংলাদেশ ভাবনা, কথায় ছড়ায় মুজিবগাথা, ক্ষণিক দাঁড়াও পথিক, অগ্নিঝরা স্লোগান জয় বাংলা। এছাড়াও তাঁর প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে থ্রিলার, কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণাগ্রন্থ সহ নানা বই।

নিউইর্য়কের বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার সেশনের পিটিসি ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইর্য়কের ব্রুকলীনের বায়তুল মা'মুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার প্রোগ্রাম"এর সমাপনী অনুষ্ঠান তথা প্যারেন্ট-টিচার্স কনফারেন্স, রিপোর্ট কার্ড, সনদ ও পুরস্কার বিতরণী গত ২৭শে আগস্ট রোববার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ১০টায় সেন্টারের হল রুমে পিটিসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল।

বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ এর সভাপতিত্বে ও স্কুলের শিক্ষক হাফেজ মিজান

উল্লাহ,হাফেজ আলী আকবর এর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি ছিল পরম এক মিলনমেলার মতো ।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাওলানা আমিনুর রহমান, হাফেজ কাজী ফজলে রাব্বী, হাফেজ রাহাত ইকবাল, হাফেজ আবদুল্লাহ মুত্তাকী, হাফেজ মুহাম্মদ শিহাব, হাফেজ মাহিনুর রহমান, মাহবুবাহ ইয়াসমীন, মাসুমা ইয়াসমীন,সুফিয়া খানম ইমু ও হাবীবা আহমদ।

অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সামার প্রোগ্রাম শেষ করায় ক্লাস ভিত্তিক ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত এবং হিফজ শাখার দু'টি গ্রুপ,উইকেন্ড শাখার ৬টি ক্লাসের মধ্যে প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ও স্কুলের প্রিন্সিপাল শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। এবারে ২৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সামার সেশনে অংশ গ্রহণ করেন।সুচারু রূপে পাঠ দান করেন অভিজ্ঞ ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সকলের আরো সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বিএমএমসিসি একদিন নিউইয়র্কের নামকরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ।তিনি বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এই সামারের অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের সবকিছু শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্তারোপ করেন।

প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে নিয়ে আসা এবং ক্লাস শেষে সঠিক সময়ে বাসায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে ঠিকমতো দেখভাল করা, তাতে স্কুলের শৃংখলা রক্ষা হয়।পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে স্কুলের অপর প্রোগ্রাম উইকেন্ড স্কুল শুরু হচ্ছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাবলিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের উইকেন্ড ক্লাসে ভর্তি করার আহবান জানান তিনি। রশীদ আহমদ প্রেরিত

‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’ কর্মকর্তাদের অভিষেক সম্পন্ন

পরিচয়ডেস্ক: গত ২৬ আগস্ট শনিবার বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হলেন। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর ‘নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’ এর ২০২৩-২৪ বছরের নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের ইন্সটলেশন সিরোমনি ও ক্লাবের ১০ম চার্টার এ্যানিভারসারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টের বিশাল হলে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট নেতৃবৃন্দ, মূলধারার অফিসিয়ালগণ, কমিউনিটির আমন্ত্রিত অতিথি নেতৃবৃন্দ, মিডিয়ার কয়েকজন সম্পাদক ও সাংবাদিকসহ লায়ন্স ক্লাব মেম্বার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রথম পর্বে ক্লাবের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবীব এর সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সেক্রেটারি লায়ন হাসান জিলানীর ইনভোকেশন সিরিমনির মাধ্যমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কনভেনর লায়ন রকি আলিয়ান।

নব নির্বাচিতদের কর্মকর্তাদের মঞ্চে ডেকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ। উপস্থিত অভ্যাগতরা করতালীর মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব গ্রহণকে স্বাগত জানান।এসময় তাদের হাতে নির্বাচন কমিশনের দেয়া সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নতুন কমিটির সভাপতি লায়ন শাহ নেওয়াজ ও সাধারণ সম্পাদক লায়ন জেএফএম রাসেল’র কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। নব নির্বাচিত সভাপতি লায়ন শাহ নেওয়াজ গংবেল বাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির কার্যক্রম শুরু করেন।

২৯ সদস্যের নতুন কমিটির অভিষিক্ত কর্মকর্তাদের মাঝে আছেন প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ভাইস প্রেসিডেন্ট একেএম রশীদ, রেজা রশীদ, সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমীন, সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল, জয়েন্ট সেক্রেটারি আবুল কাশেম চৌধুরী, কামরুল মজুমদার ও ট্রেজারার মশিউর রহমান মজুমদার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আল হারমাইন গ্রুপের কর্ণধার বিশিস্ট সিআইপি মাহতাবুর রহমান। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। স্পেশাল গেষ্ট ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর রেমন স্মিথ, সাবেক লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর মাদাদি সাই, আমাদু সাই, সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফ বারী টুটুল, নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি ওম্যান জেসিকা গনজালেস, জেনিফার রাজ কুমার, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের প্রতিনিধি প্রমূখ।

অনুষ্ঠান পরিচলনা করেন এফইএমডি রকি ও এএফএম জামান, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান ও জেএফএম রাসেল। নতুন কমিটির সভাপতি লায়ন শাহ নেওয়াজ ক্লাবের নতুন ২১ জন সদস্যদের ইনডাকশন সিরোমনি পরিচালনা ও সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর আসেফ বারী টুটুল,ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, সাবেক সেক্রেটারি হাসান জিলানী ও সাইফুল ইসলাম, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান ও আলমগীর খান আলম।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট এসেমব্লিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কমিউনিটিতে ব্যাপক সেবা প্রদানের জন্য লায়ন শাহ নেওয়াজকে ‘প্রোক্লেমেশন’ পাঠ করেন এবং তার হাতে তুলে দেন। এসময় তিনি কয়েকজন কর্মকর্তাদের হাতে সাইটেশন তুলে দেন। স্টেট সিনেটর জন ল্যু শাহ নেওয়াজের হাতে সনদ তুলে দেন। এছাড়া ক্লাব কর্মকর্তাদের কয়েজনের হাতে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, অভিষেক অনুষ্ঠানে আসেফ বারী ও মুনমুন বারীকে ভালোবাসার আলিঙ্গনে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেন শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ। এ সময় হল ভর্তি অতিথি ও লায়ন্স সদস্যরা করতালি দিয়ে এ দৃশ্যকে স্বাগত জানায়।

অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ক্লাবের ১০ম চার্টার নাইট সেলিব্রেশনের অংশ হিসেবে বড় একটি কেক কাটা হয়। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রেমন স্মিথ, প্রধান অতিথি মাহতাবুর রহমান ও বর্তমান সভাপতি শাহ নেওয়াজ কেক কাটেন। এই সময় নব নির্বাচিত কর্মকর্তরাসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজ অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, লায়ন্স ক্লাবকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা চাই। কমিউনিটির কল্যাণে লায়ন্স ক্লাব আগামীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ইনশাল্লাহ। সাংস্কৃতিক পর্বে চন্দ্রা ব্যানার্জি ড্যান্স গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের মুগ্ধ করেন। সফল ও অনবদ্য এই আয়োজনের কনভেনিং কমিটির দায়িত্বে ছিলেন কনভেনর লায়ন রকি আলিয়ান, মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন এফইএমডি রকি, চিফ কোর্ডিনেটর লায়ন হারুন ভুইয়া, ইভেন্ট কোঅর্ডিটের লায়ন আলমগীর খান আলম, কোঅর্ডিনেটর লায়ন আমেনা নেওয়াজ, চিফ লিয়াঁজো লায়ন ফাহাদ সোলায়মান।মেম্বার হিসাবে ছিলেন লায়ন আকন্দ মাতব্বর, ডেইজী ইয়াসমিন, লায়ন এ কে এম রফিকুল ইসলাম (ডালিম), লায়ন কামরুল মুজমদার, লায়ন মোহাম্মদ লিটু আনাম, মোস্তফা রাজ (অনিক), লায়ন মোহাম্মদ কে চিশতী, লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট, লায়ন মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার, লায়ন আসমাইন নিসান, লায়ন আসাদুর রহমান, লায়ন জাহাঙ্গীর জয়, লায়ন আব্দুর রশিদ বাবু, লায়ন মাসুদ রানা তপন।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে একই মঞ্চে গান গাইলেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মিতালী মুখার্জী ও বাদশা বুলবুল

পরিচয় ডেস্ক:নিউইয়র্কের জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মিউজিক্যাল নাইট মিতালী মুখার্জী এন্ড বাদশা বুলবুল। গত ২৬ আগস্ট নিউইয়র্কে গ্যালাক্সী মিডিয়ার আয়োজনে "এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও" "ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়" "যেটুকু সময় তুমি থাকো পাশে" সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শকদের বিমোহিত করে রেখেছেন। দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী সুকণ্ঠি মিতালী মুখার্জীর গাওয়া "এই দুনিয়া এখনতো আর সেই দুনিয়া নাই" "দুই পয়সার আলতা" ছবির এই গানটিও শোভা পায় অনুষঠানে।

সাথে ছিলেন আরেক বরেন্য ও দেশ সেরা গায়ক বাদশা বুলবুল। যার গানে মুগ্ধ পুরো অডিটোরিয়াম। প্রথমেই মা মাটির গান দিয়ে মিউজিক নাইটের শুরুটা করেন বাদশা বুলবুল। একের পর এক পরিবেশন করেন নিজের এবং দর্শকের পছন্দের গান। দর্শকের পছন্দের তালিকায় ছিলো মান্না দে, জগজিত সিং, মোহাম্মদ রফিক সহ বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া গজল ও পরিচিত সব গান। বাদশা বুলবুল টানা এক ঘন্টা গান পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন দর্শক শ্রোতাদের।

গ্যালাক্সী মিডিয়ার কর্নধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, রুচির দূর্ভিক্ষের প্রতিবাদে প্রবাসে সঙ্গীতের নান্দনিক ধারাকে অভ্যাহত রাখতে আজকের এই পরিবেশনা ।আর এই রকম নান্দনিক অনুষঠান উপস্থাপন করতে গ্যালাক্সী মিডিয়া বদ্ধপরিকর। তারই ফলশ্রুতিতে মিতালী মুখার্জীর মত একজন জনপ্রিয় এবং গুণী শিল্পী নিয়ে আমাদের এই আয়োজন। এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন প্রিসিলা।

সুস্থ্য সংগীত চর্চায় পাশে থাকার জন্য বদরুদ্দোজা সাগর সবাইকে আগামী ১লা অক্টবর ২০২৩ এ কনা ও ইমরানের মেলোডিয়াস নাইট অনুষ্ঠানটিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

কেন মেয়েদের ঘুম বেশি প্রয়োজন?

৫০ পৃষ্ঠার পর

তৈরি করবে সকালের খাবার এই নিয়ে চলে লড়াই।

তবে সত্যি কার ঘুম বশি প্রয়োজন, জানেন কি?

একজন মানুষের দৈনিক অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। কিন্তু হালের গবেষণা বলছে, ছেলেদের থেকে মেয়েদের একটু বেশি ঘুম দরকার। যদি পরিবারের কোনো নারী সদস্য একজন পুরুষের চেয়ে বেশি ঘুমান তাহলে বুঝতে হবে যে, তা হচ্ছে একেবারের তার প্রয়োজনের জন্য।

'আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউ'-এ ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় একটি গবেষণাপত্র। সেখানে বলা হয়, সবার ক্ষেত্রে হয়তো এই বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। তবে অনেক পরিবারের নারী সদস্য ঘরে এবং বাইরে উভয় জায়গাতেই কাজ করে থেকে। অনেকে আবার পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করে। সেক্ষেত্রে তাদের শক্তি বেশি ক্ষয় হয়।

ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জিম হর্নে মনে করেন নারীদের গড় ২০ মিনিট বেশি ঘুমানো প্রয়োজন।পাশাপাশি, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও মেয়েদের বেশি ঘুম প্রয়োজন হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, নারীরা সারা দিনে একাধিক ধরনের কাজ করে থাকেন।

পুরুষরা দিনের অনেক সময় জুড়ে কাজ করলেও মেয়েদের মতো একাধিক ধরনের কাজ করেন না। যার কারণে কিছুটা শক্তি থেকে যায় শরীরে। যার কারণে নারীদের কিছুটা সময় বেশি ঘুমানো দরকার।

যে রাজনীতি আমাদের বিভক্ত করে, সে রাজনীতি আমরা করিনা

ওজোনপার্কে দুদিনব্যাপী পথমেলায় স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সমাজে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। এই নতুন নেতৃত্বকে বেগবান করার জন্য আমরা কাজ করছি। এ জন্য আমাদের সব রকমের আঞ্চলিক বিভেদ পরিহার করতে হবে। যে রাজনীতি আমাদের বিভক্ত করে, সে রাজনীতি আমরা করিনা। যে রাজনীতি আমাদের অসুস্থ করে, পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, সেই রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতাদের আমরা ত্যাগ করি। অন্য সব জাতির মাঝে বাংলাদেশিদের ভিন্নতা হলো একতা ও ভালোবাসা।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ নিউ ইয়র্কের ওজোনপার্কে লিবার্টি এভিনিউ ও গ্লেনমোর এভিনিউয়ের মাঝামাঝি সড়কে দুদিন ব্যাপী পথমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। ২৬ আগস্ট শনিবার তিনি

আনুষ্ঠানিকভাবে পথমেলা উদ্বোধন করেন। পরদিন ২৭ আগস্ট রোববার তিনি মেলার সমাপনী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে তার হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের কর্মকর্তারা ফুল ছিটিয়ে মেলার আয়োজক ও উপস্থিত দর্শকদের অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ওসমানী স্মৃতি পরিষদের সভাপতি ও জেনারেল ওসমানীর আমৃত্যু সহকারি ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মো. আব্দুল কাদির।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ওজোনপার্কে বাংলাদেশি সমাজের সৌন্দর্য প্রেম ও ভালোবাসা। বাংলাদেশিরা অঞ্চল ভেদে অসাধারণ পারিবারিক মূল্যবোধ লালন করেন। সুখী জীবনযাপন ও দেশপ্রেমই আমাদের মূল্যবোধের প্রধান শক্তি। আমরা আপনজনরা যখন এক হয়ে থাকি, তখন আমাদের অমিত শক্তি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ড. আবু জাফর মাহমুদ, বিয়ানীবাজারে বসবাসকারী সব বাংলাদেশিদের প্রতি তার গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলেন, মানুষের ভালোবাসার টানে আমি পথমেলা আয়োজনের চাকচিক্যের দিকে তাকাইনি। মঞ্চের দিকে তাকাইনি। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। এটিই আমাদের সৌন্দর্য। ভালোবাসি বলেই বাঙালি জাতির মধ্যে হোম কেয়ার শুরু করেছি। সতের বছর আগে আমি আমার আত্মীয় পরিজন সঙ্গে নিয়েই শুরু করেছিলাম। এখনও আমার সঙ্গে যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই আমাদের পরিবার।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ গত বন্যায় সুনামগঞ্জের হাওড়ের বিপন্ন ২২'শ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এসব পরিবারের গড়ে ৬জন সদস্য হিসেবে এতজন মানুষের সঙ্গে আমি আত্মীয়তা গড়ার সুযোগ পেয়েছি।

তিনি সম্প্রতি ভিয়েতনাম থেকে হাজার বছরে ঐতিহ্যবাহী, পৃথিবীর প্রাচীনতম সম্মাননা নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি গ্রহণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, তখন আমার মনে হয়েছে, আমার বাংলাদেশ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি সেখান থেকে বাংলাদেশের মাটিতে চুম্বন দিতে যাই। কারণ সেটিই আমার ঠিকানা। সেখানেই আমার অস্তিত্ব। আমি সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার আলীগঞ্জ বাজারে এক অভূতপূর্ব সমাবেশে হাজির হই। সেখানে স্থানীয়রা আমাকে সংবর্ধনা দেন, সত্যিকার অর্থে এত বেশি ভালোবাসা পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশে গিয়ে আমি শারিরীক প্রতিকূলতা সত্বেও সেখানে গেছি, কারণ সেখানে শুয়ে আছেন হযরত শাহজালাল রহ.সহ ৩৬০ জন আউলিয়া। প্রায় ৩০০ জনেরই পদচারণার স্মৃতি রয়েছে ওই আলীগঞ্জে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, কেয়ারের সঙ্গে ব্যবসা যুক্ত হলে সেটি আর যত্ন থাকে না। আমরা সতের বছর ধরে আমেরিকায় হোম কেয়ার করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, পরিবার থেকে শিখে আসা ভালোবাসাই আমাদের বড় পুঁজি। এই শক্তি নিয়েই আমরা মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। ভালোবাসা ও সম্মান আমরা আমেরিকান সমাজে মিশিয়ে দিয়ে সমাজে সভ্যতার এই ধারা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এই কারণেই আমরা সফল। আমাদের সফলতার পেছনে সবচেয়ে আগে রয়েছে আল্লাহর রহমত। রয়েছে সব মানুষের ভালোবাসা আর আমার টিমের পরিশ্রম। আমরা আমাদের পোশাক আশাক থেকে শুরু করে জীবনাচারের সকল শুদ্ধ সংস্কৃতি যেমন ধরে রাখবো, একইভাবে মায়া ভালোবাসা ও একে অন্যকে সহ্য করার যে গুণ তাও ধরে রাখবো।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ জন্মভূমি বাংলাদেশ সম্পর্কে তার নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমার মাতৃভূমি হযরত শাহজালাল (র.)সহ ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি। আমার বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জেনারেল ওসমানীর আমৃত্যু সহকারি ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মো. আব্দুল কাদির অন্তরের অন্তস্থল থেকে উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, স্যার ড. আবু জাফর একটি নাম। তিনি বাঙালি জাতির শৈর্য, বির্য ও সাহসের নাম। তিনি আজীবন সংগ্রামী একজন মুক্তিযোদ্ধা। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। যতদিন জাতি লাল সবুজে পতাকা ওড়াবে ততদিন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের নাম স্মরনীয় হয়ে থাকবে। তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালি। একইভাবে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একজন খাঁটি মুসলমান। খাটি বাঙালিকত্ব ও সাচ্চা মূসলমানের এমন মিলন সচরাচর দেখা যায় না।

দুদিনের মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়াসহ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

পাটিহল বুকিং চলছে

১০ রকমের খাবারসহ মাত্র

$25 জনপ্রতি

(কমপক্ষে ১০০ জনের জন্য)

১. চটপটি
২. পাকুরা
৩. প্লেইন পোলাউ
৪. শামী কাবাব (চিকেন)
৫. রোস্ট (চিকেন)
৬. বিফ কারি অথবা রেজালা
৭. মিক্স ভেজিটেবল
৮. ফিস দোপেয়াজা
৯. পায়েস
১০. সালাদ

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services

Salim Biryani & Kabab

যৌথ উদ্যোগে

সোমবার থেকে রবিবার (৭ দিন)

যোগাযোগ

M A Hossain Salim : 646-519 9996
Aakash Rahman : 646-744 5934
Parking Available on Request

LUNCH SPECIAL

$7.99*

চিকেন / ফিশ কারি
মাছ/ধনিয়া পাতার ভর্তা
সাদা ভাত
সালাদ
ডাল

Salim Biryani & Kabab -সেলিম বিরিয়ানি
SERA FOOD INC.

646-591-9996, 646-744-5934

89-14 168th Street, Jamaica, NY 11432

৭ ও ৮ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

৫০ পৃষ্ঠার পর

এবং লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ।সাংবাদিক সম্মেলনে শো টাইম মিউজিকের কর্ণধর আলমগীর খান আলম এবং আহবায়ক কবি মিশুক সেলিম জানান, এবারের হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সাংবাদিক এবং নিউজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন, অভিনেতা চঞ্চল চোধুরী, অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি সহ একঝাঁক শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। এছাড়াও এবারের মেলায় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে অনুমতি ছাড়া শুক্রবার জুমার নামাজে আজান দিতে বাধা নেই

৫০ পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, নতুন নীতি অনুযায়ী, শুক্রবার জুমার নামাজ ও পবিত্র রমজানে প্রকাশ্যে মাগরিবের আজান প্রচারের জন্য মসজিদগুলোকে এখন থেকে আর বিশেষ অনুমতি নিতে হবে না। ইসলামের অন্যতম নিদর্শন আজান। প্রতিদিন পাঁচবার আজানের মাধ্যমে মুসল্লিদের নামাজের জন্য ডাকা হয়। আজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ভালোবাসা স্থাপন প্রতিটি মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। হাদিস শরিফে আজান দেয়ার বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

৯ ও ১০ ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশন

৫০ পৃষ্ঠার পর

এই কনভেনশনে থাকবে রকমারী শাড়ি কাপড় ও জুয়েলারি স্টল, ট্যালেন্ট শো, ফ্যাশন শো, সেমিনার, কাব্য জলসা, মেগা কণসার্ট এবং আরো নানান রকম আয়োজন। আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটিকে বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে রাখা এবং কমিউনিটির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই আয়োজন। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনো প্রবেশ ফি লাগবে না।

'প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ' চেতনায় মন্ট্রিয়লে ৩ দিনের ফোবানা সম্মেলন শুরু

৫০ পৃষ্ঠার পর

বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে কানাডার অলিম্পিক নগরী মন্ট্রিয়লে শুরু হয়েছে' ফোবানা'র ৩ দিনব্যাপী ৩৭তম বাংলাদেশ সম্মেলন। ফোবানার নির্বাহী চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, নির্বাহী সচিব ড. রফিক খান, হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান অনাড়ম্বর আয়োজনে গালা নৈশভোজে বিপুল করতালির মধ্যদিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ফোবানার সাবেক দুই চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা এবং জাকারিয়া চৌধুরী ছাড়াও আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অফ মন্ট্রিয়লের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্বকারি বিশিষ্টজনেরা উপিস্থতি ছেলন। শুরুতে ফোবানার আয়োজক কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান বলেন, কানাডার বেশ কটি সংগঠনের সম্পৃক্ততায়

আয়োজিত হয়েছে এবারের সম্মেলনে। তিন আরো বলেন, এভাবেই ফোবানার ব্যাপ্তি বিকশিত হচ্ছে। সবচেয়ে সুখের সংবাদ হলো, এবার ইয়ুথ ফোরামের সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে ভার্চুয়ালে অংশ নেবেন ইয়ুথরা। পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্যদিয়ে তাদের মধ্যেকার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হবে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে উঠা প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের ব্যাপারটি। শুধু তাই নয়, প্রবাসের প্রজন্ম তার মা-বাবার দেশের সাথে বিশেষ একটি সম্পর্কে আবর্তিত হবেন বলে আশা করছি।
দেওয়ান মনিরুজ্জামান জানান, সম্মেলনের প্রাইম টাইমে অথবা শনিবার অপরাহ্নে কথা বলবেন কানাডার এমপি এ্যাঞ্জেলো ইয়াকনো এবং অ্যানি কৌটরাকিস। এছাড়াও কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানী জোলিরও সম্মলনে আসার কথা রয়েছে।
ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান জানান, মীট অ্যান্ড গ্রীট'র মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া এই ফোবানায় কানাডা ও আমেরিকায় বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মেধাবিদেরকে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। ফোবানার নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক প্রয়াত রানী কবির স্মরণে এবার একটি এওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে, যা পাবেন বিশেষভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারি নতুন প্রজন্মের একজন।
তিনি আরো জানান, বাংলা গানের কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন ছাড়াও সম্মেলনে গাইবেন মমতাজ এমপি, তপন চৌধরী, মুজা, বালাম, লাভলী দেব প্রমুখ। ফোবানার নির্বাহী সচিব ড. রফিক খান জানান, ৩৬ বছর আগে যে লক্ষ্যে ফোবানার যাত্রা শুরু হয়েছে তা ফলপ্রসূ করার অভিপ্রায়ে আমরা ইয়ুথ ক্লাব গঠন করেছি বিভিন্ন স্টেটে। গত দু'বছরের এ প্রয়াসে ইতিমধ্যেই বেশ কটি সিটিতে ক্লাব গড়ে উঠেছে। ক্লাবের সদস্যরা নেটওয়ার্কিং করছেন এবং পারস্পরিক চেনা-জানার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারেও তারা মনোযোগী হচ্ছেন।
ড. রফিক খান উল্লেখ করেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সিটিতে প্রবাসীদের যেসব অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, সেগুলোর তত্ত্বাবধানে আমরা ইয়ুথ ক্লাবের ব্যপ্তি ঘটাতে চাই।
ড. রফিক খান বলেন, ফোবানার চেতনার পরিপূরক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছি পরবর্তী দুদিনের জন্যে। অন্ততঃ ২৫টি সংগঠনের পরিবেশনা ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক ৫টি সেমিনার হবে। সুত্র বাংলাদেশ প্রতিদিন

রোমানিয়া-হাঙ্গেরি সীমান্তে ১৬ বাংলাদেশি আটক

৫ পৃষ্ঠার পর

তদন্ত করছে রোমানিয়া সীমান্ত পুলিশ। এছাড়া বেআইনিভাবে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করা এসব বাংলাদেশির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে আইনি তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ধরনের অপরাধে অভিবাসীদের রোমানিয়া থেকে বহিষ্কার ও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এর আগে, রোমানিয়া জেনারেল ইনস্পেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশনের তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয় জানায়- চলতি বছরের জুলাই মাসে রোমানিয়ার অভিবাসন পুলিশ প্রায় ২০০ জন অনিয়মিত অভিবাসীকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন ৫১ জন বাংলাদেশি।

বাংলাদেশকে আরও ১০০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিল শ্রীলঙ্কা

৫ পৃষ্ঠার পর

শ্রীলঙ্কাকে ২০ কোটি বা ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। এক বছরের জন্য নেয়া এ ঋণ পরিশোধের কথা ছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে। তবে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শ্রীলঙ্কা ঋণ পরিশোধের জন্য সময় চায়। এরপর তিন মাস করে কয়েক দফায় সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ দেশটিকে ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দেয়া হয় চলতি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
ঋণচুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ঋণের বিপরীতে লাইবর (বৈশ্বিক সুদহার নির্ধারণের অন্যতম মাপকাঠি লন্ডন ইন্টার ব্যাংক অফারড রেট) হারের সঙ্গে আরও ১ দশমিক ৫ শতাংশ যোগ করে সুদ পরিশোধ করার কথা শ্রীলঙ্কার। সে সুদ শ্রীলঙ্কা নিয়মিত পরিশোধ করছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের নিষিদ্ধ তুলার পোশাক বাংলাদেশ থেকে কি গেছে?

৫ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে, এ আইনটি কার্যকরে কাস্টমস কর্মকর্তারা পণ্যগুলোর আইসোটোপিক পরীক্ষা করেছেন। বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুযায়ী, এরমাধ্যমে কোন অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন করা হয়েছে সেটি খুঁজে বের করা সম্ভব। গত মে মাসে ৩৭টি তৈরি পোশাকের ১০টিতে জিনজিয়ানের তুলার অস্তিত্ব পেয়েছেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। তারা তিন ধাপেড় ২০২২ সালের ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল এবং ২০২৩ সালের ২৩ মে যাওয়া তিনটি ব্যাচ থেকে এসব স্যাম্পল সংগ্রহ করেন। তিনটি ব্যাচ থেকে সংগ্রহ করা ৮৬টি স্যাম্পল পরীক্ষা করে সেগুলোর মধ্যে ১৩টিতে জিনজিয়ানের তুলা পাওয়া গেছে। তবে কোন ব্র্যান্ডের পণ্য বা কোন দেশ থেকে এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে গেছে সেটি জানায়নি সংস্থাটি। যেসব পণ্যের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেড় বক্সার, জিনস, টি-শার্ট ও শিশুদের পোশাক। এগুলো সবগুলোই তুলার পণ্য ছিল। আবার কয়েকটিতে স্পেনডেক্স এবং কৃত্রিম সুতাও ছিল। কাস্টমস কর্মকর্তাদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তারা কোনো বক্তব্য দেয়নি। এসব পণ্য কী বাংলাদেশ থেকে গেছে ? : যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া জিনজিয়ানের নিষিদ্ধ তুলার পণ্য কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন দেশ পাঠিয়েছে সেটির কিছুই খোলাসা করা হয়নি। তবে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল চীনে ২০২০ ও ২০২১ সালে যে পরিমাণ তুলা উৎপাদন হয়েছিল তার ৮৭ শতাংশই ছিল জিনজিয়ানের এবং দেশটি এ দুই বছর বিশ্বব্যাপী যে তুলা বা তুলার পণ্য সরবরাহ করেছে সেগুলোর ২৩ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছিল ওই জিনজিয়ানে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় '৭ মিনিটের ইনজেকশন'

৫০ পৃষ্ঠার পর

পরিষেবা (এনএইচএস) জানিয়েছে, এর ফলে ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত কমে আসবে।
এনএইচএসের মতে, এতদিন পর্যন্ত ক্যান্সারের ওষুধ শিরার মাধ্যমে রোগীর শরীরে পৌঁছে দেওয়া হতো। এটি প্রায় ৩০ মিনিট থেকে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিত। তবে নতুন ভ্যাকসিন মাত্র ৭ মিনিটে একই কাজ করবে।
নতুন এই ইনজেকশনটি ইংল্যান্ডের মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট রেগুলেটরি এজেন্সি থেকে অনুমোদন পেয়েছেন বলে জানায় সংশ্লিষ্টরা। এরই মধ্যে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) জানিয়েছে, এতদিন ইমিউনোথেরাপির মাধ্যমে শত শত ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসা করা হয়েছে। এখন তাদের অ্যাটেজোলিজুমাবের ইনজেকশন দেয়া হবে।
সাধারণত এটি ত্বকের নিচে দেয়া হয়। এর আরেক নাম টেসেন্ট্রিক। মূলত, এটি একটি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ওষুধ। যা ক্যানসার রোগীদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে। এটি রোগীদের শিরায় দেয়া হয় এবং একটি ড্রিপের মাধ্যমে তা সরাসরি তাদের শিরায় পৌঁছে যায়।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ওয়েস্ট সাফোল্ক এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের কনসালট্যান্ট অনকোলজিস্ট ড. আলেকজান্ডার মার্টিন বলেন, নতুন ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা করা যাবে। আমরা আগের চেয়ে কম সময়ে আরও বেশি লোকের চিকিৎসা করতে পারবো। ইংল্যান্ডের হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী অ্যাটেজোলিজুমাবের আইভি পদ্ধতি থেকে উপকৃত হয়েছেন। এই চিকিৎসায় ক্যান্সার ফিরে আসার ঝুঁকি খুবই কম থাকে। তিনি আরও বলেন, অ্যাটেজোলিজুমাব একটি ইমিউনোথেরাপি ওষুধ। এটি রোগীর দেহে ক্যান্সার কোষগুলি খুঁজে পেতে এবং ধ্বংস করতে সক্ষম। এটি বর্তমানে ফুসফুস, স্তন, লিভার এবং মূত্রাশয় সহ বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, এতে আগের চেয়ে তিন চতুর্থাংশ সময় কম লাগবে। ইংল্যান্ডে প্রতিবছর ৩ হাজার ৬০০ রোগীকে এই প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে তাদের কষ্টও কম হয় বলে জানায় ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)।

বিশ্বকে বলার মতো উন্নয়নের গল্প বাংলাদেশের আছে বললেন ভারতীয় হাইকমিশনার

৫ পৃষ্ঠার পর

১৮তম জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও স্বাগত জানাতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এই সম্মেলনে অতিথি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অংশীদারিত্বেরই প্রতিফলন ঘটেছে। পাশাপাশি এটি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে, জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বকে বলার মতো উন্নয়নের গল্প বাংলাদেশের আছে। বাংলাদেশের অংশগ্রহণ জি-২০ সম্মেলনকেও সমৃদ্ধ করবে।'
প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন, ভারতের জি-২০ সম্মেলনের যে থিম, তার অর্থ হলো: 'সারা বিশ্ব একটি পরিবার'। এর মধ্যদিয়ে সর্বজনীনতাবাদে আমাদের প্রাচীন দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। জি-২০ সম্মেলনে আমাদের সম্মেলনের যে মূলমন্ত্রড়'একটি বিশ্ব, একটি পরিবার ও একটি ভবিষ্যৎ'ড়সেই বিষয়টিকেই আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি। এতে মানবতার পারস্পরিক সংযুক্ততার গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। এই সংযুক্ততার ফলে আমরা যে প্রতিকূলতার মুখোমুখি, তার সমাধান ও আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির বিষয়টিও সামনে চলে এসেছে। এ ছাড়াও আমাদের মতৈক্যের ভাবনাও সঞ্চারিত হয় এই থিমের মধ্যদিয়ে।
তিনি বলেন, এমন এক সময়ে ভারত জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে, যখন করোনা মহামারি থেকে বিশ্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এ ছাড়াও সাপ্লাই চেইন সমস্যা, জলবায়ুর বৈরী প্রভাব, মূল্যস্ফীতি, আসন্ন ঋণসংকট, খাদ্য ও জ্বালানির নিরাপত্তা, ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তাসহ নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি বিশ্ব। এতে বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি কমে যায় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও অনিশ্চয়তা তৈরি করে। কিন্তু এসবের মধ্যেও জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ এজেন্ডা নির্ধারণে ও কঠিন সময়ে সামগ্রিক কল্যাণের চেষ্টায় নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতারই স্বীকৃতি। এটা আমাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থারও প্রতিফলন।'

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশিরা আপনার সঙ্গে আছি- আসেফ বারী

আসেফ ও মুনমুন বারীর ‘দ্যা বারী স্টেটে’ মেয়র এডামস,বাংলাদেশিদের ভূয়শী প্রশংসা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নগরী নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম কোন মেয়র বাংলাদেশী-আমেরিকানের বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। গত মঙ্গলবার ২৯ আগষ্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের স্বনামধন্য হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ারের সত্তাধিকারী আসেফ বারী এবং মুনমুন হাসিনা বারীর লং আইল্যান্ডের বাস ভবন বারী এষ্টেটে গিয়েছিলেন সিটিমেয়র এরিক এডামস। লং আইল্যান্ডের ডিক্স হিলসে অবস্থিত ‘দ্যা বারী স্টেটে’ গিয়ে মেয়র নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের উত্থানের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। ‘দ্যা বারী স্টেট’ ঘুরে দেখে তিনি অভিভূত হন। এ সময় মেয়র এরিক এডামসের সম্মানে আয়োজন করা হয় ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের। এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র এরিক এডামস বলেন, আমি যখন মেয়র হিসেবে নিউইয়র্কে দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন এই সিটি ছিলো একটি ভঙ্গুর সিটি। কিন্তু দিনে বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিলের সুপারিশ

পরিচয় ডেস্ক: গাঁজার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ শিথিলে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির (ডিইএ) কাছে সুপারিশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস। বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

কুরআন অবমাননা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত ডেনমার্কে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অনেক দেশে কুরআন অবমাননায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ডেনমার্ক। শুক্রবার দেশটি এ সংক্রান্ত এক আইন প্রস্তাব করেছে। দেশটির বিচারমন্ত্রী পিটার হামেলগার্ড সাংবাদিকদের বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

মেটাকে টেক্কা দিতে চমক মাস্কের, এবার এক্সে অডিও-ভিডিও কলের সুবিধা

পরিচয় ডেস্ক: এবার ‘এক্স’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অডিও এবং ভিডিও কল করতে পারবেন ইউজাররা। নিজেদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর প্রকাশ্যে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

৯ ও ১০ ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৯ ও ১০ ই সেপ্টেম্বর দুই দিন ব্যাপী লাগুয়ার্ডিয়া মেরিয়টের বল রুমে শুরু হতে যাচ্ছে পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশন। কনভেশন প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে কুইন্সের লংআইল্যান্ড সিটিতে ২৮শে আগস্ট সন্ধ্যায় “মিট দ্যা প্রেস” নামে একটি সাংবাদিক সম্মেলন এবং বার্বিকিউ পার্টির আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম জানান, এই কনভেশনে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী শিল্পীরা সহ বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত অনেক জনপ্রিয় শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশনের আহ্বায়ক হয়েছেন নাফিউল ইসলাম পান্না এবং সদস্য সচিব আলমগীর খান আলম, চেয়ারম্যান নুরুল আজিম, সভাপতি এমডি আব্দুর দিলীপ এবং চিপ কোডিনেটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মিয়া মোঃ দুলাল।

দুই দিনব্যাপী বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কে অনুমতি ছাড়া শুক্রবার জুমার নামাজে আজান দিতে বাধা নেই

নিউ ইয়র্কে মুসল্লিদের নামাজের সুবিধার্থে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এতে বলা হয়েছে, শুক্রবার জুমার দিনে সাড়ে ১২টায় অনুমতি ছাড়াই আজান দেয়া যাবে। কোনো বাধা ছাড়াই মুসল্লিরা নামাজ আদায় করতে পারবেন। নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, রমজান মাসে সন্ধ্যার সময়ও একইভাবে নামাজের জন্য আজান দিতে বাধা থাকবে না। এ বিষয়ে নিউ ইয়র্ক মেয়র এরিক অ্যাডামস বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

‘প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ’ চেতনায় মন্ট্রিয়লে ৩ দিনের ফোবানা সম্মেলন শুরু

পরিচয় ডেস্ক:১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ‘প্রবাসে প্রাণের বাংলাদেশ’ চেতনায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

৭ ও ৮ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে আগামী ৭ ও ৮ অক্টোবর যথাক্রমে শনিবার রোববার দুইদিনব্যাপী হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন ও বইমেলার আয়োজন করছে শো টাইম মিউজিক এবং ব্যাবস্থাপনায় রয়েছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৮ আগস্ট নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শো টাইম মিউজিকের কর্ণধর আলমগীর খান আলম, হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহবায়ক কবি মিশুক সেলিম, সাহিত্য একাডেমি নিউ ইয়র্ক প্রেসিডেন্ট মোশারফ হোসাইন, নিউ ইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ক্যান্সার চিকিৎসায় ‘৭ মিনিটের ইনজেকশন’

পরিচয় ডেস্ক: ক্যান্সার চিকিৎসার দীর্ঘ মেয়াদী সময় কমিয়ে আনার নতুন এক ইনজেকশন উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা। এই ইনজেকশন রোগীর দেহে প্রয়োগ করতে সময় নেবে মাত্র ৭ মিনিট। ব্রিটেনের রাষ্ট্র-চালিত জাতীয় স্বাস্থ্য বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

দ.আফ্রিকায় নিজ দোকানে নোয়াখালীর ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ দোকানে নোয়াখালীর এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাসীরা। এরপর সন্ত্রাসীরা প্রতিষ্ঠানে থাকা টাকা বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

কেন মেয়েদের ঘুম বেশি প্রয়োজন?

পরিচয় ডেস্ক: সকাল বেলা অনেকেই কাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমের রাজ্যে ডুবে থাকেন। অফিস বা ক্লাস কিংবা বাইরে কোনো কাজ থাকলে অনেকে হয়তো সকালে উঠতেই চায় না। অনেক পরিবারে সকালে কে আগে উঠবে স্বামী নাকি স্ত্রী, কে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯